রঘু ডাকাত

শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—
৯৮।১এ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

সন ১৩৬৭ সাল

তৃতীয় সংস্করণ]

মূল্য ৩·০০ তিন টাকা

উৎসর্গ

"রঘু ডাকাত"-এর সৃষ্টি ও রূপায়ণের ভাগ নিয়ে প্রকারান্তরে ভাগীদারের সংখ্যা এমন শঙ্কাজনক যে, তাঁদের সবার দাবী এক সাথে মেটানো আমার পক্ষে এক দুরূহ সমস্যা। অথচ এক্ষেত্রে কাউকে হতাশ করাও শুধু অশিষ্টতা নয়, হয়ত অকৃতজ্ঞতা। তাই নিরুপায় আমি "রঘু ডাকাত"কে সঁপে দিচ্ছি সেই সুহৃদ্বরেষু সু-অভিনেতা শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে, যাঁর দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি যেন নিজগুণে অন্যান্য দাবীদারদের সঙ্গে দেনা-পাওনার একটা রফা ক'রে নিয়ে আমাকে দায়মুক্ত ক'রে আর একবার যথার্থ বন্ধুত্বের পরিচয় দেন।

ইতি—

গ্রন্থকার

ক'টি কথা

"রঘু ডাকাত" আমার প্রথম অভিনীত যাত্রানাটক। ঐতিহাসিক নাটক, কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে এর ততটুকুই সম্পর্ক যতটুকু থাকা উচিত যে কোনও ঐতিহাসিক নাটকের। অর্থাৎ নাটক ইতিহাস নয়, নিষ্প্রাণ ইতিহাসের কাঠামোয় রঙে-রসে-কল্পনায় এক সুমধুর প্রাণময় সৃষ্টি। "রঘু ডাকাতের" বেলায় নাট্যকারের স্বাধীনতার সীমারেখা সম্ভব হয়নি। কারণ, রঘু ডাকাত সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই; যা আছে, তা সবই চল্‌তি প্রবচন আর গল্পকথা।

প্রকৃত বিচারে এ-নাটকের স্রষ্টা হয়ত আমি নই। আমার সোদর প্রতিম সুহৃদ্ সু-অভিনেতা শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণা, উৎসাহ ও তাগিদে সুদীর্ঘকাল ধ'রে তিলে তিলে এর রচনা! এ নাটকের খ্যাতি বা প্রশংসার সবটুকুই বন্ধুবরের পাওনা, ত্রুটির যত অপরাধ তা একান্তই আমার।

"নিউ রয়েল বীণাপাণি" অপেরার স্বত্বাধিকারী, কর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রাক্তন পরিচালক যথাক্রমে শ্রীসুকুমার মণ্ডল, শ্রীগৌরীশঙ্কর বর্ম্মণ ও শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অশেষ ধন্যবাদ। তাঁরাই অকুতোসাহসে সুদীর্ঘ পরিচর্য্যা, পরিশ্রম ও প্রস্তুতির পর তাকে উপস্থাপিত করেছেন সুধীজন-আসরে। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। আর ঋণ অপরিশোধ্য নাম-ভূমিকাভিনেতা অনুজপ্রতিম শ্রীরূপকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও প্রীতি-ভাজন শ্রীকালীপদ সরকারের।

শ্রীমহিম সামন্তের সঙ্গীতানুষঙ্গের জন্য তাঁর কাছেও আমি সমভাবে ঋণী।

শ্রীযুত গোবর্দ্ধন শীল মহাশয় "রঘু ডাকাত"কে পুস্তকাকারে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে যে সৎসাহস ও নাট্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্ত ঋণী আমি তাঁর কাছেও এবং নাট্যকার শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয় এই নাটকে তাঁর রচিত—"ওরে শ্রমিক ! ওরে কৃষাণ দল" ও 'নাহি ভয় হবে জয়" গান দুইখানি ব্যবহার করিতে দিয়েছেন, তাঁর কাছেও চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

এত ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য আমার নেই,—সে চেষ্টাও কর্‌বো না। ফলে হয়ত এই বিস্মৃতিময় দুনিয়ার দেন্‌দার হিসাবেও কিছুদিন তাঁদের মনে থাকবো। ইতি—

বাসন্তী পঞ্চমী
১৩৬১ সাল। — শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

সুবেদার	...	...	
ত্রিবিক্রম রায়	...	...	জায়গীরদার
বিষাণ	...	...	ঐ কোতোয়াল
এনায়েৎ খাঁ	...	...	ঐ সহকারী
টমাস্	...	...	সুবেদারের দেহরক্ষী
শ্রীদাম	...	....	গ্রাম্য চাষী
রঘু	...	...	ঐ পুত্র
শিরোমণি	...	...	কবিরাজ
আলাল	...	...	ঐ পুত্র
তেকরাম	...	...	লাঠিয়াল
কালাচাঁদ	...	...	গ্রামবাসী
উদ্ধব	...	...	রঘুর বাল-গুপ্তচর

চারণ, বৈষ্ণব, মাঝি, প্রহরী।

স্ত্রী

সুনীতি	...	...	জায়গীরদারের স্ত্রী
সুজাতা	...	...	ঐ কন্যা
কাজলী	...	...	কালাচাঁদের ভগ্নী
বাতাসী	...	...	শিরোমণির স্ত্রী
সিতারা	...	...	বাঈজী

রঘু ডাকাত

প্রস্তাবনা

গ্রাম্যপথ

গীতকণ্ঠে চারণ যাইতেছিল

চারণ।—

গান

হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!
ঐ অত্যাচারের খড়্গ তুলিয়া
আসিছে রে মহামার॥
দিকে দিকে শোন হাহাকার ঐ
রক্ত-সাগর মথি,
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি লালসার পদে
আজি করিতেছে নতি,—
মানুষ মানুষে ভাল নাহি বাসে,
রক্ত পিয়াস তার॥
ওরে কাণ্ডারি, তোর নাওখানি
কেন টলমল দরিয়ায়,
দুর্য্যোগে বৃথা ভয় পরিহার
রুখিয়া দাঁড়া তাহায়,
ভীরু হিয়াতল ফিরে পাবে বল,
কেটে যাবে আঁধিয়ার।

[চলিয়া গেল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীদামের কুটীর-প্রাঙ্গণ

নেপথ্যে কয়েকবার চাবুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদামের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। এনায়েৎ খাঁ ও বিষাণ শ্রীদামকে চাবুক মারিতে মারিতে আনিয়া সজোরে ধাক্কা দিল, সে আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল

শ্রীদাম। ওঃ! আর নয়! আর মেরো না! দোহাই তোমাদের!

বিষাণ। খাজনা দাও জায়গীরদারের! বার করো শীগ্‌গীর!

শ্রীদাম। নেই; ভগবানের নামে শপথ করছি। এখন আমার কাছে কিছু নেই। দয়া করো! আমায় আর কটা দিন সময় দাও। জায়গীর-দারের সমস্ত বাকি পাওনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রে দেবো।

বিষাণ। আরো সময় দেবো? হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমার কাছে কতদিনের খাজনা বাকি আছে, চাবুকের মুখে আর একবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবো; কেন দাওনি এতদিন?

শ্রীদাম। পর পর দুসন অজন্মা গেল। দেনার দায়ে হাল, গরু, বীজ সব গেল। নইলে কোনদিন আমি খাজনা বাকি রেখেছি? দেবতা বাদ সাধলেন—

বিষাণ। ঐ অজুহাতে তোমরাও খাজনা ফাঁকি দিয়ে জায়গীরদারের সঙ্গে বাদ সাধতে চাও? খাজনার চুক্তিতে জমি দেওয়া হয়েছে

তোমাদের। ফসল হ'লো কি না হ'লো, জায়গীরদার তা দেখতে যাবে কেন? খাজনা আমার চাই-ই! আজই—এখুনি!

শ্রীদাম। এখুনি! কিন্তু কোথা থেকে দেবো? রঘু বাড়ী থাকলেও না হয়—

বিষাণ। দেবে না? ভাল। কী ক'রে খাজনা আদায় করতে হয়, তা আমি জানি। এনায়েৎ খাঁ!

এনায়েৎ। হুকুম কর কোতোয়াল!

বিষাণ। চালাও চাবুক। [এনায়েৎ চাবুক মারিল]

শ্রীদাম। উঃ, না—না! আর নয়। আর মেরো না আমায়! [এনায়েৎ চাবুকের পর চাবুক মারিতে লাগিল] ওঃ! ওঃ!

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! থেমো না এনায়েৎ খাঁ—চালাও। [এনায়েতের চাবুক বিরামবিহীনভাবে চলিতে থাকিল, শ্রীদাম আর্ত্তনাদ করিতেছিল, বিষাণ উচ্চহাস্য রোলে আকাশ মুখর করিয়া তুলিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ—

এনায়েৎ। আরো চালাবো বড় কোতোয়াল?

বিষাণ। আচ্ছা, থাক্ এখন। শয়তান বুড়ো দেখছি সহজে খাজনা বার করবে না! হ্যাঁ, আগুন ধরিয়ে দাও ওর কুঁড়ে ঘরে।

শ্রীদাম। দোহাই কোতোয়াল সাহেব! আমি রুগ্ন, দুর্ব্বল, অসহায়। ওই কুঁড়েটুকুই আমার সম্বল, ওটুকু পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো?

বিষাণ। গাছতলায়। খাজনা দিতে হবে না। কেউ চাইবে না।

শ্রীদাম। দয়া করুন আমার উপর। আমিও একদিন ঐ জায়গীরদারের পাইক ছিলাম। সারাটা জীবন তারই সেবায় কাটিয়ে দিয়েছি।

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, কাজ করেছ, তলব পেয়েছ। জোয়ান ঘোড়াকে লোকে তোয়াজ করে ততদিন—যতদিন তার দৌড়ের সামর্থ্য

থাকে। অকেজো হ'লে হয় গাধারও অধম ; তখন তাকে লোকে রেহাই দেয় গুলী ক'রে। রাজার পাইক আর সওয়ারের ঘোড়া একই জিনিষ। [উদ্যত পিস্তলে শ্রীদামের বক্ষ লক্ষ্য করিল]

শ্রীদাম। [সভয়ে] না—না—না !

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! এনায়েৎ খাঁ ! দাঁড়িয়ে কেন ? শুনতে পাওনি আমার হুকুম ?

এনায়েৎ। গোস্তাকি মাফ করুন বড় কোতোয়াল ! ভুল হ'য়ে গেছে।

বিষাণ। এমন ভুল আর যেন ভবিষ্যতে কোনদিন না হয়। ভু'লে যেও না এনায়েৎ খাঁ, আমি এক হুকুম দুবার দিই না। যাও—আগুন ধরিয়ে দাও বুড়োর কুঁড়ে ঘরে।

শ্রীদাম। [এনায়েৎ প্রস্থানোদ্যত হইলে শ্রীদাম তাহার পা চাপিয়া ধরিল] না—না, আমি তোমায় যেতে দেবো না।

এনায়েৎ। বড় কোতোয়াল ! বুড়ো যে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়তে চায় না কিছুতে।

বিষাণ। লাথি মেরে সরিয়ে দাও। [এনায়েৎ লাথি মারিল]

শ্রীদাম। হাঁ, মারো ! মেরে ফেলো আমায় ! তবু গরীবের কুঁড়েটুকু আগুন ধরিয়ে ছাই ক'রে দিও না। ভগবান তোমাদের ভাল কর্‌বেন।

বিষাণ। ভগবান ? তোমার ভাল তিনি কর্‌লেন না কেন ? এনায়েৎ। যাও—

শ্রীদাম। যেও না—যেও না !

[শ্রীদাম এনায়েতের পা ধরিয়া টান দিবামাত্র সে পড়িয়া গেল। বিষাণ সক্রোধে এনায়েতের হাতের চাবুক কাড়িয়া শ্রীদামকে মারিতে সুরু করিল]

বিষাণ। কি, এত বড় সাহস তোমার! এই নাও তবে! চাই? আরো চাই—এই নাও!—

[চাবুকের পর চাবুক চালাইয়া চলিল, শ্রীদাম যন্ত্রণাকাতর আর্ত্তনাদ সহকারে ছট্ফট্ করিতেছিল, এমন সময় বাহিরে রঘুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নেপথ্যে রঘু। বাবা—বাবা!

শ্রীদাম। [যন্ত্রণাকাতর স্বরে] রঘু! রঘু!

ব্যস্তভাবে রঘু আসিল।

রঘু। বাবা! বাবা! একি! [হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া পড়িল]

বিষাণ। এই যে তুমিও এসে পড়েছ? ভালই হ'লো। বুড়ো বাপের পাওনাটুকু তুমিও না হয় ভাগ করে নাও।

রঘু। তার আগে কৈফিয়ৎ দাও, কেন তোমরা আমার রুগ্ন, বৃদ্ধ বাবার উপর এরকম অমানুষিক অত্যাচার কর্‌ছো?

বিষাণ। কৈফিয়ৎ? তোমাকে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! সহ্য কর্‌তে পারবে সে কৈফিয়ৎ? সাহস আছে?

রঘু। সাহসের কথা তোমাদের মুখে মানায় না। ছিঃ-ছিঃ! একটা মুমূর্ষু, অসহায়, রুগ্ন বৃদ্ধকে প্রহারের আঘাতে শেষ ক'রে এনে উল্লাসের হাসি হাসে যারা—তারা আবার মানুষ, তাদের মুখে আবার সাহসের বক্তৃতা? চমৎকার! বল, কি তোমরা বল্‌তে চাও?

বিষাণ। কিন্তু—সব কথার কৈফিয়ৎ আমরা মুখের কথায় দিই না।

রঘু। তবে?

বিষাণ। আমাদের হ'য়ে মাঝে মাঝে কৈফিয়ৎ দেয় আমাদের হাতের চাবুক। চাই কৈফিয়ৎ?

শ্রীদাম। না-না, তুই পালা রঘু! ওরা আমার মত দশা তোরও করবে। তুই পালা বাবা, পালা।

বিষাণ। এনায়েৎ! হুঁসিয়ার! ও যেন কোনমতে পালাতে না পারে।

রঘু। থাক্ বীরপুরুষ! তার আর দরকার হবে না। সিংহ কামড়ায়, বাঁদরেও কামড়ায়; তাই ব'লে লোকে সিংহের মর্য্যাদা বাঁদরকে দেয় না—বাঁদরের ভয়ে পালায়ও না।

বিষাণ। হুঁসিয়ার উদ্ধত যুবক! তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ—জান?

রঘু। জানি, কথা কইছি আমি এক লোভী, স্বার্থপর, পরস্বাপহারক জায়গীরদারের পদলেহী চাটুকারের সঙ্গে।

বিষাণ। এত স্পর্দ্ধা? [সরোষে রঘুকে চাবুক মারিল, সঙ্গে সঙ্গে কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল] পেয়েছ জবাব?

রঘু। এর চেয়ে ভাল জবাব তোমাদের কাছে আর কি আশা করা যায়! তবে মনে রেখো অত্যাচারীর দল! কাল তোমাদের পূর্ণ হ'য়ে এসেছে, তোমাদেরও জন্য চাবুক তৈরী হ'চ্ছে ঐ ভগবানের কর্ম্মশালায়। তোমাদের প্রতিটি দিনের অজস্র অত্যাচারে দেশের আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেছে। দুঃস্থ, অসহায়, উৎপীড়িত প্রজাদের তপ্ত রক্তে বাঙ্গলার মাটী লাল হ'য়ে গেছে। ভেবেছ সেসব বৃথা যাবে? না! সুদশুদ্ধ ফেরত নিতে হবে। প্রস্তুত থেকো; সেদিনের আর দেরী নাই।

বিষাণ। এনায়েৎ খাঁ! চালাও চাবুক এই বেতমিজ যুবকের উপর। চালাও—

[এনায়েৎ চাবুক মারিতে লাগিল, রঘু দাঁতে দাঁত
চাপিয়া সে আঘাত সহ্য করিতেছিল]

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওকে বুঝিয়ে দাও যে, ছোটমুখে বড় কথার প্রায়শ্চিত্ত এমনি ক'রেই করতে হয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[এনায়েৎ আঘাত করিয়া চলিল, শ্রীদাম বহু কষ্টে উঠিয়া রঘুকে আগলাইয়া এনায়েৎকে বাধা দিতেছিল]

শ্রীদাম। না-না, ওকে তোমরা মেরো না! আমি ক্ষমা চাইছি ওর হ'য়ে। রঘু, ক্ষমা চা বাবা, ক্ষমা চা।

রঘু। কার কাছে ক্ষমা চাইতে বলছো তুমি? ওরা কি মানুষ? ওরা পশু, ওদের ক্ষমা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করা অনেক সুখের।

শ্রীদাম। তবু—তবু—ওরে রঘু! তুই আমার একমাত্র বংশধর। আমি যে তোর বাবা। দোহাই তোমাদের, আর মেরো না—ওকে তোমরা ছেড়ে দাও।

বিষাণ। হুঁসিয়ার বুড়ো, স'রে যাও!

শ্রীদাম। না-না, তোমরা ওকে আর মেরো না। [বাধা দিতে অগ্রসর হইল]

বিষাণ। আঃ—স'রে যা, বুড়ো শয়তান!

[বিষাণ সজোরে শ্রীদামকে ধাক্কা দিবামাত্র সে আর্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল]

শ্রীদাম। আঃ, রঘু—রঘু! কাছে আয় বাবা! রঘু! র-ঘু— [মৃত্যু]

রঘু। [শ্রীদামের কাছে গিয়া] বাবা—বাবা!

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সাহস! স্পর্দ্ধা! চ'লে এসো এনায়েৎ! যাবার পথে বুড়োটার কুঁড়েটায় আগুন ধরি'য়ে দিয়ে যাই চল।

[বিষাণ ও এনায়েৎ খাঁ চলিয়া গেল

রঘু। বাবা—বাবা! শেষ! বাবা নেই, ওঃ—ভগবান! [নেপথ্যে চিৎকার—আগুন—আগুন।] আগুন! অসহায়, দুর্ব্বল প্রজার পাতার কুঁড়ে ধূ ধূ ক'রে জ্বল্‌ছে। উঃ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবাই শুধু এমনি ক'রে গ্রাস করছে দরিদ্রের সম্পদ! কেউ নেই, তাদের কেউ নেই। ভগবান! কোথায় তুমি? তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না ও কিসের আগুন? তোমারই আকাশের দিকে সহস্রশিখায় জ্ব'লে উঠে অসীম নীলিমাকে ক'রে তুল্‌ছে রক্তাভ বীভৎস! [কিছুক্ষণ নির্ব্বাকভাবে উর্দ্ধদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকার পর] বেশ, তবে তাই হোক। বাবা—বাবা! স্বর্গ থেকে তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার এই অমানুষিক হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারি। শোন অত্যাচারী শোষকদল! সম্মুখে আমার অত্যাচারিত পিতার মৃতদেহ আর ওই অদূরে কুটীরগ্রাসী বৈশ্বানরকে সাক্ষী ক'রে শপথ কর্‌ছি—দুর্ব্বলের উপর এই অন্যায় অত্যাচারের আমি চরম প্রতিশোধ নেবো।

[নেপথ্যে কোলাহল—আগুন—আগুন।]

রঘু। আগুন! ওরে, আগুন শুধু কুটীরেই লাগেনি, লেগেছে আমার দেহে, মনে, শিরায় শিরায়। জ্বল্‌ছে, জ্বল্‌বে ততদিন—যতদিন না অত্যাচারীর পতন হয়; আর সেই আগুনে নিরীহ বাঙ্গালী পুড়ে রূপ নিল দুর্ব্বার বিপ্লবীর। এই বিপ্লবী বাঙ্গালীই তোমাদের দেখিয়ে দেবে দলিত বাঙ্গালীর আত্মা হ'তে পারে কত ভয়াল, কত ভীষণ, কত ভয়ঙ্কর। অতীত কোন বিস্মৃত দিনের প্রলয়-পাগল নটরাজের মত, পিতার মৃতদেহ স্কন্ধে সর্ব্বনাশা অভিযানে বার হ'লো এই বিদ্রোহী বাঙ্গালী "রঘু ডাকাত।"

[শ্রীদামের মৃতদেহস্কন্ধে উন্মত্তবৎ চলিয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

নদীতীর

বৈঠাহাতে মাঝি গাহিতেছিল

মাঝি।—

গান

[ও-ভাই] দ্যাখসে আজব দুনিয়া।
হেথা শনি রাজার রাহু সাঙাৎ ফেল্‌লো গ্রাসিয়া॥
যাদের পাহারাদারী ভার,
তারা লুঠ্‌ছে রে দেদার,
হেথা নিদ্দুষী হায়, খাচ্ছে ঘুষি দোষীর লাগিয়া।
আর ঠগী বাবা দেদার সাঁটায় পোলাও কালিয়া॥
হেথা তোমার গাদী নয় কো তোমার,
পেঁচো ভূতের মানত,
আহা, সোনার মহল হয়েছে রে ভাই হুতোম পেঁচার আড়ত;
হেথা টিক্‌তে নারে কেউ,
বাবা, দিনে ডাকে ফেউ,
তাই মেয়ে-মরদ প্রাণের দায়ে পেরোয় দরিয়া।
তোরা আর না ছুটে বৈঠা হাতে আছি বসিয়া॥

বৃদ্ধের ছদ্মবেশে কালাচাঁদ, কুরূপা স্ত্রীলোকবেশে কাজলী ব্যস্তভাবে আসিল

কাজলী। বাবা রে—বাবা রে—বাবা রে—বাবাঃ, কী কাণ্ড! অ-মাঝির পো, আর কেন, নোঙর তোল।

মাঝি। তুল্‌বো ব'লেই তো হাপিত্যেস ক'রে ব'সে আছি।

কালা। এখন দুর্গা ব'লে, খেয়াটুকু পেরুতে পারলেই পৈত্রিক প্রাণটুকু রক্ষে পেয়ে যায়।

মাঝি। তা আজ আবার নতুন কি হ'লো?

কালা। [কালার ভাণ করিয়া] এ্যাঁ—কী বল্‌ছো?

মাঝি। [আপন মনে] কালা নাকি! [কালার কাণের কাছে মুখ লইয়া চিৎকার করিয়া] বল্‌ছি, আজ আবার কি হ'লো?

কালা। যা হ'লো, তাতে খান আষ্টেক মহাভারত হ'য়েও যা ছিট প'ড়ে থাকে, তা থেকে গোটা দুই রামায়ণও হ'য়ে যেতে পারে। কিছু জিজ্ঞেস ক'রো না—বল্‌তে পারবো না।

মাঝি। আ-হা-হা, তবু বলই না শুনি।

কালা। শোনাশুনির কিছু নেই, একেবারে তুলক্লাম কাণ্ড। মারছে দেশশুদ্ধ সবাইকে। মেয়ে-মরদ—যুবো-বুড়ো কেউ বাদ যাচ্ছে না—মেরে পাট বিছিয়ে দিচ্ছে।

হাঁড়ী হাতে বৃদ্ধার ছদ্মবেশে বাতাসী ঈষৎ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিল।

বাতাসী। ওরে, ও মোহনচাঁদ, কোথায় গেলি রে ছোঁড়া? আচারের হাঁড়ী নিয়ে কী যেন মাড়িয়ে ফেললুম, ভাল ক'রে বুঝতে পারছি না গরুর না মানুষের। একটু শুঁকে দেখ্‌ বাবা।

কুব্জপৃষ্ঠ মোহনচাঁদরূপী আলাল লাঠিতে ভর দিয়া খোঁড়ার ভাণ করিয়া উপস্থিত হইল

আলাল। এই যে আমি এসে পড়লাম আমাবস্থে মাসি! কী হয়েছে?

বাতাসী। [আলালের দিকে পা আগাইয়া দিয়া] শুঁকে দেখ্, বাবা, শুঁকে দেখ্—মানুষের না গরুর।

আলাল। আমি শুঁক্‌বো, কেন—তুমি ?

বাতাসী। কথা শোন ছোঁড়ার। আমার হাতে যে আচারের হাঁড়ী রে মুখপোড়া! আমাকে যে শুদ্ধাচারে চলাফেরা কর্‌তে হয়।

আলাল। বলিহারি যাই তোমার শুদ্ধাচারকে আমাবস্যে মাসি! পাসে চট্‌কাতে ক্ষেতি হ'লো না, শুঁকলেই মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে ?

বাতাসী। কথা ছেড়ে, শীগগীর শুঁকে দেখ্ বাপু, আমার গা ঘিন্ ঘিন্ কর্‌ছে !

আলাল। তুমি যখন বল্‌ছো তখন আমায় দেখতেই হবে। দাঁড়াও—পা-টা একটু বাড়িয়ে দাও, দেখি একবার চেষ্টা ক'রে।

[আলাল ঝুঁকিয়া বাতাসীর পা শুঁকিতে গিয়া হঠাৎ পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল, হিঃ-হিঃ শব্দে কাজলী হাসিতেছিল]

আলাল। অ মাসি, আমায় তোল গো—হাত ধর।

বাতাসী। আ-হা-হা, সুখ কত, কিসের না কিসের নোংরা হাত, আচারের হাঁড়ী নিয়ে আমি ওর সেই হাত ধরি আর কি ?

কালা। সত্যিই বেচারার উঠতে কষ্ট হ'চ্ছে। আচ্ছা, আমার হাত ধর—নাও, ওঠো।

[আলাল বহু কষ্টে হাত ধরিল। কালাচাঁদ তাহাকে টানিয়া তুলিল]

বাতাসী। এখন কি বুঝলি ?

আলাল। দূর থেকে যা বুঝলাম—তাতে মনে হ'লো, ও বাপু জন্তু-জানোয়ারের মত মাল নয়—খাস দু-পেয়ের মাল।

বাতাসী। এঁ্যা! সেকি রে মুখপোড়া? আমার হাতে যে আচারের হাঁড়ী।

মাঝি। গঙ্গাজল ছড়িয়ে শুদ্ধ্ ক'রে নিয়ো। তা—তোমরাও পালাচ্ছ তাহ'লে?

আলাল। পালাবো না? যেখানে গরীবের সর্ব্বনাশ ক'রে রাজা চালায় স্ফূর্ত্তি নাচ-গানের আসর জাঁকিয়ে, সেখানে কোন মানুষ টিক্‌তে পারে?

মাঝি। কথাটা তোমার নেহাৎ মিথ্যে নয়!

কালা। মিথ্যে নয়? আলবৎ মিথ্যে। জায়গীরদারের বাড়ীতে গানের আসর বসে না, বসে নাচের।

আলাল। তুমি বল্‌লেই আমি মানবো? নাচ-গান দুই হয়; নিজের চোখে দেখেছি—কাণে শুনেছি।

কালা। তুমি তা'হলে তখন হয় নেশা করেছিলে, নয় খাঁটি বাজে কথা বল্‌ছো।

লাঠিহস্তে কেরামত আসিল

কেরামত। কি হয়েছে এখানে?

[কেরামতকে দেখিবামাত্র সকলে ভয়ে পালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল]

মাঝি। আরে, ভয় কি! ইনি জায়গীরদারের পাইক নন, আমাদের কেরামত চাচা; সেলাম চাচা!

কেরামত। সেলাম বেটা! কী হয়েছে এদের? পালাচ্ছে কেন?

আলাল। জায়গীরদারের জুলুম থেকে এই সুঠাম তনুটিকে আত্মারাম সমেত এরা বাঁচাতে চায়।

কেরামত। তাই পালাচ্ছ ? ছিঃ-ছিঃ ! ভেবেছ এমনি ক'রেই বাঁচতে পারবে। ওরে বোকা ভীরুর দল ! তোরা জানিস না, অত্যাচারের সামনে বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়াতে যারা পারে না, অত্যাচার আর অত্যাচারী সব সময়ই থাকে তাদের পিছু পিছু—ছায়ার মত। পালিয়ে যাবি কুকুরের মত ভয়ে, মার খেয়ে ? এত কিসের প্রাণের মায়া রে ?

আলাল। তবে আমরা কী করবো বল দেখি চাচা ?

কেরামত। রুখে দাঁড়া। ফিরে চল। মর্‌তে তো একদিন হবেই ; তবে মানুষের মত মরবার জন্য তৈরী হ।

আলাল। তৈরী তো হবো, কিন্তু, হাতিয়ার কই ?

কেরামত। ভয় নেই ! সে ব্যবস্থাও তোমাদের জন্য একজন আগে থেকেই ক'রে রেখেছে।

আলাল। কে সেই অবতারটি, শুনি।

কেরামত। সে হ'লো আমার রঘু ভাই।

কাজলী। এ্যাঁ···রঘু ডাকাত ! [সভয়ে সকলে কাঁপিতে লাগিল]

কালা। আরে সে তো একটা খুনে !

আলাল। খুব বলেছ বাবা ! এক ডাকাতের খপ্পর থেকে আর এক কাঁচাখেকোর আস্তানায় ঢুকে কাঁচা মাথাটা বেঘোরে খোয়াই আর কি !

কেরামত। ভুল—ভুল। ওরে, তোরা ভুল করছিস, এমনি ভুল সবাই করে, রঘুকে তোরা কেউ জানিস্ না, চিনিস্ না ; এতদিন তোরা সব ভুল খবর পেয়েছিস্। রঘু ডাকাত ! নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে হিন্দু-মুসলমান সবাইকে সমভাবে রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে, তাদের ভরণ-পোষণের জন্য অত্যাচারীর অর্থ লুণ্ঠন করা যদি ডাকাতি হয়, তাহ'লে রঘু সত্যিই ডাকাত। আর, খুনে ? হ্যাঁ, পরের জন্য নিজের দেহের প্রতিটি

ফোঁটা খুন উৎসর্গ ক'রে অন্যায়ের উচ্ছেদ-ব্রত গ্রহণ' করা যদি খুনের পরিচয় হয়, রঘু ভাইও তবে খুনে। শুধু একটা কথা তোরা জানিস্ না। এমন খুনে, এমন ডাকাত যদি আরো আগে একজন আস্তো, তাহ'লে আজ তোদের এ-অবস্থা হ'তো না। আপশোষ শুধু ওইখানে যে—এমন খাঁটী হীরেকেও তোরা চিন্‌লিনে—কাঁচ ব'লে দূরে সরিয়ে রাখলি।

কালা। বলো কি চাচা, রঘু এমন মহৎ!

কেরামত। হাঁরে বেটা, তাই! কিন্তু তুমি কে?

কালা। [দ্বিধাভরে] এ্যাঁ—আমি—আমি হ'লাম—সনাতন—মানে—ডাকসাইটে কালা!

কেরামত। হুঁ, তোমার সঙ্গে ওটী কে?

কালা। [আমতা আমতা করিতে করিতে] ও, ও হ'লো আমার—আমার খুড়তুতো বোন আন্নাকালী।

কেরামত। আর তোমরা?

আলাল। এই—এই বুড়ী আমার মাসী—মানে আমাবস্যে মাসী, আর আমি হ'লাম ওঁর একমাত্র শিবরাত্রির সল্‌তে মোহনচাঁদ।

কেরামত। হুঁ, তা তোমার ও হাঁড়ীতে কি?

বাতাসী। আচার বাবা—আম-তেল।

কেরামত। ওটা আমার চাই-ই। দাও আমাকে। [হাঁড়ী কাড়িয়া লইল এবং ভিতর হইতে গহনা বাহির করিয়া] বাঃ-বাঃ-বাঃ, বেড়ে আচার তো!

বাতাসী। নিও না বাবা! ম'রে যাবো তাহ'লে। ওই আমাদের যা কিছু ধূলো-গুঁড়ো। দাও বাবা—

কেরামত। [হাঁড়ী ফেরত দিল] এইবার বল তোমার কে?

বাতাসী। [হাঁড়ী লইয়া] বল্ না রে মুখপোড়া—তোর বাপের নামটা। আমায় কি মুখে আন্‌তে আছে ?

আলাল। কিছু মনে ক'রো না চাচা, প্রাণের দায়ে নাম আর চেহারা ভাঁড়িয়ে পালাচ্ছিলাম। মাসী-বোনপো নই, মা বেটা ; শিরোমণিমশাই আমার বাবা।

কেরামত। ঠিক ধর্‌তে না পারলেও এমনি সন্দেহই হয়েছিল। [কাজলী ও কালাচাঁদের প্রতি] আর তোমরা ? কি নাম বল্‌লে মেয়েটির ?

কালা। আন্নাকালী—

কেরামত। তাই বুঝি মুখে কালী মেখেছ ? কিন্তু হাতের রঙ্ ফর্সাই আছে—ঢাক্‌তে পারনি। বুঝতে পারছো—ছদ্মবেশ অপূর্ব্ব হ'লেও আমার চোখ এড়াতে পারনি ! এখন বল, তোমাদের সত্যি পরিচয় কী ?

কাজলী। আর লুকিয়ে কাজ নেই দাদা ! ব'লে ফেল।

কালা। আমরাও ঐ প্রাণের দায়ে চাচা, গুঁতোয় প'ড়ে নাম ভাঁড়িয়েছি। কস্মিনকালে আমার বংশে কালা কেউ না থাকলেও আমার আসল নাম কালাচাঁদ। আর এ আমার বোন কাজলী।

কেরামত। ছিঃ-ছিঃ ! এমন জোয়ান মরদ হ'য়ে লুকিয়ে পালাতে তোমাদের একটু লজ্জা হ'চ্ছে না ? অথচ রঘু ভাই আমাদের সারা দেশে মরদ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাজের লোক খুঁজছে।

গীতকণ্ঠে উদ্ধব আসিল

উদ্ধব !—

গান

ওরে শ্রমিক ! ওরে কৃষাণ দল !
মুখ বুজে আর সইব কত বল।
সময় এলো এই বেলা ভাই আপন বুঝে চল্।

জলে ভিজে রোদে পুড়ে
তবু পাস না খেতে পেটটী পূরে,
ধনীর ধোঁকায় ভুলে তোদের
ছেঁড়া টেনা হ'লো যে সম্বল।
সবাই মানুষ, সবাই সমান,
ধনী ও শ্রমিকে নাই ব্যবধান,
দীনতার বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
মুক্তিপথে চল্ রে চল্।

[চলিয়া গেল

কালা। আমাদের কি সে দলে নেবে?

কেরামত। নেবে, নেবে। ওরে, খোদার দুনিয়ায় কেউ বেকার নয়। জানিস তো, তোদেরই কেতাবে লেখা আছে—সেতুবন্ধে কাঠ বিড়ালী পর্য্যন্ত কাজে লেগেছিল; আর তোরা তো মানুষ, তোদের গায়ের রক্ত তো পুঁজ হ'য়ে যায়নি। শুধু জেগে ওঠ,—রুখে দাঁড়া, সমস্বরে বল্ করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।" দেখবি তোরাই পারবি। তোদের দেহে ফিরে পাবি হাজার হাতীর বল। জায়গীরদার, কোতোয়াল তো তুচ্ছ, মহাকাল পর্য্যন্ত তোদের সম্মান জানাবে।

কালা। তাই হবে। আমরা যোগ দেবো রঘুর সঙ্গে।

আলাল। আমাদেরও সঙ্গে নাও চাচা!

কেরামত। সাবাস! এই তো চাই, এই তো মরদের মত কথা। তবে আয় আমার সঙ্গে। চ'লে আয় নওজোয়ানের দল!

মাঝি। আমি কি কোনও কাজ করতে পারি না চাচা?

কেরামত। নিশ্চয়ই পার। তোমার কাজ—তুমি এখানে থাকবে। গোপনে লোক পাঠাবে—তবে নদীর ওপারে নয়—এপারে, আমাদের গুপ্ত আড্ডায়। এস আমার সঙ্গে, সব কথাই তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি।

বাতাসী। অ যেটের বাছা! আমি বুড়ী ব'লে কি তোমাদের দলে আমার ঠাঁই হবে না?

কেরামত। কেন হবে না মা?

কাজলী। আর আমার?

কেরামত। তোমারও। আমরা সবাই এক—হিন্দু, মুসলমান, শুচি, অশুচি সবাই। আমরা কেউ ছোট নয়, অস্পৃশ্য নয়, নীচ নয়। সবাই আমরা সমান। তোমরা আমাদের মা-বোন,—তোমরা দেবে আমাদের উৎসাহ, শক্তি, সাহস, প্রেরণা। আমরা করবো যুদ্ধ, তোমরা করবে আহতের সেবা-শুশ্রূষা। যে জাত তোমাদের খাতির করলে না—শ্রেষ্ঠত্ব মানলে না—চিনলে না, তার চেয়ে দুর্ভাগা দুনিয়ায় আর কে আছে! তোমরা—তোমরা যে আমাদের মা। আমাদের অভিযানের পথ দুর্গম হ'লেও তোমাদেরই দেখানো আলোর শিখায় চলার পথ হবে আমাদের সহজ—সরল।

[সকলে চলিয়া গেল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জায়গীরদারের প্রমোদ-কক্ষ

নৃত্যরতা নর্ত্তকী সিতারা, সুরাপানরত ত্রিবিক্রম,
এনায়েৎ খাঁ ও শিরোমণি

সিতারা।—

গান

মেরি যৌবন কি প্যালা হ্যায় কিস্‌কো পিলাউ।
খোলো কিৎনি দিনো ঔর্ রাস্‌তে তকাউ
ক্যা হোগি বেকার ইয়ে চাঁদনী রাতোঁ,
ঠণ্ডি হাওয়া ঔর্ মিঠি গিতোঁ,
তো কাহে মিলি মুছে ইত্‌নি সওগাত্‌,
অগর্ জিন্দগী বেকার কিয়ে দিল্ বহ্‌লাউ

শিরোমণি। আহা-হা! সুধা—সুধা! বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন। অর্থাৎ কিনা, নৃত্যগীতে বিদ্বানই বল আর নৃপতিই বল, সবারই মন একই রকম রসস্থ হ'য়ে তুলতুল্ করে। বলিহারি যাই সিতারা বাঈজি!

সিতারা। বহুৎ বহুৎ সেলাম পণ্ডিতজি! বক্‌শিস্?

এনায়েৎ। খুব হুঁসিয়ার বাঈজি! ধরেছ যখন, ছেড়ো না। রোজই ওর শুকনো কথার ঝুড়ি ভেট নিয়ে ঘরে ফেরো, আজ কিছু না নিয়ে

কিছুতেই ছেড়ো না। [শিরোমণির প্রতি] দিন শিরোমণি মশাই, বক্‌শিস্ দিন, বার করুন !

শিরোমণি। এ হেঁ-হেঁ-হেঁ ! তুমিও দেখছি ওর দিক নিলে। তা তোমার দোষ নেই, যুগের দোষ—যুগের দোষ। সুন্দর মুখের দিকে সবাই একটু গড়িয়ে পড়ে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ! বয়সের গুণ ! সিতারা বিবি, কি আর তোমাকে দিতে পারি, আর দিতে বাকিই বা কি রেখেছি বল ? একেবারে যে নিঃস্ব হ'য়ে ফকিরি নিয়ে ব'সে আছি ! হ্যাঁ, তবে আছে আশীর্ব্বাদ।

ত্রিবিক্রম। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! আশীর্ব্বাদ ?

শিরোমণি। হ্যাঁ হুজুর, ব্রাহ্মণের সেরা দান—আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ করি—হে মনোহারিণি, তোমার নূপুরধ্বনিতে দেবরাজেরও টনক নড়ুক্, তোমার সুধাকণ্ঠে পাপিয়া লাজ পাক্, তোমার বিলোলকটাক্ষে ত্রিভুবন আত্মহারা হোক্ ! আর—আর এ অধম ব্রাহ্মণ যেন আজীবন তোমার কৃপাদৃষ্টি হ'তে বঞ্চিত না হয়। হ'লো ?

এনায়েৎ। কেয়াবাৎ—বহুৎ খুব।

[এনায়েৎ ও ত্রিবিক্রম হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল]

ত্রিবিক্রম। অনেক রাত হয়েছে, এখন বাড়ী যাও শিরোমণি !

শিরোমণি। আজ্ঞে, এই যাই হুজুর ! আসি তাহ'লে—[কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া সিতারার প্রতি] সখি ! মনোহারিণি সিতারা, যাবার সময় তোমায় একটুখানি পথ এগিয়ে দেবো নাকি ?

সিতারা। এতো বাঈজীর ভাগ্যের কথা পণ্ডিতজি ! আপনার মত সঙ্গী পেলে আমি জাহান্নমেও যেতে রাজী আছি।

শিরোমণি। হেঃ-হেঃ-হেঃ, আমিই কি গররাজী দিলপেয়ারি, শাস্ত্রে

বলে—"পথি নারী বিবর্জ্জিতা।" অর্থাৎ কিনা—পথে ঘাটে নারী ছাড়া বার হবে না। হেঁ-হেঁ-হেঁ! এসো বাঈজি!

[ত্রিবিক্রমকে অভিবাদনপূর্ব্বক শিরোমণি ও সিতারা বাঈজী চলিয়া গেলেন]

এনায়েৎ। নতুন কোন হুকুম আছে জনাব?

ত্রিবিক্রম। আছে ব'লেই তো ওদের বিদায় করলাম। রঘুর সম্বন্ধে কিছু করতে পারলে?

এনায়েৎ। এখনো পারিনি; তবে আশা করছি, খুব শীঘ্রই দুষমনটাকে হুজুরের কাছে হাজির করতে পারবো।

ত্রিবিক্রম। আশাতেই তো প্রায় একটা বছর কেটে গেল, আর কবে হবে?

এনায়েৎ। চেষ্টার আমাদের কসুর নেই জনাব! তবে ভারি ধড়িবাজ ও লোকটা, ধরি ধরি ক'রেও ওকে ধরা যায় না। আর—

ত্রিবিক্রম। থামলে কেন, বলো!

এনায়েৎ। সব চেয়ে মুস্কিল হ'লো, পরগণার কোনও লোকই ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় না। সবাইকে যেন যাদু ক'রে ফেলেছে।

ত্রিবিক্রম। আর তোমরা আমার কোতোয়ালদের দল সেপাই-লস্কর, হাতিয়ার, ঘোড়া সব কিছু নিয়ে সঙের মত হাঁ ক'রে দেখছো সেই যাদুর খেল! চমৎকার! বুঝতে পারছো না, দিনের পর দিন সে হ'য়ে উঠছে বলশালী—সাহস যাচ্ছে বেড়ে।

এনায়েৎ। এই বাড়ই হ'লো ওর কাল, এরই জন্য খুব সহজেই ওকে ধরা পড়তে হবে আমাদের হাতে।

ত্রিবিক্রম। শোন এনায়েৎ খাঁ, সুজাতা আগামী কাল ফিরে আসছে তার মামার বাড়ী থেকে।

এনায়েৎ। জনাবজাদী বাড়ী ফিরে আসছেন? এ তো খুশখবর জনাব! সারা পরগণায় ঢেঁরা দিয়ে তাহ'লে উৎসবের আয়োজন করতে বলি?

ত্রিবিক্রম। না।

এনায়েৎ। কেন জনাব!

ত্রিবিক্রম। হট্টগোল করা মোটেই উচিৎ নয়। আমার দেওয়া রত্ন-অলঙ্কার ছাড়া তার সঙ্গে আছে অনেক কিছু মূল্যবান গহনাপত্র হীরা জহরৎ তার মামার বাড়ীর পাওয়া ভেট। দীর্ঘ পথ—ভাবতে পারো এনায়েৎ, একথা রঘু ডাকাতের কানে গেলে পরিণাম কি হবে?

এনায়েৎ। সত্যই জনাব, আনন্দের ঝোঁকে কথাটা আমি বিস্মরণ হ'য়ে গিয়েছিলাম।

ত্রিবিক্রম। সুজাতার নিরাপত্তার জন্য সারা পথে সৈন্য নিয়োজিত কর।

এনায়েৎ। তাই হবে জনাব, এখনি আমি প্রত্যেক হাবিলদারকে হুকুম জানিয়ে দিচ্ছি।

ত্রিবিক্রম। বিষাণ কোথায়?

এনায়েৎ। এখনও সফর থেকে ফেরেননি।

ত্রিবিক্রম। এলেই তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। যাও—

এনায়েৎ। সেলাম জনাব! [প্রস্থানোদ্যত]

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, মনে রেখো—তোমাদের উপর নির্ভর করছে, আমার হারেম আর পর্দার মানসম্ভ্রম; সেই ইজ্জৎ নষ্ট হ'লে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাদের প্রত্যেককে; কেউ বাদ যাবে না।

এনায়েৎ। জায়গীরদারজাদীর জন্য আমাদের জান কবুল।

[সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

ত্রিবিক্রম। সুজাতা যতক্ষণ না নির্ব্বিঘ্নে প্রাসাদে এসে পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না। রঘু ডাকাতকে কিছুতেই বিশ্বাস নেই, সে সব পারে। যে কথা এখনো প্রাসাদের সীমা ছাড়ায় নি, সে কথাও এতক্ষণ হয়তো পৌঁছে গেছে তার কানে। আশ্চর্য্য! সামান্য একজন গেঁয়ো চাষা—আমারই পাইকের ছেলে—তার ভয়ে আমাকে পর্য্যন্ত সব সময়ের জন্য সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকতে হয়! দিনের পর দিন সুবেদারকেই বা কি জবাব দিই? কি করি?

বিষাণ আসিল

বিষাণ। নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান জায়গীরদার সাহেব! কোতোয়াল বিষাণ এখনও জরাগ্রস্ত হয়নি—দুর্ব্বল হস্তে সে জাগীরদারের শুভাশুভের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি।

ত্রিবিক্রম। বিষাণ! এত দেরী? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

বিষাণ। এতবড় একটা পরগণার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যার উপর, তার কাছে রাত্রিদিনের পার্থক্য কোথায় জায়গীরদার সাহেব?

ত্রিবিক্রম। এনায়েতের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

বিষাণ। হয়েছিল জনাব! জনাবজাদীর আসার সংবাদও পেয়েছি।

ত্রিবিক্রম। আঃ, বাঁচলাম! তোমার অভাবে আমি এতক্ষণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিলাম না।

বিষাণ। নফরের উপর জনাবের অসীম অনুগ্রহ। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন গে জায়গীরদার সাহেব, আমি ওদিকের সবকিছু ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছি।

ত্রিবিক্রম। সাবাস! কাজের বাহাদুরী আছে বটে; আচ্ছা, তাহ'লে আমি এখন আসতে পারি?

বিষাণ। স্বচ্ছন্দে। [ত্রিবিক্রম প্রস্থানোদ্যত হইলেন] গোস্তাকি মাপ করবেন জনাব, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

[বিষাণ কতকগুলি রত্নালঙ্কার একটি পুঁটলি হইতে বাহির করিবামাত্র লুব্ধনেত্রে ত্রিবিক্রম বিষাণের কাছে ছুটিয়া আসিল]

ত্রিবিক্রম। কোথায় পেলে ?

বিষাণ। আজকের আদায়।

ত্রিবিক্রম। দাও—দাও, ওগুলো আমায় দাও। [ব্যগ্রভাবে হস্ত প্রসারিত করিল। বিষাণ অলঙ্কারগুলি দিতে গিয়া পুনরায় ফিরাইয়া নিল] ওকি ! ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন ? আমায় দাও।

বিষাণ। তার আগে একটা কথা আছে জনাব !

ত্রিবিক্রম। কি কথা ?

বিষাণ। সুজাতা ফিরে আসছে কাল। এখনো কি আমায় আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে হবে ?

ত্রিবিক্রম। না—না, আমি কথা দিয়েছি, সুজাতাকে তোমারই হাতে তুলে দেবো। এবার ওগুলো আমাকে দাও। [পুনরায় হস্ত প্রসারণ করিল]

বিষাণ। ঠিক ?

ত্রিবিক্রম। হাঁ, ঠিক—ঠিক ! দাও—

[বিষাণ গহনার পুঁটলি ছুড়িবামাত্র ত্রিবিক্রম লুফিয়া নিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে সেগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল]

বিষাণ। আসি জনাব ! সারাদিনের পরিশ্রমের পর চাই একটু বিশ্রাম। সেলাম।

ত্রিবিক্রম। [আপন মনে গহনাগুলি দেখিতেছিল, তাহার চোখ দুইটা যেন আগুনের গোলার মত জ্বল জ্বল করিতেছিল। সহসা

স্বপ্নোত্থিতের মত] হ্যাঁ,—হ্যাঁ, বিশ্রাম করগে। কাল সকালেই আবার তোমাকে গুরুদায়িত্ব নিতে হবে।

বিষাণ। দায়িত্ব যত কঠোর হোক না কেন, সব সময় তা মাথায় তুলে নেবার জন্য বিষাণ প্রস্তুত। [কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিল] তবে আরো একবার জনাবকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমি ইচ্ছা করলে সুজাতাকে কাল এখানে নাও আনতে পারি!

ত্রিবিক্রম। [সবিস্ময়ে] তুমি কি বল্‌ছো বিষাণ!

বিষাণ। [অর্থপূর্ণ হাস্যে] ঠিকই বল্‌ছি জনাব। "বীরভোগ্যা নারী" এই নীতির অনুসরণ ক'রে, আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করার এর চেয়ে বড় সুযোগ আর হয়তো হবে না। জনাব তো জানেন— দুনিয়াটা মাঝে মাঝে রক্ষক ও ভক্ষক দুই-ই হয়; আর গড়্‌তে যে পারে, ভাঙ্গতেও তার বাধে না।

ত্রিবিক্রম। না—না, তা ক'রো না বিষাণ! আমি কথা দিচ্ছি— সুজাতাকে তোমারই হাতে দেবো।

বিষাণ। [হাসিতে হাসিতে] উত্তম; এতদিনের বিশ্বাসের পর আরও একটা দিন যাতে জনাবের উপর বিশ্বাস অটুট রাখতে পারি, সেই চেষ্টাই আমি কর্‌বো। আচ্ছা—সেলাম। [চলিয়া গেল

ত্রিবিক্রম। [অলঙ্কারগুলি দেখিতে দেখিতে] ওঃ! জ্বল্‌ছে! ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বল্‌ছে! আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চাও? জীবনে তোমাকে ছাড়া আর কোন দেবদেবীকে আমি জানি না। এতদিন তোমারই পূজা ক'রে এসেছি—আজও কর্‌বো। তোমারই প্রেমে পাগল ব'লে লোকে আমায় ঘৃণা করে। তোমারই স্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে রাত্রির পর রাত্রি মন্ত্রমুগ্ধের মত কেটে যায় আমার! তুমি যে আমার জীবনী-শক্তি—মৃতসঞ্জীবনী—তোমাকে কি আমি ছাড়তে পারি?

কাল আঙ্গরাখায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত কাল মুখোসপরা অবস্থায়
উন্মুক্ত কৃপাণ ও পিস্তলহস্তে সহসা রঘু আসিল

রঘু। ছাড়তে কিন্তু হবেই তোমায় অর্থপিশাচ !

ত্রিবিক্রম। [সভয়ে] কে—কে তুমি ?

রঘু। চিনতে পারনি তাহ'লে ?

ত্রিবিক্রম। না। কেন—কেন তুমি এত রাতে এখানে এসেছ ? জানো, এখনি প্রহরী ডেকে—

রঘু। না—না—না ! ও চেষ্টা ক'রে কেন নিজেরই অমঙ্গল ডেকে আনবে ?

ত্রিবিক্রম। কী ক'রে তুমি এখানে প্রবেশ করলে ?

রঘু। জানো নাকি অত্যাচারী জায়গীরদার, জানলা টপকানো রঘু ডাকাতের কাছে অতি তুচ্ছ কাজ ? ওকি, চম্‌কে উঠলে যে ?

ত্রিবিক্রম। তুমি ! তুমিই রঘু ডাকাত ?

রঘু। হ্যাঁ, তোমাদেরই অত্যাচারে আজ আমি ডাকাত—রঘু ডাকাত ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !

ত্রিবিক্রম। কি—কি চাও তুমি ?

রঘু। তোমার হাতের ঐ অলঙ্কারগুলো।

ত্রিবিক্রম। যদি না দিই ?

রঘু। এই তলোয়ারখানা তোমার বুকে আমূল বসিয়ে দেবো, নয়তো এই পিস্তলের একটি গুলীতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো !

ত্রিবিক্রম। না—না—এ আমি দেবো না !

রঘু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেবে। দিতে তোমায় হবেই। দাও—দাও ওগুলো !

ত্রিবিক্রম। এগুলো আমার নিজস্ব সম্পদ—

রঘু। মিথ্যা কথা! যাদের রক্ষার ভার তোমার উপর, ওগুলো হ'লে তাদেরই বুকের রক্তে গড়া। দাও ওগুলো, আমি তাদেরই কাজে লাগাবো। দাও—দাও—[ত্রিবিক্রমের বুকে তরবারি স্পর্শ করাইবামাত্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে অলঙ্কারগুলি রঘুর হাতে দিল] খুসী হ'লাম। এবার তোমার গায়ের গুলোও দাও।

ত্রিবিক্রম। এগুলোও! কেন, এ তো আমার।

রঘু। না—ওগুলোও তোমার নয়, এগুলোও ঐভাবে লুটে আনা। দাও, শীগ্‌গীর! দাও বল্‌ছি, দাও—

ত্রিবিক্রম। নাও! [একে একে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিল]

রঘু। ধন্যবাদ! জীবনে হয়তো এই তোমার গরীবদের জন্য প্রথম খয়রাৎ। আমি শত্রু হ'লেও তোমায় দিলাম পুণ্যার্জ্জনের প্রথম সুযোগ। চল্‌লাম, ভবিষ্যতে দরকার হ'লে আবার দেখা হবে। না—না, ন'ড়ো না, চীৎকারও ক'রো না। হ্যাঁ—তোমারই ভালর জন্য বল্‌ছি। ঠিক ঐখানে—ওমনিভাবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকো! হ্যাঁ—ঠিক ঐরকম। সেলাম!

[চলিয়া গেল

ত্রিবিক্রম। [কিছু পরে সুপ্তোত্থিতের ন্যায়] এ্যাঁ, চ'লে গেছে? কে আছ? ধর, ডাকাত—ডাকাত! আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেল! ওহো-হো!

ব্যস্তভাবে সুনীতি আসিল

সুনীতি। কী হয়েছে? তুমি অমন কর্‌ছো কেন?

ত্রিবিক্রম। সর্ব্বনাশ হয়েছে সুনীতি! ডাকাত এসেছিল, লুটে নিয়ে

গেল আমার যথাসর্ব্বস্ব—লুটে নিয়ে গেল আমার রত্ন-অলঙ্কার! ওহো-হো—

সুনীতি। আশ্চর্য্য! প্রাসাদে ডাকাত?

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, ডাকাত—রঘু ডাকাত! ওঃ, কি করি—কি করি? আমি যে পাগল হ'য়ে যাবো!

সুনীতি। আমার একটা কথা শুনবে?

ত্রিবিক্রম। কী?

সুনীতি। তোমার অনেক আছে, এই সামান্যর জন্য অমন ক'রো না—উতলা হ'য়ো না, লোকে কি বল্‌বে?

ত্রিবিক্রম। তুমি বুঝবে না সুনীতি, এ আমার কতবড় আঘাত—কত বড় পরাজয়।

সুনীতি। এ তোমার পরাজয় নয়—দান।

ত্রিবিক্রম। একে তুমি দান বল্‌তে চাও সুনীতি! আমি তো স্বেচ্ছায় দিইনি।

সুনীতি। না দিলেও দান। রঘু ডাকাতের হাত দিয়ে কত গরীব দুঃখীর জীবন রক্ষা হবে।

ত্রিবিক্রম। সুনীতি! তুমি আমার স্ত্রী হ'য়ে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে রঘুর সুনাম গাইছ?

সুনীতি। এ ছাড়া যে আমার উপায় নেই স্বামি! আমি তোমার সহধর্ম্মিনী—অথচ তোমার মনকে আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পারিনি! এ যে আমার কতবড় লজ্জা, কতবড় পরাজয়—তা তুমি বুঝবে না গো—তুমি বুঝবে না।

ত্রিবিক্রম। ব্যস, বন্ধ কর তোমার তত্ত্বকথা—ধর্ম্মোপদেশ।

সুনীতি। অনেক রাত হয়েছে, ভিতরে চলো; বিশ্রাম কর্‌বে চলো।

ত্রিবিক্রম। বিশ্রাম! যতদিন না এই রঘু ডাকাতের নিপাত হয়, ততদিন আমার ভাগ্যে বিশ্রাম নেই। রঘু ডাকাত—রঘু ডাকাত; সুজাতা ফিরে আসুক কাল; তারপর আমিও দেখবো, এই রঘুডাকাতকে শায়েস্তা করতে পারি কিনা।

[অগ্রে ত্রিবিক্রম, পশ্চাতে সুনীতি চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালাচাঁদের কুটীর

কাজলী আপনমনে গাহিতেছিল

কাজলী।—

গান

আকাশের বুকে তুমি চাঁদ, আমি তব চাঁদিনী।
বনে বনে তুমি কুহু গান, আমি তব রাগিণী।
মোর প্রাণের মাঝে তুমি প্রাণময়,
গানের সুরে তুমি তান লয়,
মোর হিয়ার হিয়ায় তুমি ভালবাসা,
আঁধার পথে তুমি দীপশিখাখানি।

কাজলী। বৃথা আশা! কেউ জানবে না—সেও না। কত নদী যে সাগরের প্রেমে ছুটে ছুটে পথেই শুকিয়ে যায়, কে তার হিসাব রাখে? সাগরের তাতে কিই বা আসে যায়? কিছুই না।

কালাচাঁদ আসিল

কালা। কাজলি—কাজলি! রঘু কই?

কাজলী। বেশ যা হোক! তোমরা কে কোথায় যাও—কোথায় থাকো, আমাকে কেউ জানাও নাকি যে আমি তার খবর বল্‌বো?

কালা। সে এখনো এখানে আসেনি তাহ'লে?

কাজলী। না।

কালা। না? তবে গেল কোথায়? [কিছু চিন্তার পর] দূর, ব'য়ে গেছে আমার ভাবতে। যেখানে খুসী যাক, আমার অত দরকার কী? [হাই তুলিয়া] নাঃ, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। [বসিয়া চোখ বুজিল]

কাজলী। দাদা—ও দাদা, শুনছো?

কালা। [চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায়] উঁ! [শুইয়া পড়িল]

কাজলী। এ আবার কী কাণ্ড! ঘুমোতে ঘুমোতে শুলে যে বড়! বলি, কিছু খাবে না?

কালা। [পূর্ব্ববৎ অবস্থায়] আগে ঘুমিয়ে নিই, তারপর খাবো খন্। জ্বালাতন করিস্‌নে, আমায় একটু ঘুমুতে দে। [পাশ ফিরিয়া শুইল]

কাজলী। যা খুসী করগে বাপু! পারি না আর। সেই কখন থেকে রান্না সেরে হাপিত্যেস ক'রে ব'সে আছি; যদি বা এলেন, তা আবার ব'সে ঘুমুতে ঘুমুতে একেবারে চোদ্দপো হ'য়ে শোয়া হ'লো! [কালাচাঁদের নাসিকা-গর্জ্জন সুরু হইল] দাদা! ও দাদা!

কালা। [বিরক্তিভরে চোখ চাহিল] কী—কী?

কাজলী। বাবাঃ! অমন ক'রে ঝাঁঝিয়ে উঠতে হয় নাকি?

কালা। না, কাঁচা ঘুমে বাগ্‌ড়া দিলে পূজো কর্‌তে হয়! কী—কী, বল্‌ছিস কী?

কাজলী। সে এলো না?

কালা। কে?

কাজলী। কে আবার, তোমার দোসরটা!

কালা। ওঃ! রঘু, না?

কাজলী। কোথায় গেছে?

কালা। কে জানে?

কাজলী। এতো রাত হ'লো—

কালা। হোক, তাতে তোর কী?

কাজলী। আমি পারবো না বাপু, তোমাদের জন্য রোজ রোজ ভাত জাগিয়ে ব'সে থাকতে।

কালা। না পারলি তো ব'য়েই গেল।

কাজলী। তোমার ভাবনা হ'চ্ছে না?

কালা। ব'য়ে গেছে আমার তার জন্য ভাবতে; কে সে আমার? ভিটেছাড়া হ'য়ে ফ্যা-ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছিল, ডেকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছি—ব্যস্, সম্পর্ক তো এইটুকু! থাকতে হয় থাকবে, না হয়, আমার কী, আর—তোরও আক্কেলকে বলিহারি যাই কাজলি! রঘুর জন্য আমি ভেবে কি কর্‌বো বল দেখি? সারা পরগণাটার ভাবনা যার মাথায়, আমি কোন্ সাহসে তার ভাবনা ভাববো?

কাজলী। কিন্তু, এত রাত তো কোনদিন হয় না। কোনও বিপদ-আপদ—

কালা। রঘুর বিপদ ঘটাতে পারে, এ তল্লাটে এমন মরদ আজো জন্মায়নি। রাত দুপুরে বেশী বকাসনে আমায় কাজলি! ঘুমতে দে।

কাজলী। হাঁ, ঘুমোও। খুব বন্ধু যা হোক তুমি।

কালা। আচ্ছা যন্ত্রণা হ'লো দেখছি। তা আমি কী করবো বল্? তার ঘর পুড়িয়েছে জায়গীরদার, শোধ সে নেবে না আমি নেবো? তার বাপ প্রাণ দিয়েছে অত্যাচারে, রক্তটা তার টগ্‌বগ্ ক'রে উঠবে, না উঠবে আমার? তবু টগ্‌ বগ্ ক'রে ওঠে আমারও রক্ত! দিনরাত তাকে তাতাচ্ছি, ফুরসৎ পেলেই মনে করিয়ে দিচ্ছি তার প্রতিকারের কথা; খালি হাসে আর বলে—"ভুলিনি।" আরে বাপু, ভুলিসনি তা তো জানি, কিন্তু শোধটা নিবি কবে, দিনে দিনে আমরা যে এদিকে সবাই ভুলে যেতে বসেছি।

কাজলী। হয়েছে—হয়েছে, খুব হয়েছে। মস্ত বীর তুমি। রাত-দুপুরে আর চেঁচিয়ে সাতপাড়া জাগাতে হবে না। ঘুমোও।

কালা। হ্যাঁ রে, শোন্! তা তোর ব্যাপারখানা কী বল্ তো? তোর যে দেখছি আমার চেয়েও তার উপর দরদ বেড়ে যাচ্ছে।

কাজলী। যাচ্ছেই তো। তুমি ওকথা বল্‌বে না? তোমার জন্য যে কিচ্ছু করি না আমি,—একটুও ভাবি না!

কালা। তোর পায়ে পড়ি কাজলি, একটু ঘুমোতে দে।

কাজলী। এত রাত হ'লো—এখনও দেখা নেই, কোন মানুষে পারে নাকি বন্ধুর কথা না ভেবে এমনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে? কী যে করি আমি? রাজ্যশুদ্ধ সবাই শত্রু, কাউকে জিজ্ঞাসা করার উপায়ও নেই। এত রাতে এই বনবাদারে খুঁজবোই বা কোথায়? উঃ! মাগো! আর পারি না ভাবতে। কেন—কেন আমি ভাববো তার জন্যে? কেন—কেন? [কড়া নাড়ার শব্দে চমক ভাঙিল]? কে কড়া নাড়ছে? দাদা দাদা! অ দাদা—

কালা। [চোখ বুজিয়াই] উঃ!

কাজলী। ওঠো, ওঠো শীগ্‌গীর! কে যেন কড়া নাড়ছে!

কালা। এঁ্যা! কড়া নাড়ছে? কে?

কাজলী। কী জানি কে, ঐ শোন! [উভয়ে কান পাতিয়া শুনিল]

কালা। তাইতো রে। রঘু নয়তো?

কাজলী। যদি জায়গীরদারের লোক হয়?

কালা। তারা কি কর্‌তে আস্‌বে এখানে?

কাজলী। যদি টের পেয়ে থাকে তোমার বন্ধুর আস্তানা হ'চ্ছে এখানেই।

কালা। হুঁ, কথাটা নেহাৎ বাজে বলিস্‌নি। আচ্ছা, কুছপরোয়া নেই। [নিজে একখানি তলোয়ার লইয়া কাজলীকে একটা ছোরা দিল। ধর্ তুই এখানা। আমি এগোচ্ছি। যদি তেমন তেমন বুঝিস্—কাজে লাগাস্। [সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল, কড়ানাড়ার শব্দ ক্রমে জোর হইতে লাগিল]

কাজলী। ইস্! দরজা যেন ভেঙ্গে ফেলছে। দাদা! শুনছো?

কালা। [পা টিপে টিপে দরোজার দিকে উভয়ে অগ্রসর হইতেছিল] হুঁ, চুপ!

কাজলী। [চাপাস্বরে] সাবধানে চলো দাদা! দোহাই তোমার! ওকি! দরজার খিল যে প'ড়ে গেল? দাদা, ফিরে এসো। দাদা—

কালা। কে—কে ওখানে? কোন্ হ্যায়,, জবাব দাও। নইলে—

সহসা রঘু আসিল।

রঘু। একি! কী কাণ্ড তোমাদের?

কালা। তুমি, রঘু!

রঘু। হ্যাঁ! তোমরা বুঝি ডাকাত ভেবে দরজা বন্ধ ক'রে রেখেছিলে? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কালা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হয়েছিল আর একটু হ'লে একটা কাণ্ড এই কাজলীটার জন্য, এমন ধড়ফড় ক'রে গিয়ে বল্‌লে আমায়—ভীতু কোথাকার! আমার বোন যে এত ভীতু—

কাজলী। আহা! নিজে যেন কত সাহসী! তোমরা এসো দাদা! আমি তোমাদের খাবার ব্যবস্থা করিগে।

[দ্রুতপদে চলিয়া গেল

কালা। ওঃ, আর একটু দেরী হ'লেই কী কাণ্ড হ'তো আজ? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রঘু। হাসি থাক্, কালাচাঁদ! শোন—কাজলী গেছে ভালই হয়েছে। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

কালা। কী?

রঘু। এই নাও—ধরো। না—না, অমন ক'রে তাকিয়ে থেকো না। খাস্ জায়গীরদারের কাছ থেকে এইমাত্র লুটে নিয়ে এলাম!

[অলঙ্কার দান]

কালা। একা তুমি সেখানে গিয়েছিলে! যদি কোনও বিপদ হ'তো?

রঘু। হয়নি যে সেটা তো আমার বহাল তবিয়ৎ দেখেই বুঝতে পারছো?

কালা। সেই শয়তানটা এখনও বেঁচে আছে?

রঘু। এ যাত্রা রেহাই পেয়েছে।

কালা। ইস্! হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে?

রঘু। দিলাম; এখনও সময় হয়নি কালাচাঁদ!

কালা। কবে আর তোমার সময় হবে বল্‌তে পারো? আমার বাবা যদি ঐ ভাবে ওদের হাতে মারা যেতেন, তাহ'লে—

রঘু। আমি ভুলিনি বন্ধু! সে-কথা কোন দিন ভুলতে পারবো না! বাবার সেই রক্তাক্ত অন্তিম মুখখানি দিনরাত আমার চোখের সাম্‌নে জীবন্ত হ'য়ে ভাস্‌ছে—আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত আমায় সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তুমি আমি সবাই ভুলে গেলেও, ওরা আমায় সে-কথা ভুলতে দেবে না। ভাল কথা, দখিন মহালের খবর কী?

কালা। দু-চারদিনের মধ্যে ও অঞ্চল থেকে অন্ততঃ শ-চারেক লোক দলে পাওয়া যাবে।

রঘু। আর নওগাঁ?

কালা। চারণ গিয়েছিল সেখানে, ওখানেও সবার সাড়া মিলেছে।

রঘু। সুখবর! এরপর যাবে তোমরা জোড়াদীঘি, দাঁঘিড়া, সাম্পন প্রভৃতি অঞ্চলে। দলে লোক চাই আরো—আরো। দরকার হ'লে জায়গীরদারের সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রামেও যেন আমাদের পিছু হট্‌তে না হয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা।

কালা। কী?

রঘু। কাল জায়গীরদারের কন্যা ফিরছে পূবের সড়ক ধ'রে মামার বাড়ী থেকে; সঙ্গে থাকবে যথেষ্ট অর্থালঙ্কার—সেগুলো আমাদের চাই-ই। আর এ দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকেই।

কালা। বহুৎ আচ্ছা। বাহবা, ব'সে ব'সে যেন গাঁটে বাত ধ'রে যাচ্ছিল। এতদিনে একটা কাজের মত কাজ জুটিয়ে দিলে বন্ধু!

রঘু। মনে রেখো, জায়গীরদার-নন্দিনীর সঙ্গে শুধু রত্নালঙ্কারই থাকবে না, থাকবে তার মামার বাড়ীর সহযাত্রী সান্ত্রীদল, আর থাকবে

সারা পথ ঘিরে আমাদের কবল থেকে তাকে রক্ষার জন্য জায়গীরদারের বাছা বাছা ফৌজ।

কালা। ফুঁয়ে উড়ে যাবে! চোখে ধূলোপড়া দিয়ে লুটে নেবো তার ধন-সম্পদ্।

রঘু। পারবে?

কালা। আলবৎ।

রঘু। এখনও ভেবে দেখ বন্ধু!

কালা। ভেবেছি অনেক আগে; কালাচাঁদের কথা ও কাজ এক।

রঘু। সাবাস! এখন—আসি।

কালা। ওকি! এত রাত্রে চল্‌লে কোথায়? কাজলী যে খাবার ব্যবস্থা কর্‌তে গেছে।

রঘু। কাজের দায়িত্ব নাওয়া-খাওয়ার সুযোগ দেয় না বন্ধু! কাজলী বোন্‌কে দুঃখ কর্‌তে মানা ক'রো। [প্রস্থানোদ্যত] হঁ্যা,—ভালকথা। মেহেরপুরের দুর্ভিক্ষে আমাদের সাহায্য ঠিক সময় মতই যাচ্ছে তো?

কালা। যাচ্ছে। আজও গিয়েছিল।

রঘু। আর সোনাগাঁওয়ের মড়কে আমাদের বৈদ্য আর স্বেচ্ছা-সেবকেরা কোন উন্নতিসাধন কর্‌তে পেরেছে?

কালা। মহামারী আর মড়কের প্রকোপ যথেষ্টই কমেছে। আশা করা যায়, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আস্‌বে।

রঘু। উঃ! লক্ষ লক্ষ নিরীহ অসহায় প্রজা প্রাণ দিচ্ছে রোগে, শোকে, অনাহারে; আর তাদেরই মৃতপ্রায় দেহের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে—তাদের রক্ষাকর্ত্তা জায়গীরদারের প্রাসাদে চল্‌ছে সুরা আর সঙ্গীতের অবিরাম স্রোত। একটু দয়া নেই—একটু মায়া নেই—

[সহসা সংযত হইয়া] না—না, ওচিন্তা আর নয়। ক্রমে উত্তেজিত হ'য়ে পড়ছি। বিদায় বন্ধু!

[চলিয়া গেল

কালা। যাও বন্ধু! যাত্রা তোমার শুভ হোক। কাল প্রাতেই আমিও যাত্রা করবো তোমার নির্দ্দেশিত পথে, যদি কাজ সফল হয়তো ফিরবো, নয়তো এই আমাদের শেষ দেখা।

ব্যস্তভাবে কাজলী আসিল

কাজলী। বা রে, তোমরা এখনো দাঁড়িয়ে রইলে? খেতে চল। রঘু-দা কোথায়?

কালা। চ'লে গেছে।

কাজলী। চ'লে গেল! মুখের ভাত ফেলে—কোথায় গেল?

কালা। তা তো জানি না, শুধু ব'লে গেল, কাজ আছে।

কাজলী। কাজ—কাজ—কাজ! দিন-রাত কী এমন কাজ তোমাদের যে, নাওয়া-খাওয়ার সময়টুও পাওয়া যায় না!

কালা। তুই তো জানিস্ বোন্—কী আমাদের কাজ! কতখানি গুরুদায়িত্ব তার।

কাজলী। কিন্তু এত রাত্রে! সারাদিনের অভুক্ত সে। উঃ, দাদা, কেন তুমি তাকে যেতে দিলে—কেন যেতে দিলে? [কাঁদিয়া ফেলিল]

কালা। ওকি, তুই কাঁদছিস্ কাজলি!

কাজলী। কেন তুমি তাকে বারণ করলে না? তুমি কি জান না দাদা, মুখের গ্রাস্ ছেড়ে যাওয়া কত বড় অমঙ্গল?

কালা। ওরে, তোদের মত হাজার হাজার মা-বোন প্রতি নিয়ত যার জন্য মঙ্গলকামনা করছে, সাধ্য কি কোন অমঙ্গলের ছায়াও তাকে

স্পর্শ করতে পারে। সাবিত্রী শুধু পুরাকালেই ছিল না, এ কালেও সে জন্ম নিয়েছে, আজও বেঁচে রয়েছে ; বেঁচে থাকবেও এই বাংলারই বুকে তোরই মতন হাজার হাজার কাজলী শ্যামলীর মধ্যে। তাদের কল্যাণ-ব্রত বৃথা নয়,—মিথ্যা নয়,—হ'তে পারে না। তা যদি হ'তো, তাহ'লে এই বাঙ্গালী জাতটা এতদিন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতো পৃথিবীর বুক থেকে। কাঁদিস্‌নে—কাঁদিস্‌নে বোনটি আমার ! আয়—আমার সঙ্গে আয়।

কাজলী। [চোখ মুছিয়া] তুমি যাও দাদা, আমি যাচ্ছি। [কালাচাঁদ চলিয়া গেল] একটা মানুষ যে এখানে এতটুকু খবরের জন্য সারাক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করে, তা কি কোন দিনই তুমি টের পাবে না ? বুঝতে কি আজও পারনি আমার মনের কথা ? উঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি !

গীতকণ্ঠে উদ্ধব আসিল

উদ্ধব।—

গান

ললিতে ! ও ললিতে !
(ওলো) কোথা আছে কানু, আমায় পারিস বলিতে ?
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে তারে দেখেনি কো কেউ,
তার বিহনে নীল যমুনার ছল ছল ঢেউ,
ও তুই জানিস নাকি লো,
কানু কোথায় লুকালো আমায় ছলিতে ?
তারে চেনা বড় দায়,
খালি কাঁদাবে আমায়,
আমি পাবো নাকি আর তার বাঁশী শুনিতে ?

[চলিয়া গেল

কাজলী। ওকি, চ'লে যাচ্ছ কেন ? তার সঙ্গে তোমার কি দেখা

হয়েছে ? সে কি তোমায় কিছু ব'লে পাঠিয়েছে ? যেও না, বল—বল উদ্ধব ! সে কোথায় গেছে, কখন আসবে ?

[অধৈর্য্য অবস্থায় বাহির হইয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

শিরোমণির গৃহ

শিরোমণি ব্যস্তভাবে আসিল

শিরোমণি। গিন্নি ! গিন্নি ! অ-গিন্নি, শীগ্‌গীর এসো !

বাতাসী সাড়া দিতে দিতে আসিল

বাতাসী। কেন, কেন ? হঠাৎ সাত সকালে গিন্নীকে অমন চিক্কুর হেনে প্রেমাদর জানাবার কী দরকার পড়্‌লো শুনি ? বয়স বাড়ছে না কমছে ?

শিরোমণি। আমি এখুনি জায়গীদারের বাড়ী যাবো ; ? আয়োজন করো। শীগ্‌গীর ! জলদী—

বাতাসী। আয়োজন ? কর্‌ছি। কী হ'লে বুৎসই হয় তোমার ? গোবর-ছড়া, না মুড়োঝাঁটা ?

শিরোমণি। হায় মূর্খা নারী ! শাস্ত্রে বলে—পতি পতৌ পতঃ— অর্থাৎ কিনা এক পতি হ'তেই নারীর নরকপাতও নিবারিত হয়। সেই পতিকে অশ্রদ্ধা ?

বাতাসী। ওঃ ! নরকপাত হয় না—ছাই ! আমার তবে জ্যান্তে এ

নরক ভোগ কেন ? ন্যাকরা রাখো। কী দরকার তাড়াতাড়ি বলো। সংসারের কাজ-কর্ম্ম সব চারিদিকে থৈ থৈ করছে।

শিরোমণি। কী কাজ তুমি জান না ? রাজ্য শুদ্ধ লোক হৈ-চৈ করছে—জায়গীরদারেব মেয়ে ফিরছে আজ মামার বাড়ী থেকে, আর তুমি জানো না ? আমাকে যেতে হবে না ? ভাল ভাল যে-সব তোলা জামা-কাপড় আছে সব বার ক'রে দাও।

বাতাসী। ভাল জামা-কাপড় ! তোমার বাবা মরেছিল যখন, তখন যে কাছাটা গলায় নিয়েছিলে, সেটাই তোলা আছে। বার ক'রে দেবো ?

শিরোমণি। কেন, আর নেই ? যাচ্ছি একটা শুভ কাজে—

বাতাসী। তা আর নেই ? হাড়কিপ্টে চামার তুমি—গামছা জুড়ে চাদর ক'রে গলায় দাও—তোমার আবার নেই ? তা সেজেগুজে তোমার হবে কী ?

শিরোমণি। বাঃ ! বরণ ক'রে ঘরে তুলতে হ'লে যে ভাল ক'রে সাজতে হয়। শাস্ত্রে আছে—বাসাংসি জীর্ণানি—অর্থাৎ কিনা জায়গীরদার-নন্দিনীকে বরণ করতে হবে ঠিক বরের মত সাজগোজ ক'রে। বুঝলে ?

বাতাসী। এঁ্যা ! তাকে তুমি বর সেজে বরণ ক'রে ঘরে তুলবে ?

শিরোমণি। তুলবোই তো ! আমি ছাড়া আর কে তুলবে ?

বাতাসী। [উচ্চ ক্রন্দন জুড়িয়া দিল] ওগো মা গো ! এ আমার বুড়ো বয়সে কী খোয়ার আরম্ভ হ'লো গো ! মুখপোড়া মিনসের একি ভীমরতি ধরলো গো !

শিরোমণি। এ্যাই—এ্যাই দেখ। অ-গিন্নি ! কী হ'লো আবার ?

বাতাসী। খবরদার। আমায় ছোঁবে না বলছি। [পুনঃ ক্রন্দন]

ও মা গো ! এখন আমি নাবালক ছেলেটার হাত ধ'রে কোথায় দাঁড়াই গো !

শিরোমণি। এই মরেছে ! বলি, গিন্নি ! এতকাল কোথায় দাঁড়িয়েছিলে ? সেখানে না কুলোয়—বুক পেতে দিচ্ছি উঠে দাঁড়িয়ে নেত্যকালীর মত ধেই ধেই ক'রে নৃত্য সুরু ক'রে দাও। কী গেরো, হঠাৎ তোমার দাঁড়াবার ভাবনা হ'লো কেন ?

বাতাসী। [সক্রন্দনে] হবে না ? এইতো বল্‌লে আমায় দরকার নেই। সেজেগুজে এখুনি যাবে জায়গীরদারের মেয়েকে বিয়ে ক'রে ঘরে আন্‌তে ?

শিরোমণি। চুপ—চুপ, চুপ কর গিন্নি ! কর্ত্তার কানে গেলে দুজনের কারো ধড়ে মাথা থাকবে না। ছিঃ-ছিঃ ! বিয়ের কথা আবার বল্‌লাম কখন ? বল্‌লাম তো বরণ কর্‌তে হবে।

বাতাসী। ঐ হ'লো ! বিয়ে না হ'লে কি কেউ বরণ করে ?

শিরোমণি। করে গো, করে। অনেকদিন পরে বিদেশ থেকে মেয়েরা ফিরলে বরণ ক'রে ঘরে তুলতে হয়, আর এ কাজে দরকার পুরোহিতের। আমি যে ওদের পুরোহিত গো !

বাতাসী। অ ! তাই বল। এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে বাপু ! যাক, বল্‌ছিলুম কী, আমি যখন মাঝে মাঝে রাগ ক'রে দিনকতক বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি, কই তুমি তো তখন আমায় বরণ ক'রে ঘরে তোল না ?

শিরোমণি। তোমায় ? এই বয়সে ?

বাতাসী। কী আর এমন বয়েসটা হয়েছে আমার ? অমন ক'রে খুঁড়ো না বাপু ! বলো না—তুল্‌বে এবার ?

শিরোমণি। [বিব্রতভাবে] বল্‌ছো তুল্‌তে ? পারবো তো আমি একা তোমায় চাগাতে ?

বাতাসী। খুব পারবে গো, খুব পারবে। বলো না, তুলবে?

শিরোমণি। তুলবো গো তুলবো, তুমি যখন বল্‌ছো, তখন না তুলে তো আর নিস্তার নেই—তুলতেই হবে। [স্বগত] হ'য়ে যাক একটা হিল্লে এবার, হয় তুই ফ'স্‌কে থেবড়ে মর্—নয় আমি চাপা প'ড়ে চেপ্টে শিঙে ফুঁকি। সে তবু ভাল।

বাতাসী। রাগ কর্‌লে নাকি গো?

শিরোমণি। রাগ? না-না, রাগ কর্‌বো কেন? তোমার সঙ্গে কী আমার সেই সম্পর্ক?

বাতাসী। [হাসিয়া] তবে? এমন ভোলানাথ সোয়ামী ক'জনার হয়? চোখখাকীরা লোকের ভাল দেখতে পারে না। ব'সো তুমি—আমি দেখছি পোঁটলা-পুঁটলিগুলো হাঁটকে—ভাল জামা-কাপড় কি সব আছে।

[চলিয়া গেল

শিরোমণি। হরি হে বিপদভঞ্জন! যা হোক একটা কিছু হিল্লে ক'রে দিও দয়াময়! মাগী বড় তেতো ক'রে তুলছে দিন দিন। মুখ রেখো প্রভু, মানত রইলো ঠাকুর! স্থানে ব'সে কানে শুনে মাগীর দর্পচূর্ণ ক'রো রাধানাথ!

সহসা বাউল আসিল

বাউল। জয় রাধেকৃষ্ণ

শিরোমণি। ইস্! দুকথা এক হ'লো। ঠিক ফল্‌বে—নির্ঘাৎ ফল্‌বে। ব'সো বাবাজি, ব'সো। যাক্, ধাঁ ক'রে একখানা গান শুনিয়ে দাও তো বাবা!

বাউল। শুনুন।

বাউল ।— গান

ও তুই পরশমণি চিন্‌লি না মন, পরশমণি চিন্‌লি না ।
কাঁচ কুড়ালি আদর ক'রে, হীরের কদর বুঝ্‌লি না ॥
যারা রে তোর পরম আপন, তারই বেলায় কেন কৃপণ,
ও তোর বাহির মহল আলোয় উজল, মন্দিরে দীপ জাল্‌লি না ॥
সম্পদ নয় রত্ন আগার, এ ভুল কবে ভাঙ্গবে তোমার,
ভোলা ভুলের খেয়ায় মারলি পাড়ি, আসল খেয়া ধর্‌লি না ॥

বাউল । কেমন লাগলো ?

শিরোমণি । চমৎকার ! আহা ! কি ভাব ! কী ব্যঞ্জনা !

বাউল । এবার কিছু ভিক্ষা দিন ।

শিরোমণি । এ্যাঁ । কী বল্‌লে ? ভিক্ষা ?

বাউল । আজ্ঞে হ্যাঁ !

শিরোমণি । তোমার মনে এই ছিল ? মিষ্টি কথায় ভোগা দিয়ে বাগাতে এসেছো ? বেরোও—বেরোও বল্‌ছি—আমার বাড়ী থেকে ভাগো—আবি নিকালো । [মারমুখ হইবামাত্র বাউল চম্পট দিল] ভূতের কাছে মামদোবাজী ? আমি কবিরাজ বিরূপাক্ষ শিরোমণি,—গাঁয়ের লোকে ভুলেও শুভকাজে নাম করে না, বলে—কাঁচাখোকা দেবতা ! না খেয়ে নাম নিলে হাঁড়ি ফাটে, খেয়ে নাম নিলে অম্লশূল হয়,—আমার কাছে ভিক্ষে ? আবার বলা হ'চ্ছে,—"সম্পদ নয় রত্ন আগার—এ ভুল কবে ভাঙ্গবে তোমার ।" ভাঙ্গবে, তবে তোরা বেঁচে থাকতে নয় রে কাক-শকুনের দল !

বাহির হইতে ডাকিতে ডাকিতে আলাল আসিল ।

আলাল । বাবা ! বাবা ! বাউলটাকে তাড়িয়ে দিলে ?

শিরোমণি । হ্যাঁ—দিলুম । তোর তাতে কী ?

আলাল। দুপুর বেলায় বেচারাকে ভিক্ষা না দিয়ে তাড়িয়ে দিলে! আচ্ছা, তোমার পয়সা খাবে কে?

শিরোমণি। যার বাড়ীতে তোমার মতন ধম্মের ষাঁড় জিয়োনো রয়েছে তার আবার খাবার লোকের অভাব?

আলাল। হু। আচ্ছা, রোস! তোমার ব্যবস্থা হ'চ্ছে। কাঁদতে হবে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে, কাঁদতে হবে ভেড ভেউ ক'রে, কাঁদতে হবে—

শিরোমণি। খবরদার আলালে, মুখ সাম্‌লে কথা কইবি। আমার পয়সা, আমি যা খুসী তাই কর্‌বো, তাতে তোর কী? হতভাগা, বাপের সঙ্গে কথা কইতে শেখোনি?

আলাল। তা বাপকো বেটা হবে না তো তোমার ছেলে কি মধুকণ্ঠ হবে? ওসব কথা থাক্‌। পরে বোঝাপড়া হবে'খন। এখন যা জিজ্ঞাসা করছি তার ঠিক ঠিক জবাব দাও। জায়গীরদারের মেয়ে সুজাতা আজ বাড়ী ফিরছে?

শিরোমণি। হঁ্যা, ফিরছে। তাতে তোর কী?

আলাল। দরকার আছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি। মুখ রুক্ষ ক'রো না বল্‌ছি সকাল বেলা। ভাল হবে না—হঁ্যা! [উচ্চকণ্ঠে] মা! মা! ও মা!

হাস্যমুখে বাতাসী আসিল

বাতাসী। ডাকছিস্‌ আমায় আলু!

আলাল। হঁ্যা! বাবা বল্‌ছে—জায়গীরদারের মেয়ে আজ আসছে। এইবার তুমি বলো।

বাতাসী। তা বাপু সে কথা বল্‌তে ওর লজ্জা হবে না? হাজার হোক ছেলেমানুষ তো?

শিরোমণি। ছেলেমানুষ! লজ্জা! লজ্জা-সরম ওর আছে নাকি?

বাতাসী। সুজাতাকে কবে নাকি ও এক পলক দেখে ফেলেছিল; মেয়েটাকে নাকি ওর খুব পছন্দ হয়েছে, আমি বলি কি—ছেলের যখন বিয়ের বয়স হয়েছে, তখন দাও না জায়গীরদারের মেয়ের সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে।

শিরোমণি। এঁ্যা, বিয়ে! জায়গীরদারের মেয়ের সঙ্গে?

বাতাসী। কেন, বেশ তো মানাবে! এমন সোনার চাঁদ ছেলে আমার! তুমি একটু চেষ্টা কর্‌লেই—

শিরোমণি। থাম—থাম। বলি তোমরা কি মায়ে-পোয়ে আজ মরণ-বাড় বেড়েছ?

বাতাসী। আহা! দেখই না ব'লে-ক'য়ে। তুমি একটু চেপে-চুপে ধর্‌লেই—

শিরোমণি। চেপে-চুপে ধর্‌বো? তা বেশ! তবে চাপতে-চুপতে হবে না, এমনিতেই দেবে—একবার কোনরকমে কানে উঠলে হয়। তবে—বিয়ে নয়!

বাতাসী। ওমা! তবে আবার কী?

শিরোমণি। শূলে—শূলে! জ্যান্তে শূলে দেবে তোমার ঐ গুণধরকে। তারপর—শূলশুদ্ধ গাঁথা লাশটাকে বাজনা-বাদ্যি ক'রে বরযাত্রীর মতন সারা পরগণাটা ঘোরাবে। তোমাকে আমাকেও বাদ দেবে না। একজনকে গাধায় তুলে নদী পার করাবে, আর একজনকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গলা পর্য্যন্ত মাটীতে পুঁতে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াবে। দেখ, রাজী আছ এ কুটুম্বিতেয়?

বাতাসী। চল্ এখান থেকে আলু! মিন্‌সের কাঁধে আজ শনি চেপেছে। মিথ্যে দাঁড়িয়ে আর শাপমন্যি কুড়োস্‌নি বাবা, আয়—

আলাল। তুমি এগোও মা—আমি যাচ্ছি। আমার আরো একটা কথা আছে।

বাতাসী। তেমন তেমন বুঝলে আমায় ডাকিস্ বাবা! ওকে কিছু বিশ্বাস নেই।

[চলিয়া গেল

আলাল। বাবা! এ বিয়ে হবে না তাহ'লে? না হোক! মার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই আমার নাম ক'রে ব'লে গেল। যাক্,—এবার শোন, আমার কিছু টাকা চাই।

শিরোমণি। কী! টাকা? তোমায় দিতে হবে? আমায় কল্পতরু পেয়েছ? হবে না।

আলাল। দেবে না?

শিরোমণি। না—না—না! নেই! থাক্‌লে তো দেবো?

আলাল। আচ্ছা—বেশ! সেই খবরই তাদের দিতে চল্লুম। পারে তারা নিজেরাই এসে খুঁজে নিক। দেখি তোমার পাপের পয়সার সদ্গতি কর্‌তে পারি কিনা?

[হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল

শিরোমণি। ওরে, ও আলালে, ও বাবা! পিতৃহত্যে করিস্‌নে বাবা! আমার বুকের পাঁজরগুলো এমনি ভেঙ্গে দিস্‌নে। ওরে, ও আলালে, শোন্—শোন্।

[ডাকিতে ডাকিতে পশ্চাদ্ধাবন করিল

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত কালাচাঁদ ও চারণ আসিল

কালা। রঘুর দেওয়া সংবাদ মত দলবল নিয়ে আমরা এই ঘাঁটি অবরোধ করেছি চারণ, কিন্তু ভাবছি—পথ বদলে চ'লে যায়নি তো!

চারণ। অসম্ভব! এই পথই তাদের সোজা হবে।

কালা। তাই সম্ভব! কিন্তু, আসতে এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন? কাজের উৎসাহে বুক যেমন আমার তাজা হ'য়ে উঠেছে, তেমনি হাতও নিস্‌পিস্ করছে চারণ, কাজ না করতে পেলে মন মানছে না।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। এই, হট্ যাও—হট্ যাও!

কালা। বাহবা, মেঘ না চাইতেই জল। ঐ ওরা এসে পড়েছে। চারণ, স'রে যাই চল, কাৎলা আগে চারে আসুক, তার পর হেঁচকা টান মেরে বঁড়শীতে গেঁথে নোব।

[উভয়ে চলিয়া গেল

বিষাণসহ এনায়েৎ আসিল

বিষাণ। টহলদার সৈন্যদল ঠিক সড়কের দুপাশে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মতেয়ান রাখা হয়েছে এনায়েৎ?

এনায়েৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ, কোতোয়াল সাহেব! জনাবজাদীর শিবিকার সঙ্গে অশ্বারোহী রক্ষীরা যা আসছে, তা ছাড়াও আমি পদাতিক রক্ষী কতকগুলো পাঠিয়েছি শিবিকার আগে আগে পাহারা দেবার জন্য।

বিষাণ। তুমি বুদ্ধিমান, তোমাকে উপদেশ দেবার কিছু নেই। তবে সব সময় মনে রেখ এনায়েৎ, জনাবজাদীর সঙ্গে আছে বহুমূল্য হীরক

অল.ার ও প্রচুর স্থবর্ণনির্ম্মিত আসবাব পত্র ; রঘু ডাকাতের দলবল যে সংবাদ পায়নি তাও সঠিক বলা যায় না, স্থতরাং ভয়েরও কারণ আছে।

এনায়েৎ। আপনি কিছু ভয় করবেন না কোতোয়াল সাহেব, যে ভাবে রক্ষী ব্যবস্থা করা আছে, তাতে ডাকাত তো তুচ্ছ, স্থবাদার সাহেবের ফৌজরা আক্রমণ করলেও কিছু করতে পারবে না।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। পাকড়ো—পাকড়ো !

বিষাণ। এ কি হ'লো ?

এনায়েৎ। তাইতো ! এত কোলাহল কেন ?

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। ডাকুলোক হামলা কিয়া, ভাগো—ভাগো !

বিষাণ। যা ভেবেছি তাই হ'লো ! এনায়েৎ, রক্ষীরা ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করছে, যাও—যাও, তুমি ওদের ডাকাত দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহ দাও গে, আমি জনাবজাদীর শিবিকাপার্শ্বে চল্লাম।

[চলিয়া গেল

এনায়েৎ। এতবড় সাহস হবে রঘু ডাকাতের—এ যে কল্পনা করতে পারিনি। যাই হোক, আজ জনাবজাদীর ইজ্জতের সঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কারগুলো রক্ষা করতে হবে, আর সেই সঙ্গে বন্দী করতে হবে রঘু ডাকাত সহ তার দলবলকে।

[চলিয়া গেল

যুদ্ধ করিতে করিতে বিষাণসহ কালাচাঁদ আসিল

বিষাণ। কোথায় পালাবি দস্যুদল ? আজ তোদের পাপলীলার অবসান হবে। জনাবজাদীর অলঙ্কার লুঠ করবার লোভে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিস, তার পুরস্কারস্বরূপ তোদের বন্দী হ'য়ে অন্ধকার কারাগারে যেতে হবে।

কালা। স্বাধীন রঘু ডাকাত আর তার দলবল অন্ধকারার মাঝে

যেতে চায়ও না, আর তাদের নিয়ে যেতে জায়গীরদার সাহেবের ফৌজরা তো তুচ্ছ, স্বয়ং সুবাদার সাহেবের ফৌজরাও পারবে না। এখনো বল্‌ছি কোতোয়াল, যদি প্রাণের মমতা থাকে তো ভালয় ভালয় তোমাদের জনাবজাদীর শিবিকা ছেড়ে ফৌজদের নিয়ে পালাও।

বিষাণ। পালাব, তবে এখন নয়, জীবিত বা মৃত তোকে নিয়ে দস্যুদলকে বন্দী ক'রে। এইবার পরীক্ষা কর ঘৃণিত দস্যু, কোতোয়াল বিষাণের বাহুর শক্তি।

[উভয়ের যুদ্ধ, বিষাণের পরাজিত হইয়া পলায়ন

কালা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শিকারী কুকুরের ভয়ে চতুর শিয়াল যেমন পালায়, কোতোয়াল বিষাণ আস্ফালন করে এগিয়ে এসে, যুদ্ধে হেরে ঠিক্ তেমনি পালাচ্ছে!

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। বহুত জবর ডাকু, ভাগো—ভাগো!

কালা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঐ আমার শক্তিমান ভাইদের অস্ত্রমুখে জায়গীরদারের ফৌজরা আহত হ'য়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার কাম ফতে হবে।

এনায়েৎ আসিল

এনায়েৎ। এত সহজে কাম ফতে হবে না দস্যু!

কালা। কে? ও, কোতোয়াল বিষাণের ডানহাত এনায়েৎ খাঁ?

এনায়েৎ। তাহ'লে এনায়েতকে চিনিস্ হীন দস্যু?

কালা। বিলক্ষণ, তোমাদের চিনবো না মহাপুরুষ? তোমরা শোষক জায়গীরদার ত্রিবিক্রম রায়ের পাপলীলার সহচর, তোমাদের না চিনে রাখলে রঘু ডাকাতের বিরাট অভিযান সফল হবে কেন?

এনায়েৎ। রঘু ডাকাত? তাহ'লে তুই ডাকাত রঘু?

কালা। শুধু আমি নই, আমাদের নবীন কর্ম্মীরা সকলেই ডাকাত রঘু। শাসক-পীড়নে আজ দেশের লোক অতিষ্ঠ, তাই বাংলার ঘরে ঘরে তৈরী হয়েছে শোষকদমনকারী ডাকাত রঘু। এমনি ক'রেই ডাকাত রঘু ধনতান্ত্রিক শোষণ-নীতির উচ্ছেদ ক'রে গণতান্ত্রিক নীতির প্রবর্ত্তন করবে দেশের বুকে।

এনায়েৎ। হীন রঘু ডাকাত, তবে ধর তোর ডাকাতি করার পুরস্কার।

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেল

অলঙ্কারের স্নুবর্ণ-নির্ম্মিত পেটিকাহস্তে
সুজাতা ছুটিয়া আসিল।

সুজাতা। আমাদের কাপুরুষ রক্ষীরা দস্যুদলের সামনে দাঁড়াতে না পেরে প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে! এখনি আমার শিবিকা লুঠ করবে দস্যুদল। তাইতো, কোথা যাই? কোথায় গিয়ে আত্মগোপন ক'রে এই বহুমূল্য রত্নালঙ্কার সহ আমার মর্য্যাদা রক্ষা করবো?

কালাচাঁদ আসিল।

কালা। ডাকাতের আড্ডায় গিয়ে।

সুজাতা। কে—কে? [সভয়ে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান]

কালা। ডাকাত।

সুজাতা। ডাকাত! তাহ'লে তুমিই বুঝি রঘু ডাকাত?

কালা। হাঁ জায়গীরদার-দুলালি! সংবাদ পেলাম বহুমূল্য রত্নালঙ্কার নিয়ে তুমি মাতুলালয় থেকে বাড়ী ফিরছো, তাই দলবল নিয়ে তোমার বাবার রক্ষীদের সঙ্গে এক আধটু যুদ্ধ করতে হ'লো। যাক, ওরা

ঘা খেয়ে শিয়ালের মত ল্যাজ তুলে পালিয়েছে। এইবার তুমি সুড় সুড় ক'রে রত্নালঙ্কারের পেটিকাটি নিয়ে আমার হাতে দিয়ে দাও দেখি!

সুজাতা। না, না, আমি দেবো না। কেন দেবো? এ রত্নালঙ্কার আমার।

কালা। মিথ্যাকথা! তোমার বাবা ঠিক আমাদেরই মত সাধারণ দেশবাসীদের বুকের রক্ত শোষণ ক'রে ঐ রত্নালঙ্কার তৈরী করিয়েছে। ওগুলোতে তোমার চেয়ে দেশের দীন-দরিদ্রের দাবীই বেশী, সুতরাং যাদের জিনিষ তাদের দিয়ে দাও!

সুজাতা। কখনই নয়। এমনি ক'রেই তোমরা সাধারণ প্রজাদের অর্থ আর রত্নালঙ্কার লুঠ ক'রে নিজেদের পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করছ।

কালা। ভুল, ভুল জায়গীরদার-নন্দিনি। আমরা সাধারণ দরিদ্র প্রজাদের ধন-সম্পদ লুঠ করি না। লুঠ করি তাদের ধনরত্ন, যারা দরিদ্র শ্রমিকদের পশুর মত খাটিয়ে পর্য্যাপ্ত পারিশ্রমিক না দিয়ে টাকার পাহাড়ে ব'সে আছে। আমাদের পাপপ্রবৃত্তি যে কি, সে পরিচয়—যাক্ ও কথা, এখন সহজে রত্নালঙ্কারের পেটিকাটি দেবে? না জোর ক'রে কেড়ে নিতে হবে?

সুজাতা। জোর ক'রে কেড়ে নেবে?

কালা। নিশ্চয়! তুমি যদি লক্ষ্মীমেয়ের মত পেটিকাটি আমার হাতে তুলে দাও, তাহ'লে আর কোন অমর্য্যাদা কর্‌বো না তোমার! কিন্তু, না দিলে—

সুজাতা। আমার গায়ে হাত দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। না—না, অতখানি অত্যাচার সইতে পারবো না, এই নাও! [পেটিকা দিল]

কালা। [পেটিকা লইয়া] এই তো, দিব্যি ভালয় ভালয় দিয়ে দিলে। এইবার চল।

সুজাতা। কোথায় ?

কালা। ডাকাতের আড্ডায়।

সুজাতা। সে কি !

কালা। অলঙ্কার দেবার আগে তুমি যে কথা বলেছ, তা শোনার পর আর আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না।

সুজাতা। তাহ'লে আমাকে—

কালা। ডাকাতের আড্ডায় নিয়ে যাবই।

সুজাতা। না—না—আমি যাব না।

কালা। যেতে তোমাকে হবেই। ডাকাতির অর্থে আমরা যে কি করি, তার প্রমাণ দিতে তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

সুজাতা। [সভয়ে] রঘু ডাকাত!

কালা। ভয় নেই জায়গীরদার-নন্দিনি ! রঘু ডাকাত ধনী সম্প্রদায়ের ওপর ডাকাতি করে সত্য, কিন্তু নারীর মর্য্যাদা নষ্ট করে না।

সুজাতা। সত্য ?

কালা। সত্য, সত্য, চন্দ্র সূর্য্যের মত সত্য। দরিদ্র নারায়ণের সেবায় রঘু ডাকাত আত্মোৎসর্গ করেছে, মা-বোনের যোগ্য সম্মান দিতে সে জানে। এস আমার সঙ্গে, কোন ভয় নেই।

[সুজাতাকে লইয়া চলিয়া গেল

পঞ্চম দৃশ্য।

রঘু ডাকাতের গুপ্ত আস্তানা।

কেরামত ও কাজলী।

কাজলী। ওরা এখনো ফেরেনি চাচা?

কেরামত। না বেটি! তুই আবার কেন এখানে ছুটে এলি?

কাজলী। ঘরে থাকতে পারলাম না চাচা! তোমরা বেরুবে প্রাণান্তকর অভিযানে—আর তোমারই মা-বোন হ'য়ে আমরা কি পারি চুপ ক'রে নির্ভাবনায় ঘরে ব'সে থাকতে? আচ্ছা চাচা, আজকের এই অভিযানে দাদার কোন বিপদের ভয় নাই তো?

গীতকণ্ঠে উদ্ধব আসিল।

উদ্ধব।—

গান।

নাহি ভয়, হবে জয়!
জয় হবে—আমাদের হবে জয়॥
মরণের মাঝে জীবনের জয়গান
ধ্বনিয়া উঠিছে দশময়॥
ধনী-পদচাপে হইয়া দলিত
যুগে যুগে হয়েছি লাঞ্ছিত,
কশার আঘাতে উঠেছি জাগিয়া
শোষক-শ্রেণীর করিতে লয়॥

[চলিয়া গেল।

কাজলী। সত্যই কি চাচা, আমাদের অভিযান সার্থক হবে। ধনীর দর্প চূর্ণ ক'রে নির্ভাবনায় দাদা ঘরে ফিরে আসবে ?

কেরামত। ফিরে অবশ্য আস্‌বে। তবে—

কাজলী। 'তবে' ব'লে থামলে কেন চাচা ? বল চাচা ! বল, ভয়ের কিছু নেই তো ?

কেরামত। ভয় বা বিপদ যে নেই, এই অনিশ্চিত কথাটার উপর জোর দিয়ে কিছু বল্‌তে পারবো না বেটি ! বিপদ আছে। তবে দৌলতের জন্য না হোক্‌, অন্ততঃ ইজ্জতের জন্য। জায়গীরদারের ফৌজ জান কবুল ক'রে লড়াই কর্‌বে।

কাজলী। যদি—যদি আমার দাদা আর—ওঃ, কী হবে তাহ'লে চাচা ?

কেরামত। ভয় কি বেটি ! যদি তাই হয়—দুঃখ কী ? সেপাইএর পক্ষে এর চেয়ে বড় ইজ্জৎ আর কি আছে ? কালাচাঁদ আর না ফেরে, দুঃখ আমাদেরও কারো কম হবে না বেটি ! তবু কাঁদবো না আমরা, আনন্দ কর্‌বো—উৎসব কর্‌বো। আর সেই কালাচাঁদের বোন হ'য়ে আমার মা হ'য়ে তুই কাঁদছিস ?

কাজলী। না, কাঁদবো না ! চোখে জল এলে তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে তাকে শুকিয়ে মরুভূমি ক'রে তুলবো। কিন্তু একটা কথা চাচা !

কেরামত। কী বেটি ?

কাজলী। রক্তেই রক্তের শোধ নেওয়া কি সম্ভব ? মানুষ কি মানুষকে কোনদিন ভালবাসতে শিখবে না ?

কেরামত। এ বড় শক্ত সওয়াল। আমি মুখ্যু গেঁয়ো লেঠেল-সর্দার। এ কথার জবাব কী দেবো বেটি ! এ হ'লো পণ্ডিতদের তর্ক। আমার মত গেঁয়োমানুষে তা তো জানে না। আমরা জানি,

জুলুমের বদ্‌লা হ'লো জুলুম। তাও আমরা কতটুকু জুলুম করেছি বেটি—কতটুকু পারি? কল্‌জের খুন আমাদের শুধু আপশোষে ফুটতে থাকে টগ্‌বগ্‌ ক'রে। তুই বল্‌ তো বেটি, আমরা মানুষ না কি? গরীবের খুন কি লাল নয়? তার হারেমের কি ইজ্জত নেই? তার আউরতের দিলে মোহব্বৎ নেই? রাজা ব'লে—খোদার দূত ব'লে আমরা যাদের দেবো ভেট—কর্‌বো পূজো, সেই তারাই কিনা পিষে মারবে আমাদের জুতোর তলায়? কেন—কেন?

কাজলী। থামো চাচা! আর নয়, তুমি ভীষণ রেগে গেছ, উত্তেজনায় চোখ-মুখ তোমার লাল হ'য়ে উঠেছে।

কেরামত। না—না, রাগ নয় বেটি! আপশোষ—আপশোষ! পীরের রোষে ক্ষেতে ফসল হবে না—সেকি আমাদের দোষ? রাজার রংমহালে চল্‌বে সুরা-সাকীর হুল্লোড়ে—টাকা যোগাতে হবে আমাদের? সেও কি আমাদেরই দায়? কত বল্‌বো বেটি! এরা করেনি কি? ঘুমন্ত মায়ের বুক থেকে দুধের বাচ্চাকে টান মেরে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে তারই আগুন ধরানো পাতার কুঁড়ের মধ্যে, স্বামীর চোখের উপর হাত-পা বেঁধে বেইজ্জৎ কর্‌ছে তারই স্ত্রীকে; বুড়ো বাপকে দিয়ে টানাচ্ছে তেলের ঘানি; অন্ধ মাকে দিয়ে জ্যৈষ্ঠের দুপুরে খাড়া রোদে পাথর ভাঙ্গাচ্ছে। দিনের পর দিন—বছরের পর বছর—যুগের পর যুগ ধ'রে চ'লে আসছে গরীবের উপর রাজার এই অত্যাচার। আর কত সয় বল্‌ তো বেটি? হামলা তারা করবে না? কল্‌জের খুন তাদের মাথায় চ'ড়ে যাবে না? ওঃ!

কাজলী। জায়গীরদার কি এ-সব জেনেও কিছু করেন না?

কেরামত। হয়তো সে জানে না এ-সব। দুনিয়ায় একমাত্র টাকা ছাড়া সে আর কিছু চায় না। আর এই টাকা তাকে যোগাচ্ছে, যারা সেই

সব জানোয়ারের দল—জায়গীরদারকে হাতের মুঠোয় পূরে যা-খুসী ক'রে চলেছে। এই অত্যাচারের পিছনে হয়তো জায়গীরদারের সত্যিকার কোন দোষ নেই। তবু দায়ী তো তোকেই হ'তে হবে! ক্ষেতের খাজনা জমা দিতে না পারলে আমাদের উপর যদি ঐ রকম অকথ্য জুলুম চলতে পারে,—রাজাও তো তাহ'লে নিজের কর্ত্তব্য না ক'রে চোখ বুজে থাকলে রেহাই পেতে পারে না বেটি!

কাজলী। হয়তো তোমাদের কথাই সত্যি, তবু তোমাদের এই রক্তক্ষয়ী অভিযানকে মেনে নিতে মন চায় না চাচা! কিন্তু, দাদা এখনো ফিরছে না কেন? রঘু-দাই বা কোথায় গেল?

রঘু আসিল।

রঘু। রঘুর সাধ্য কি কাজলী দেবী স্মরণ করলে সে না এসে থাকতে পারে? এখন কি হুকুম?

কাজলী। আহা-হা, কত যেন আমার হুকুম মেনে চলেন ওঁরা! লোক দেখিয়ে নাম করা হ'চ্ছে। কাউকে চিনতে আর আমার বাকি নেই।

রঘু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শুনেছো সর্দ্দার! কাজলী আমাদের সবাইকে চিনে ফেলেছে। খুব হুঁসিয়ার থেকো ওর কাছে।

কেরামত। কালাচাঁদের দেরী দেখে কাজলী বেটী বড় উতলা হ'য়ে উঠেছে, তাই ওকে বোঝাচ্ছিলাম।

রঘু। ভাল করনি সর্দ্দার! ওকে আবার এর মধ্যে টেনে এনে কেন খামকা ভয় দেখানো?

কাজলী। তোমাদের নিয়ে যার নিত্য-দিনের ঘরকন্না, তার ভয়-ডর থাকে নাকি? কিন্তু রঘু-দা, তোমাদের যুক্তিকে আমি কিছুতেই

মানতে পারি না; এ ছাড়া তোমাদের আর কি কোন পথ নেই ?

রঘু। বোঝবার চেষ্টাও ক'রো না কাজলি! তোমরা সৃষ্টি করবে, পালন করবে,—গ'ড়ে তুলবে ভাঙ্গা স্তূপের উপর নতুন ইমারত—সুখের নীড়! এ পথে যেন তোমাদের এগিয়ে আসতে না হয়! যত কিছু অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার—সব আমাদের উপর দিয়ে যাক্—তোমাদের যেন তার তপ্ত স্পর্শ অনুভব করতে না হয়; তোমরা খুসী হও—সুখী হও।

কাজলী। কিন্তু—তোমাদের নিয়েই তো আমাদের নীড় বাঁধা। তোমাদের সুখী আর খুসী করতে না পারলে আমরা সুখী হই কি ক'রে রঘু-দা ?

রঘু। এই অনাগত সুখ-যুগের সাধনাতেই যে আমাদের এই "রক্ত তপস্যা" কাজলি! মানুষই গ'ড়ে তুলেছে যুগ যুগ ধ'রে তিলে তিলে পাপের পাহাড়। আজ সেই পাহাড় মানুষেরই উপর ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। যাচ্ছে—যাবে—কিছু থাকবে না। তারপর—আবার একদিন জাগবে নতুন মানুষ—নতুন সৃষ্টি—! সেইদিন হয়তো মানুষ আবার ফিরে পাবে শান্তি—কল্যাণ—তৃপ্তি, আর সেই নতুন প্রভাতের উদ্দেশ্যেই তো আমাদের এই রাত্রির তপস্যা কাজলি!

কেরামত। কেয়াবাৎ রঘু-ভাই! এই কথাটা এতক্ষণ আমি কাজলী বেটীকে কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না।

কাজলী। অনাগত সুখের দিনের জন্য এ সাধনায় তোমরা কি পেলে? শুধু দুঃখ, কষ্ট আর অত্যাচার।

রঘু। এতো-বড় পাওয়ার দাম দিতে হবে না কাজলি? সুখী হ'তে হ'লে, আনন্দ পেতে হ'লে, সবাইকেই হ'তে হবে দুঃখজয়ী, মরণজয়ী!

গীতকণ্ঠে চারণ আসিল

চারণ।—

গান।

মোরা দুঃখজয়ীর দল।
দুঃখেরে মোরা করি অবহেলা,
দেখেছি তাহার ছল॥

রঘু। শোন কাজলি, চারণের কণ্ঠে সেই একই ব্রত-সঙ্গীত।

চারণ।—

গান।

ওরে নাহি নাহি কোন ভয়,
হের নবীন সূর্য্যোদয়,
তমসা ঘুচায়ে নবীন প্রভাত,
আনিছে নবীন বল॥
করো ক্রন্দন-রোল বন্ধ,
করো মিথ্যা ভয়েরে দূর,
নাচো রুদ্র পিনাকী-ছন্দ,
পাবে মুক্তি হে ব্যথাতুর;
যারা তোমাদের করেছে দীন,
হও তাদের সম্মুখীন,
তোমাদের প্রাপ্য দিবে সে ফিরায়ে,
তারা ভীরু দুর্ব্বল॥

[চলিয়া গেল

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি]

কেরামত। ঐ ফিরে এসেছে কালাচাঁদ!

কাজলী। দাদা ফিরে এসেছে? কোথায়?

রঘু। উতলা হ'য়ো না কাজলি! যথাসময়েই তার দেখা পাবে। সর্দ্দার, একে অন্যত্র নিয়ে যাও; আর কালাচাঁদকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। [কেরামত ও কাজলী চলিয়া গেল] ঐ তূর্য্যধ্বনিই জানিয়ে দিলে সাফল্যের ইঙ্গিত। দ্বিতীয় বোড়ের কিস্তি তাহ'লে মাৎ। তারপর? দেখা যাক্! পারবো না শেষ পর্য্যন্ত? পারতেই হবে।

পেটিকাহস্তে শোণিতাক্তকলেবরে কালাচাঁদ আসিল।

রঘু। এই যে কালাচাঁদ! এসো বন্ধু! কাম ফতে?

কালা। ফতে বন্ধু—ফতে! কালাচাঁদ কি জান কবুল ক'রে কাজ হাতে নেয়নি?

রঘু। কিন্তু—তুমি যে আহত!

কালা। হাসালে বন্ধু—হাসালে। বাঘ না হোক, বাঘিনীকে নিয়ে লড়াই, একটু আধটু আঁচড়, কামড়ের দাগ থাক্‌বে না? আঘাত নয় রঘু-ভাই, এ আমার জয়টীকা। নাও—ধরো। [অলঙ্কার-পেটিকা প্রদান]

রঘু। সাবাস কালাচাঁদ, সাবাস! অপূর্ব্ব তোমার রণকৌশল! তুমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ; যাও বিশ্রাম করগে।

কালা। বিশ্রাম? কিন্তু লুঠ ক'রে যে আরো একটা মহারত্ন এনেছি বন্ধু! তার কি হবে?

রঘু। আবার কি মহারত্ন এনেছ কালাচাঁদ?

কালা। শুধু রত্নালঙ্কারই নয়, তার অধিকারিণীকেও সঙ্গে এনেছি।

রঘু। অর্থাৎ জায়গীরদারের মেয়েকে?

কালা। হ্যাঁ—রঘু! মুক্তিপণস্বরূপ জায়গীরদারের কাছ থেকে মোটা অর্থ আদায় করা যাবে। এক ঢিলে দুই পাখী! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রঘু। [তীক্ষ্ণকণ্ঠে] কালাচাঁদ!

কালা। কি হ'লো বন্ধু?

রঘু। একি করলে তুমি কালাচাঁদ! ছিঃ-ছিঃ!

কালা। কেন রঘুভাই?

রঘু। তুমি কি জানো না কালাচাঁদ, নারীর প্রতি কোনও অবিচার-অত্যাচারকে আমি ঘৃণা করি? আর তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত হ'য়ে একটা ষোড়শী অবলাকে বন্দিনী ক'রে আনলে কি ক'রে?

কালা। যুদ্ধে ন্যায়নীতি-জ্ঞান সব সময় চলে না রঘু!

রঘু। অন্ততঃ আমার কাছে চলে। আর চলবেও। অত্যন্ত অন্যায় করেছ তুমি।

কালা। কিন্তু সে শত্রুকন্যা।

রঘু। সেটা তার অপরাধ নয়। কোথায় রেখেছ তাকে?

কালা। গুমোট ঘরে।

রঘু। করেছ কি কালাচাঁদ, একজন নিরপরাধিনীকে ঐ জানালা-বিহীন অন্ধকার পাথরের ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছ? কালাচাঁদ! ভাবতে পার, আজ যদি কাজলীকে কেউ এভাবে বন্দিনী ক'রে রাখতো—তাহ'লে তোমার মনের অবস্থা কি হ'তো?

কালা। তখন বুঝতে পারিনি রঘু! সত্যিই আমার অনুশোচনার সীমা নেই। আমায় ক্ষমা কর বন্ধু! হয়তো এমনটা আমি করতাম না। কিন্তু সে নিজেই আমায় উত্তেজিত ক'রে তুললে। তাই নিজেকে আমি তার কাছে 'রঘু ডাকাত' ব'লে পরিচয় দিয়েছি।

রঘু। কারণ?

কালা। অলঙ্কার দাবী করায় গর্ব্বোদ্ধত স্বরে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"তোমাদের সর্দ্দার কোথায়? তারই সঙ্গে আমি শুধু বোঝাপড়া

করবো।” অদ্ভুত সাহস মেয়েটার। তাই খানিকটা তার স্পর্দ্ধায় বিস্মিত হ'য়ে খানিকটা কৌতুকভরে আমি নিজে রঘু ডাকাত ব'লে তাকে পরিচয় দিই।

রঘু। হুঁ! রঘু ডাকাতের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায়। উত্তম প্রস্তাব। কালাচাঁদ! শোন—[কানে কানে বলিল] কেমন?

কালা। বাহবা বন্ধু—বাহবা! বলিহারি বুদ্ধি তোমার!

[চলিয়া গেল

রঘু। এ ছাড়া আর আমাদের ইজ্জত রক্ষা ক'রে তাকে মুক্তি দেবার অন্য কোন উপায় নেই।

[চলিয়া গেল

সুজাতার হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে কালাচাঁদ আসিল।

সুজাতা। ছাড়—ছাড়! আমায় ছেড়ে দে দুর্বৃত্ত! লম্পট! পিশাচ!

কালা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ছাড়বো? বল কি সুন্দরি! ছিঃ, রাগ করতে আছে কি? তোমায় আমি মাথায় ক'রে রাখবো! আর তোমার মুক্তিপণস্বরূপ তোমার বাবার কাছ থেকে আদায় করবো হাজার হাজার মোহর।

সুজাতা। ভেবেছিস্, এখানে তোর ইচ্ছামত বন্দিনী হ'য়ে থাকবো আমি? তার চেয়ে আত্মহত্যা ক'রে এ যন্ত্রণার শেষ করবো। শোন্ দুরাত্মা! শেষবার বলছি—নিজের ভাল চাস্ তো এখনও আমায় ছেড়ে দে।

কালা। জীবন্তে রঘু ডাকাতের কবল থেকে মুক্তি তুমি পাবে না সুন্দরি!

ছদ্মবেশে উন্মুক্ত তরবারিহস্তে রঘু আসিল।

রঘু। মুক্তি তোমায় দিতেই হবে শয়তান!

কালা। কে! কে তুমি?

রঘু। পরিচয়ে প্রয়োজন নেই, ওঁকে মুক্তি দাও।

কালা। মুক্তি দেবো! হাঃ-হাঃ-হাঃ! সাধ্য থাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাও এই বীরভোগ্যা সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে।

রঘু। উত্তম! তাই হোক।

[উভয়ের যুদ্ধ, কালাচাঁদের পলায়ন]

রঘু। দেবি! মুক্ত আপনি। আসুন, যতশীঘ্র সম্ভব এই পাপপুরী ত্যাগ করতে হবে।

সুজাতা। কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। কে আপনি?

রঘু। আমি? আমার নাম সুন্দর। কিন্তু আর দেরী নয়। শীঘ্র চ'লে আসুন।

সুজাতা। চলুন। কিন্তু, আপনি কেমন ক'রে আমার সন্ধান পেলেন, কী ক'রেই বা প্রবেশ করলেন এই পাপপুরীতে?

রঘু। সময় নেই দেবি! সে কথা পরে শুনলেও চলবে, শুধু জেনে রাখুন, একটু আগে পর্য্যন্ত আমি ওই দুরাত্মার অনুচর ছিলাম, তখন ওকে ভাল ক'রে চিনতে পারিনি। যাক্; এখানে অপেক্ষা করা আর যুক্তিসঙ্গত নয়। হয়তো পাপিষ্ঠ তার দলবল নিয়ে এখুনি এসে পড়তে পারে! আসুন দেবি!

[সুজাতাসহ চলিয়া গেল

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জায়গীরদারের প্রাসাদ।

ত্রিবিক্রম ও শিরোমণি।

শিরোমণি। আনন্দ—আনন্দ হুজুর, আজ শুধুই আনন্দ করুন।

ত্রিবিক্রম। সুজাতা আগে ফিরে আসুক শিরোমণি!

শিরোমণি! আ-হা-হা! সে জন্য কিছু ভাব্‌বেন না হুজুর! মা আমার এই এলেন ব'লে। আর্জ্জি মঞ্জুর তাহ'লে?

ত্রিবিক্রম। মঞ্জুর। মঞ্জুরী না মিল্‌লে তো আর ছাড়ছো না তুমি।

শিরোমণি। হুজুরের জয়জয়কার হোক। আমি নিষ্ঠাবান সাত্বিক ব্রাহ্মণ, প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—আশীর্ব্বাদং শিরচ্ছেদং হস্তনাশং দিনে দিনে। পদনাশং ধননাশং সর্ব্বনাশং একই দিনে। হেঁ-হেঁ-হেঁ! বলি ও সাত-দুনিয়া মাতাল করা সিতারা সখি! জল্‌দি আএকে কল্‌জে জুড়োও প্রাণপ্রেয়সি! আসবার সময় সুধার পাত্রগুলো হাতে ক'রে আনতে যেন ভুলে যেও না লক্ষ্মি!

সুরা ও পাত্র হাতে সিতারা বাঈজী আসিল।

সিতারা। সেলাম জনাব! সেলাম পণ্ডিতজি! বাঁদী হাজির, ফরমায়িয়ে!

শিরোমণি। একটু ডানা মেলো সখি! দুনিয়ার মাটীতে স্বর্গ গ'ড়ে উঠুক!

সিতারা। যো হুকুম !

[কুর্ণিশ করিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল, শিরোমণি ত্রিবিক্রমকে সুরাপান করাইতেছিল ও নিজে মাঝে মাঝে পান করিতেছিল]

সিতারা।—

গান।

কালা, ছোড় রে আঁচর মোর।
মোহে শাস্ ননদী দোষে কারণ তোর ॥
খনে পানিয়া ভরনে তু তোড়ত গাগরী,
খনে যমুনা সিনানে শাড়ী-চোর।
যব রাত গভীরা ভৈ—
নিদ আওত আঁখে,
তোর বন্‌শী মচাওয়ে নিতি শোর্ ॥

রক্তাক্তদেহে এনায়েৎ আসিল।

এনায়েৎ। জনাব ! জনাব ! সর্ব্বনাশ হয়েছে জনাব !

ত্রিবিক্রম। কি ? কি হয়েছে ? একি ! তোমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত কেন ?

এনায়েৎ। জনাব ! ও-হো-হো-হো !

[শিরোমণির ইঙ্গিতে সিতারা চলিয়া গেল

ত্রিবিক্রম। আঃ ! মিছে দেরী ক'রো না ! কী হয়েছে বল ? সুজাতা—?

এনায়েৎ। রঘু ডাকাত তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

ত্রিবিক্রম। কী ? সুজাতাকে ডাকাতে নিয়ে গেছে !

শিরোমণি। [স্বগত] মরেছে। বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! রক্ষা কর। জানি, ও আমি আগে থেকেই জানি যে, আজ একটা কাণ্ড না হ'য়ে আর যায় না; বেরুবার সময় অত বাগড়া কি আর বৃথা যাবে? কাঁচা মাথাটা আজ ভালোয় ভালোয় ফিরলে বাঁচি।

ত্রিবিক্রম। সুজাতাকে কেড়ে নিয়ে গেল! এত সাহস তার? তোমরা কি করছিলে?

এনায়েৎ। জনাবজাদীর জন্য জান্ কবুল করেছিলাম জনাব! কিন্তু রঘু ডাকাত যেন ভেল্কি লাগিয়ে দিলে। ভাল ক'রে বুঝতে পর্য্যন্ত দিলে না।

ত্রিবিক্রম। মূর্খ। বিষাণ কোথায়?

এনায়েৎ। জানি না। যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁকে দেখিনি।

ত্রিবিক্রম। যাও, যেখান থেকে পার তাকে এখনি খুঁজে নিয়ে এসো। যাও—

এনায়েৎ। যো হুকুম জনাব! সেলাম—

ত্রিবিক্রম। ব্যস্—ব্যস্। অপদার্থ কর্ম্মচারীর শুষ্ক সেলামে আমার কোন প্রয়োজন নাই। লজ্জা হ'লো না তোমার পৃষ্ঠে ক্ষত নিয়ে ফিরে আসতে?

এনায়েৎ। বিশ্বাস করুন জনাব, প্রাণের ভয়ে এনায়েৎ খাঁ জায়গীর-দারজাদীকে ডাকাতের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে আসেনি। আমার এই রক্তাক্ত দেহ জবানের সাক্ষী। হয়তো ফিরেও আসতাম না। শুধু আহত ঘোড়াটা আমার গভীর খাদে প'ড়ে গেল। একা আমি, অশ্বারোহী ডাকাতদের পিছু নিতে পারলাম না। আপ্‌শোষ—হাজারো আপশোষ। এতখানি বেইজ্জত আর বেওকুফ্ আমি জীবনে কখনো হইনি জনাব।

ত্রিবিক্রম। যথেষ্ট হয়েছে। আর আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিও না।

যাও, যেখানে থেকে হোক বিষাণকে খুঁজে নিয়ে এসো। আরো শুনে যাও, রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই সুজাতাকে ফিরিয়ে আনা চাই! নইলে আমার পিস্তলের গুলীর মুখে কারো নিস্তার নেই। যাও—

এনায়েৎ। বহুত আচ্ছা জনাব!

[চলিয়া গেল

ত্রিবিক্রম। অপদার্থ—অকর্ম্মণ্য সব! হাজার হাজার সেপাই—কোতোয়ালের পাহারা থেকে আমার নিজের এলাকার মধ্যে আমারই মেয়েটাকে লুঠে নিয়ে গেল? ছি-ছিঃ! এ অপমান—এ লজ্জা—

শিরোমণি। হুজুর! অত উতলা হবেন না। শান্ত হোন।

ত্রিবিক্রম। থামো শিরোমণি! ওঃ, আমার ইজ্জৎ, সম্ভ্রম, উঁচু মাথা, সব একটা মুহূর্ত্তেই মিশিয়ে গেল।

শিরোমণি। [স্বগত] হ'লো পাঁচ-পো এবার! ওর মান ইজ্জৎ ধূলোয় যা গড়াবার তা তো গড়িয়েইছে, এবার আমার কাঁচা মাথাটা ধড়ছাড়া হ'য়ে ধূলোয় প'ড়ে ধড়ফড় না করে! মানে মানে স'রে পড়ি বাবা! [প্রকাশ্যে] হুজুর! তাহ'লে আমি এখন—

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, এসো।

শিরোমণি। এখুনি বাড়ী গিয়েই—আমি বিপত্তারণ নারায়ণের কাছে সুজাতা মার মঙ্গলকামনায় ধন্না দিয়ে পড়ছি। আসি হুজুর! প্রণাম!

[চলিয়া গেল

ত্রিবিক্রম। ওঃ, এত সাহস? আমি জায়গীরদার ত্রিবিক্রম রায়, আমার একমাত্র কন্যা সুজাতা—আমার চোখের মণি, আঁধার ঘরের হাজার বাতির রংমশাল, সেই সুজাতাকে—ওঃ! কী করি—কী করি?

[দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে রাগে দুঃখে অভিমানে পদচারণা করিতে লাগিল]

ব্যস্তভাবে সুনীতি আসিল।

সুনীতি। স্বামি! একি শুনছি, আমার সুজাতাকে নাকি ডাকাতে পথ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে? চুপ ক'রে থেকো না! বল—একথা সত্য নয়। সত্য হ'তে পারে না।

ত্রিবিক্রম। তুমি সত্য সংবাদই পেয়েছ সুনীতি!

সুনীতি। সত্য! তুমি—তুমি বল্‌ছো কী? ওকথা উচ্চারণ কর্‌তে তোমার দ্বিধা হ'চ্ছে না? স্বর আটকে যাচ্ছে না?

ত্রিবিক্রম। তুমি বুঝবে না সুনীতি, এ আমার কত বড় পরাজয়!

সুনীতি। তবু তুমি এখনো নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে আছো? তুমি না শাসক? তুমি না জায়গীরদার? তোমার কন্যা হ'লো লুণ্ঠিত, আর তুমি এখানে সুরা আর নর্ত্তকী নিয়ে—

ত্রিবিক্রম। থামো—থামো সুনীতি! আমায় একটু ভাবতে দাও। কর্ত্তব্যনির্ণয় কর্‌তে দাও। তোমায় মিনতি কর্‌ছি সুনীতি, এখন আর আমায় তুমি চঞ্চল, উত্তেজিত ক'রে তুলো না। অন্তঃপুরে যাও। এ রংমহাল, অন্তঃপুরিকার যোগ্যস্থান এ নয়।

সুনীতি। এখনও সম্ভ্রমের প্রশ্ন? জানো না কি হে শাসক! দুর্য্যোগের কালো মেঘের ঘনঘটায় যখন দিগ্বিদিক্ আচ্ছন্ন ক'রে আকাশ-বাতাস ছেয়ে যায়, বুকফাটা তপ্ত হাহাকারে তখন রাজ-অন্তঃপুরিকাকে পর্য্যন্ত উন্মাদিনীর মত পথে বেরিয়ে আস্‌তে বাধ্য করে? এখনও মান-অপমান? তোমার এই রংমহাল, তোমার আমার এই অলঙ্কার আর আড়ম্বর—সবই যে নিঃশব্দ বিদ্রূপে মুখর হ'য়ে উঠেছে। তা কি তুমি শুন্‌তে পাচ্ছো না? না-না, কোন কথা আমি শুনবো না; সুজাতাকে আমার চাই, সুজাতাকে আমার কাছে এনে দাও।

ত্রিবিক্রম। সুনীতি! শান্ত হও। সুজাতা কি শুধু তোমার একারই কন্যা? আমার কি কেউ নয়?

সুনীতি। না, কেউ নয়! তোমার কন্যা হ'লে এইভাবে তুমি ব'সে থাকতে পারতে না। কক্ষচ্যুত উল্কার মত ছুটে বেরিয়ে প'ড়ে, সমস্ত সৃষ্টিটা ওলট-পালট ক'রে খুঁজে আনতে তোমার আদরের দুলালীকে। আমার কন্যাকে তুমি ফিরিয়ে দাও। তুমি বিচারপতি আমি তোমারই কাছে তোমারই বিরুদ্ধে আমার কন্যা-হরণের নালিশ করছি। বিচার করো—রায় দাও।

ত্রিবিক্রম। বিচার করবো। এখন অন্তঃপুরে যাও সুনীতি! আমায় কর্ত্তব্যচিন্তা করার মত একটু সুযোগ দাও।

সুনীতি। যাচ্ছি! কিন্তু শোন স্বামি, সুজাতাকে যদি আমি ফিরে না পাই, কাউকে আমি ক্ষমা করবো না! তোমাকেও না! নারীকে দেখেছ তোমরা কল্যাণীরূপে, দেখেছ মনোহারিণী নায়িকা নর্ম্ম-সহচরীরূপে, দেখেছ গৃহিণী, কন্যা, মাতারূপে; তার আরও একটা রূপ তোমরা দেখনি। সুজাতাকে না পেলে দেখবে সেই রূপ। দেখবে—সৃষ্টিকারিণী নারী হ'য়ে উঠেছে সর্ব্বনাশা প্রলয়ঙ্করী; দুচোখে তার দীপ্ত তেজে জ্ব'লে উঠেছে তীব্র কালানল, মুক্তবেণীর এলায়িত কুন্তল কালো বিভীষিকায় ছেয়ে ফেলেছে চরাচর, পদভরে থর থর কম্পমান সর্ব্বংসহা ধরিত্রী, নিশ্বাসে তার সৃষ্টি হ'চ্ছে উদ্দাম কালবৈশাখী, আর চোখের জলের অবিশ্রান্ত ধারায় ছুটে আসছে বিশ্বপ্লাবী প্রলয়-বন্যা। সাবধান স্বামি! সে-রূপ ধারণ করতে, নারীকে তুমি বাধ্য ক'রো না। সইতে পারবে না—সইতে পারবে না।

[মর্ম্মাহত ক্রন্দনরতাবস্থায় চলিয়া গেল

ত্রিবিক্রম। রঘু ডাকাত! রঘু ডাকাত! এমন শাস্তি আমি

তাকে দেবো, যা স্মরণ ক'রে কোনও উদ্ধত প্রজা আর কোনদিন জায়গীরদারের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস করবে না।

ছদ্মবেশী রঘুসহ সুজাতা আসিল।

সুজাতা। বাবা! বাবা! [জড়াইয়া ধরিল]

ত্রিবিক্রম। সুজাতা, মা আমার, ফিরে এসেছিস্? ডাকাতটা তোকে ছেড়ে দিলে?

সুজাতা। না বাবা! ছেড়ে তারা আমায় দেয়নি। ইনিই নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমাকে উদ্ধার ক'রে এনেছেন।

ত্রিবিক্রম। কে ইনি মা? এঁকে তো চিনি না!

রঘু। চেনা সম্ভবও নয়। আমি আপনার সামান্য একজন প্রজা।

ত্রিবিক্রম। তোমার নাম?

রঘু। নাম? নাম হ'লো "সুন্দর।"

সুজাতা। অদ্ভুত এঁর সাহস বাবা! তেমনি শৌর্য্য আর অসিচালনা!

রঘু। আমাকে অযথা লজ্জা দিচ্ছেন সুজাতা দেবি! আমার মত কত শত তাঁবেদার হয়তো জনাবের ফৌজে রয়েছে।

ত্রিবিক্রম। তা যদি থাকতো যুবক, তাহ'লে সেই ঘৃণ্য ডাকাতটার সাধ্য হ'তো না, আমার এলাকা হ'তে আজ আমারই কন্যাকে হরণ করবার। তুমি আমার মুখ রক্ষা করেছ, আমার হৃতসম্ভ্রম আবার ফিরিয়ে এনেছ! কি দিয়ে তোমার ঋণ শোধ করবো ভেবে পাচ্ছি না।

রঘু। জনাবের মনোরঞ্জনেই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছি। আর যা আমি করেছি, তা তো প্রত্যেক মানুষেরই কর্ত্তব্য। এখন আসি জনাব!

ত্রিবিক্রম। এরই মধ্যে যাবে? না—না, তোমায় আমি পুরস্কার দেবো। ধর যুবক, আমার এই অঙ্গুরীয়। [অঙ্গুরী দানোদ্যত]

রঘু। মার্জ্জনা করবেন জনাব! সুজাতা দেবীর জীবনরক্ষার জন্য আপনার শুভেচ্ছা ছাড়া আর কোন পুরস্কার আমি গ্রহণ করতে পারবো না। আসি জনাব! আসি সুজাতা দেবি!

সুজাতা। মার সঙ্গে দেখা করবেন না?

রঘু। আর একদিন তাঁকে দর্শন ক'রে ধন্য হবো। তাঁকে আমার প্রণাম দেবেন।

ত্রিবিক্রম। তোমার শৌর্য্য আর গুণে আমি মুগ্ধ যুবক! ভবিষ্যতে কোনদিন কোনও প্রয়োজন হ'লে দেখা ক'রো,—তোমার জন্য এ প্রাসাদের দ্বার থাকবে চির-উন্মুক্ত, আর তোমার কথা থাকবে আমার চিরস্মরণীয় হ'য়ে।

রঘু। জনাব মহানুভব। দেখা আমাদের আবার হবে জনাব! তখন আমাকে চিনতে পারলে, নিজেকে ধন্য মনে করবো। অল্পদিনের চেনা মুখও অনেকে প্রায়ই ভুলে যান। [প্রস্থানোদ্যত]

সুজাতা। শুনুন। [জনান্তিকে] কবে আসবেন আবার?

রঘু। আবার কেন দেবি! পথের পরিচয় পথের ধুলোয় মিশে যাক।

সুজাতা। না, আসতেই হবে। কথা দিন।

রঘু। কথা? বেশ, দিলাম।

সুজাতা। কাল?

রঘু। তাই হবে দেবি! বিদায়! সেলাম জনাব!

[চলিয়া গেল

সুজাতা। [রঘুর গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল]

ত্রিবিক্রম। সুজাতা!

সুজাতা। [তন্দ্রাহতভাবে] এঁ্যা! আমায় কিছু বল্‌ছো বাবা ?

ত্রিবিক্রম। তোমার মার সঙ্গে দেখা কর্‌বে না ?

সুজাতা। হুঁ্যা, এই যাচ্ছি বাবা! বেশ লোক কিন্তু—

[চলিয়া গেল

ত্রিবিক্রম। যাক্‌! একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত। এইবার—এইবার সেই রঘু ডাকাতকে আমার চাই! তার স্পর্দ্ধার যোগ্য প্রতিদান না দিলে, আমার এ জ্বালার উপশম হবে না।

এনায়েৎ ও বিষাণ আসিল।

ত্রিবিক্রম। এই যে, কোথায় ছিলে তুমি ?

বিষাণ। জায়গীরদারের খিদমদেই যার জীবন উৎসর্গ, তাকে বৃথা ও প্রশ্ন কেন জনাব ?

ত্রিবিক্রম। চমৎকার তোমার খিদমদ্‌গিরি! যে গুরুদায়িত্ব তোমার উপর দিলাম, তা উপেক্ষা ক'রে তুমি রইলে বিষয়ান্তরে মত্ত। আর—তোমাদেরই অমনোযোগিতার ফলে আমার কন্যা হ'লো দস্যু-কবলিত। চমৎকার তোমার দায়িত্ব-জ্ঞান! ছিঃ—কোথাকার কে এক অজ্ঞাতনামা যুবক আজ রক্ষা কর্‌লে আমার ইজ্জৎ। অথচ তোমরা কেউ হ'লে আমার জায়গীর-কোতোয়াল কেউ বা সহর-কোতোয়াল।

বিষাণ। স্বীকার করি জনাবের উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ আছে। তা না হ'লে জনাব হয়তো বিশ্বাস কর্‌তেন যে, বিষাণ বৃথা কালক্ষেপ না ক'রে জনাবজাদীর নিরাপত্তায় ব্যস্ত ছিল সারা ক্ষণ, আর যে যুবকের প্রশংসায় জনাব এখন পঞ্চমুখ, প্রকৃতপক্ষে সে আমারই নিযুক্ত ছদ্মবেশী সৈনিক।

ত্রিবিক্রম। তোমার নিয়োজিত সৈনিক ?

বিষাণ। বিশ্বাস করা অসম্ভবই বটে! তবু—সে আমারই লোক। আগেই আমি এই বিপদের অনুমান ক'রে সব ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছিলাম।

ত্রিবিক্রম। বিষাণ! তোমায় আমি ভুল বুঝেছিলাম, কিন্তু সেই রঘু ডাকাত কোথায়? তাকে এখনো গ্রেপ্তার করনি?

বিষাণ। আপনি বিশ্রাম করুন জনাব! শীঘ্রই সে দস্যুকে গ্রেপ্তার করতে পারবো। আমি আর এনায়েৎ খাঁ সেই আয়োজনই করছি।

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, তাকে আমার চাই। জীবন্তে না হোক, তার মৃতদেহটা আমি দেখতে চাই। আমার পূর্ণ ক্ষমতা তোমায় দেওয়া রইল বিষাণ! কাল প্রাতে যেন তার বন্দি-সংবাদে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়।

[চলিয়া গেল

এনায়েৎ। তারপর?

বিষাণ। ভাবছি—হিন্দু, মুসলমান সবাই ওকে ভালবাসে, দেবতার মত ভক্তি করে। ওর বিরুদ্ধে একটা কথাও কেউ বলতে চায় না। কোন উপায়ে যদি ওই ডাকাতটার দলে ভাঙন ধরানো যেতো—

এনায়েৎ। দলে ভাঙ্গন হয়তো ধরান যায়।

বিষাণ। যায়? কি ক'রে এনায়েৎ খাঁ?

এনায়েৎ। সাম্প্রদায়িকতার বিষ অজ্ঞাতে প্রবেশ করিয়ে। চোখের উপর সম্রাট ঔরঙ্গজীবের নজীর প'ড়ে আছে। মনে করুন, যদি ওদের দলের জনকয়েক মুসলমান হঠাৎ নিহত হয়, আর বাকি সবার ধারণা হয় —দলস্থ হিন্দুদের মুসলমানবিদ্বেষের ফলেই এমনটা হয়েছে, তাহ'লে—

বিষাণ। সাবাস এনায়েৎ খাঁ! চমৎকার বুদ্ধি তোমার! হাঁ, এই হ'লো একমাত্র পথ। কিন্তু, কে নেবে এই মহাদায়িত্ব? জীবন তুচ্ছ ক'রে কে যাবে বাঘের আস্তানায় ঢুকতে?

এনায়েৎ। হুকুম পেলে, এনায়েৎ খাঁ জানের মায়া করে না।

বিষাণ। তুমি! তুমি যাবে? তাই যাও বন্ধু! কিন্তু ছদ্মবেশে কৌশলে ওর আস্তানায় প্রবেশ ক'রে কাজ হাঁসিল কর্‌তে হবে। [এনায়েৎ চলিয়া গেল] এইবার রঘু ডাকাত! তোমার মারণ-মন্ত্র আমি খুঁজে পেয়েছি। আর তোমার নিস্তার নেই। এইবার তুমি আমার পায়ের তলায় নতজানু হ'য়ে অসহ্য যন্ত্রণায় প্রাণভিক্ষা চাইবে। আর, আমি তোমায় হত্যা কর্‌বো তিলে তিলে খুঁচিয়ে, জুতোর তলায় পিষে, দ'লে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[চলিয়া গেল

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুবেদারের প্রাসাদ।

সুবেদার, ত্রিবিক্রম ও শিরোমণি।

সুবেদার। না, না রায়সাহেব! আপনার কোন যুক্তিতে নির্ভর ক'রে আর আমি আপনাকে জায়গীরদারের গদীতে গদীয়ান রাখতে পারি না। দিনের পর দিন নালিশ শুনতে শুনতে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি। আপনার জন্য এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট সুযোগ আর সময়ের অপব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু আর নয়। অর্থ, সৈন্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ, কোন কিছুরই অভাব রাখিনি আপনার; তবু এতদিনের মধ্যেও সামান্য একটা ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হ'লো না, এই কথা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

ত্রিবিক্রম। হুজুর! আর একটীবার আমায় সুযোগ দিন। এই শেষবার।

সুবেদার। না-না। প্রতিবারই আপনি ঐ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃথাই আমাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছেন। আপনাকে আমি স্নেহ করি রায়সাহেব! কিন্তু ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। আর আমারও একজন উপরওলা আছেন, যাঁর কাছে আমাকেও জবাবদিহি করতে হয়।

শিরোমণি। হুজুর! রায়সাহেবকে দয়া ক'রে আর একবার সুযোগ দিন। রোঘোটা সত্যিই নেহাৎ পাজীর পাঝাড়া, বজ্জাতের

এক:শেষ,—একেবারে মরণ-বাড় বেড়েছে। আমাদের শাস্ত্রে বলে—"বনসি মা কিঞ্চিদপি,"—অর্থাৎ কিনা বদমাইসীর কাল পূর্ণ হ'লে কেঁচোটি হ'য়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। রোঘোরও হয়েছে তাই।

সুবেদার। আপনার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলাম পণ্ডিতজি! কিন্তু নীরস রাজকার্য্য শ্লোকে চলে না, চলে কাজে; শাসনে। রায়সাহেব বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর কর্ম্মশক্তি, মনের দৃঢ়তা ক্রমেই হ্রাস হ'য়ে পড়্ছে, এ অবস্থায় যোগ্য ব্যক্তির হস্তে শাসনভার ছেড়ে দিয়ে—বিশ্রামলাভ করাই ওঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত।

ত্রিবিক্রম। আপনার কথাই আমি মেনে নেবো হুজুর! শুধু একটীবার আমাকে শেষ চেষ্টা করার সুযোগ দিন।

শিরোমণি। আমিও কথা দিচ্ছি হুজুর, নিষ্ঠাবান্ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আমি বাড়ী ফিরেই অনাহারে ঠাকুরের কাছে হত্যা দেবো, ঠাকুরের দয়ায় বজ্জাতটা নির্ঘাৎ ধরা পড়বে।

সুবেদার। পণ্ডিতজি, আমি মুসলমান,—আপনাদের ধর্ম্মবিশ্বাস আর দেব-মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু বল্‌তে যাওয়া আমার পক্ষে ঔদ্ধত্য আর অনধিকারচর্চ্চা। যাক্, রায়সাহেব! শেষ সুযোগ আমি আপনাকে দেবো, তবে তার আগে আপনাকে ওয়াদা কর্‌তে হবে—আজ থেকে পক্ষকালের মধ্যে কৃতকার্য্য হ'তে না পারলে, গদী ত্যাগের অপ্রিয় অনুরোধ আমাকে যেন আর কর্‌তে না হয়।

ত্রিবিক্রম। হুজুর মেহেরবান।

শিরোমণি। হবে না? এতবড় দিল না হ'লে কি আর হুজুরের এতবড় নামডাক হয়? হেঁ-হেঁ-হঁ, দর্পহারী মধুসূদন ওঁর যথাযোগ্য ব্যবস্থা কর্‌বেনই।

সুবেদার। রায়সাহেব, আমি এখন একটু ব্যস্ত থাকবো।

ত্রিবিক্রম। বিলক্ষণ! আমি চল্লাম হুজুর! সেলাম—সেলাম। এসো শিরোমণি—

শিরোমণি। কোটী কোটী আশীর্ব্বাদ রইলো বড় হুজুরের জন্যে। চলুন ছোট হুজুর!   [উভয়ে চলিয়া গেলেন

সুবেদার। [পদচারণা] কিসের এত শক্তি সেই ডাকাতের, যার জোরে সে আমার প্রতাপকেও তুচ্ছ করার স্পর্দ্ধা রাখে? তাজ্জব ব্যাপার! আমার সুবার মধ্যে থেকেও হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে যত জনে তার প্রশংসা করে, আমার প্রশংসা আজ পর্য্যন্ত তত জনে করে না। লোকে একটা ডাকাতকে পুজা করে কেন? হিন্দুদের আমি চিরকাল খুন-জখম-বিরোধী শান্তিপ্রিয় ব'লেই জানতাম। এর আগে তো কখনো ডাকাতের এতখানি প্রভাব দেখিনি। আশ্চর্য্য! নাঃ—এর শেষ কোথায় আমাকে দেখতে হবে। কোই হ্যায়? কাপ্তেন টমাস্‌কো সেলাম দেও। জল্‌দি। [পদচারণা করিতে করিতে] এমন কি সম্পদ আছে তার, যা আমার নেই?—যার জন্য জায়গীরদার তো ছার, আমি পর্য্যন্ত তার উপাসকদের কাছে তুচ্ছ হ'য়ে গেছি? এ রহস্য আমায় ভেদ করতেই হবে।

কাপ্তেন টমাস্ আসিল।

টমাস্। Morning my lord. (মর্ণিং মি লর্ড) হামি আসিয়াছে।

সুবেদার। তোমাকেই খুঁজছিলাম কাপ্তেন! একট গুরু দায়িত্বের ভার তোমাকে দিতে চাই।

টমাস্। Always at your service my lord. (অলওয়েজ এট ইওর সারভিস্ মি লর্ড) মাঠা পাটিয়া নিবে হামি সে কাজ! Order (অর্ডার) করো—হামি টৈয়ার আছে। বোলো—কি করিটে হইবে?

সুবেদার। তোমাকে এখনি যাত্রা করতে হবে আমার সঙ্গে।

টমাস্। যাইবে। But where? (বাট হোয়ার ?) কোঠায় যাইবে ?

সুবেদার। সেকথা পরে শুনবে। শুধু মনে রেখো, যাবো আমরা দু'জনে; আর ছদ্মবেশে।

টমাস্। My God. (মি গড্) হাপনি কি Seriously (সিরিয়াস্লি) বলিটে পারে My lord (মি লর্ড) হাপনার—হাপনার কি বলিবে—Sickness—Eureka! (সিক্নেস্—ইউরেকা) I mean (আই মিন্) অসুখ করে নাই ?

সুবেদার। সাহেব! আমার চেয়ে সুস্থ মানুষ সারা দুনিয়ায় এখন হয়তো আর একটাও নেই। শোন—আমরা যাবো রঘু ডাকাতের সন্ধানে।

টমাস্। Raghu the robber. (রঘু দি রবার) The great hero. (দি গ্রেট হিরো) You mean (ইউ মিন্) সাবাস্ লোক আছে এই রঘু! হামি টাহাকে বহুট like (লাইক) করে—rather I admire him (র‍্যাদার আই অ্যাডমায়ার হিম্) হাঁ, একটা মানুষ আছে সে। সারা পরগোণার এটো সেপাই—কোটোয়াল এত try (ট্রাই) করলো—Swords daggers and guns—but foo—(সোর্ডস্, ড্যাগারস্ এ্যাণ্ড গান্স্—বাট ফুঃ) ঢরিটে পারিল না টাহাকে। Indeed a great-great hero he is! (ইন্ডিড্, এ গ্রেট-গ্রেট হিরো হি ইজ) রহুট খুব বাহাডুর আছে সে।

সুবেদার। তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য আমাদের এ অভিযান নয় কাপ্তেন!

টমাস্। Then ? (দেন ?) আউর কি করিবে ?

সুবেদার। আমি শুধু একবার দেখতে চাই যে, এমন কি সম্পদের অধিকারী সে, যার বলে আমাকে বার বার তুচ্ছ হ'য়ে যেতে হয় তার কাছে ?

টমাস্। A fine idea. (এ ফাইন্ আইডিয়া) হাপনার বরাবর মটলব করিয়াছে হাপনি My lord (মি লর্ড) But (বাট্) হামি কেনো যাইবে ? What the hell should I be use of ? (হোয়াট দি হেল শুড্ আই বী ইউজ অফ্ ?)

সুবেদার। তুমি শুধু আমার প্রধান দেহরক্ষীই নও কাপ্তেন, তুমি আমার রাজ্যের সেরা গোয়েন্দা। তাই—এ কাজে তোমার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

টমাস্। Well, I should accompany your lordship. (ওয়েল, আই শুড আকম্পেনি ইয়োর লর্ডশিপ।) যাইবে হামি। But on one condition. (বাট্ অন্ ওয়ান কনডিসান্।) এক সর্টে হামি যাইটে পারে। হাপনার উপর হাম্‌লা না হয়, সে হামি ডেখিবে—রঘুর আড্ডা হামি খুঁজিয়া ডিবে—হাপনার সাঠে সাঠে ঠাকিবে,—But arrest (বাট্ এরেস্ট) হামি টাহাকে করিবে না। Oh No. Never ! (ও, নো, নেভার।) সে order (অর্ডার) হাপনি হামায় করিটে পারিবে না। My lord (মি লর্ড) On word of honour. (অন্ ওয়ার্ড অফ অনার) রাজী আছে।

সুবেদার। তোমার স্পষ্টবাদিতার জন্য আমি প্রশংসা করি সাহেব ! কিন্তু তুমিও ভুলে যেও না যে, তুমি আমার বেতনভোগী। আইনতঃ ধর্ম্মতঃ আমার হুকুম পালন করাই হ'লো তোমার কর্ত্তব্য।

টমাস্। Right you are My lord. (রাইট ইউ আর মি লর্ড) But we beleave, (বাট উই বিলিভ) হাম্‌রা বিশোয়াস করে,

হামার নিজের কাছেও হামার একটা Duity—I mean. (ডিউটি—আই মিন্) কর্টব্য আছে। We are a nation of inborn soulderes. (উই আর এ নেশন অফ ইনবর্ণ সোল্জার্স) হামাদের জনম দেয় Mather (মাদার) হামাদের Soulder (সোল্জার) হইবার dream and hope—I mean (ড্রিম এণ্ড হোপ—আই মিন) স্বপনা নিয়া—and we all Cherish the hope all our life. (এণ্ড উই অল চেরিশ দি হোপ অল্ আওয়ার লাইফ্) সারা জীবন হামরা সেই একই স্বপনা ডেখে। Excuse my lord—(এক্সকিউজ মি লর্ড) সাচ্চা soulder (সোলজার) দুসরা এক বাহাডুর সোল্জারকো সাঠ deul (ডুয়েল্) লড়িবে—Fight (ফাইট) করিবে—জান ডিবে; But (বাট্) চোরের মাফিক্ বণ্ডী করিয়া টাহার বে-ইজ্জট্ করিবে না—কভি—never (নেভার)।

সুবেদার। কিন্তু কাপ্তেন, হিন্দুস্থান দখলের কালে তোমরাই কি এই নীতির খেলাপ করনি? ইতিহাসে কি এমনি বন্দী করা আর অহেতুক হত্যার হাজার হাজার নজীর নেই?

টমাস্। আছে—হামি মানিটেছে। We are sorry for that. (উই আর সরি ফর ড্যাট্) আপশোষ। লেকিন নোকরী ঔর politics (পলিটিকস্) এক চিজ নহি আছে মি লর্ড! And above all a true Englishman. (এণ্ড এ্যাভব অল এ ট্রু ইংলিশম্যান) সাচ্চা ইংরাজ কোই ডিন্—কভি এই সব Coword (কাউয়ার্ড) ডের সুনাম করে নাই। হামাদের ইটিহাস পড়িলে সে-সব ভি বহুট্ মিলিবে—enough—enough. (এনাফ্—এনাফ্) নিন্ডা করিয়াছে, গালি ডিয়াছে, সারা Englishman (ইংলিশম্যান) আপশোষ করিয়াছে, আর ashamed (এ্যাশেম্‌ড) হইয়াছে টাহাদের জন্ত। But pardon

me My lord—বাট পারডন মি মি লর্ড)—মাফ করো হামাকে—মাফ করো হামার গোস্টাকী—হাপনার নিম্‌কের জন্য জান্ দিটে রাজী আছে হামি—right now—but—(রাইট্ নাউ—বাট্) যেতো নিন্‌ডার কাম করিয়াছে হামার দেশের লোগ্, টাহার উপর আউর নিন্‌ডার কাম করিয়া হামি হামার ডেশ, Nation, (নেশন্) ঔর হামাকে খুদ্ বে-ইজ্জং করিটে পারিবে না। Raghu is surely a great great warrior—(রঘু ইজ সিওরলি এ গ্রেট গ্রেট ওয়্যারিয়র) বহুট বাহাডুর আছে রঘু। ফিকির করিয়া under disguise (আণ্ডার ডিস্‌গাইস্) ভোল্ বডল্ করিয়া টাহাকে হামি বন্‌ডি করিটে পারিবে না। Not at the exchange of whole world. (নট এ্যাট দি এক্সচেঞ্জ অফ হোল ওয়ারল্‌ড।) সারা ডুনিয়া পাইলেও না।

সুবেদার। এই তোমার শেষ কথা সাহেব ?

টমাস্। Yes মি লর্ড। Last & final. (লাষ্ট এণ্ড ফাইন্যাল)

সুবেদার। জানো এর পরিণাম কী হ'তে পারে ?

টমাস্। হামায় বরখাস্ট কড়িবে ? O. K. I resign myself (ও কে আই রিজাইন্ মাইসেলফ) হামি খুদ ছাড়িয়া ডিল।

সুবেদার। যদি তোমায় বন্দী করি ?

টমাস্। What ? (হোয়াট্ ?) বন্‌ডি করিবে হামায় ? Arrest ? (এ্যারেষ্ট ?) Here you are ! (হিয়ার ইউ আর।) [তরবারি বাহির করিল]

সুবেদার। সাবাস্ কাপ্তেন ! আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম। অপূর্ব্ব তোমার মনোবৃত্তি। তাই হবে সাহেব,—রঘুকে বন্দী করার আদেশ কেন—কোন অনুরোধ পর্য্যন্ত আমি তোমায় করবো না। আমি শুধু লোকটাকে একবার কাছে থেকে যাচাই করতে চাই।

সাহেব, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের নয়। দীর্ঘদিন ধ'রে তুমি আমার প্রধান দেহরক্ষী—অসঙ্কোচে তোমারই হাতে আমার জীবনের দায়িত্ব তুলে দিয়েছি, তবু তুমি আমায় আজও চিন্‌লে না? কী ক'রে তুমি ভাবতে পারলে কাপ্তেন, যে, একটা নীচতা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে! সবাই যাকে পূজা করে, আমি তাকে চোরের মত গোপনে বন্দী কর্‌তে চাইবো? আর বীর-পূজারী কি জগতে একা তোমরাই আছো সাহেব? না। বৃদ্ধ হ'লেও আজও আমার হাতের মুঠি তরবারি ধরার ক্ষমতা হারায় নাই।

টমাস্। [নতজানু] Pardon me My lord—Pardon please. (পার্ডন মি মাই লর্ড—পার্ডন প্লিজ) মাফ করো আমাকে। হামি ভুল বুঝিয়াছে! Oh my lord. you are an Angle. (ও মাই লর্ড, ইউ আর এ্যান এঞ্জেল) টুমি—টুমি মানুষ না—Angel (এঞ্জেল) ডেওটা আছে। Pardon me wont you. (পার্ডন মি ওন্‌ট ইউ)

সুবেদার। ওঠো—ওঠো সাহেব। তুমি অপরাধীই নও যখন, তখন আবার মার্জ্জনা কিসের? কিন্তু আর নয় কাপ্তেন—এখুনি আমাদের যাত্রা কর্‌তে হবে। সাবধান! শুধু তুমি আমি ছাড়া আর কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও এ কথা জানতে না পারে!

টমাস্। O. K. Sire! Capt Thomas is always at your command. (ও, কে, সায়ার! কাপ্টেন্ টমাস্ ইজ অলওয়েজ এ্যাট ইউর কম্যাণ্ড) চলো!

[উভয়ে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জায়গীরদারের প্রাসাদ।

সুজাতা ও ছদ্মবেশী রঘু আসিল।

সুজাতা। না—না—না! এর মধ্যে তোমার যাওয়া হবে না সুন্দর! আমি তোমায় যেতে দেবো না।

রঘু। কিসের জোরে তুমি আমায় এমন ক'রে বাঁধতে চাও সুজাতা?

সুজাতা। তা কি তুমি জানো না? কিসের জোরে জগত-জোড়া মিতালি চলেছে, আকাশ-মাটীতে, সাগর-নদীতে, সসীম আর অসীমে?

রঘু। সুজাতা!

সুজাতা। কি সুন্দর?

রঘু। এ তোমার দিবা-স্বপ্ন,—আকাশ-কুসুম রচনা। এ হয় না; এ হ'তে পারে না সুজাতা!

সুজাতা। কেন পারে না সুন্দর?

রঘু। ক'টা দিনেরই বা পরিচয় আমাদের দুজনের! কতটুকু জানো তুমি আমার সম্বন্ধে?

সুজাতা। এ বাঁধন জানা-শোনার অপেক্ষা করে না। আমার কাছে তুমি সুন্দর—চিরসুন্দর—দেহে-মনে। এই তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আর কিছু চাই না।

রঘু। নিজের সম্বন্ধে অতটা দৃঢ় বিশ্বাস ক'রো না সুজাতা! এমন দিন হয়তো আসবে, সেদিন তুমিই আমাকে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রাখতে চাইবে,—আজকের এই স্বপ্ন-বিলাসের জন্য আপশোষ করবে।

সুজাতা। সেদিন আসার আগেই যেন মাটীর পৃথিবীর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক মুছে যায়। কিন্তু তুমি—তুমি যেন আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছো সুন্দর! কেন? বলো।

রঘু। কেন? দুনিয়ার সব-কিছুতে আমাদের অধিকার নেই। কেন জানো? আমাদের প্রধান অপরাধ সোনার ঝিনুক মুখে নিয়ে আমরা জন্মাই নি।

সুজাতা। [মর্ম্মাহতস্বরে] সুন্দর!

রঘু। রাগ করলে সুজাতা?

সুজাতা। কেন—কেন তুমি বারবার ওকথা ব'লে আমার অপমান করবে?

রঘু। এ তোমার মিছে অভিযোগ সুজাতা! অপমান যে তোমায় করতে চাই না, তা তো তুমি জানো।

সুজাতা। জানি, জানি আমি তোমার যোগ্য নই, তাই তুমি আমায় চাও না—আমায় ঘৃণা করো, মিছে তর্কে ভুলিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাও।

রঘু। সুজাতা! অবুঝ হ'য়ো না; অভিমান ত্যাগ করো।

সুজাতা। বলো আর কখনো অমন ক'রে আমায় বলবে না?

রঘু। [হাসিয়া] তথাস্তু দেবি!

সুজাতা। সত্যি সুন্দর! তুমি জানো না, তুমি আমার কাছে কী? কতখানি? তুমি এলে—আমি জীবনে প্রথম টের পেলাম আমি নারী। সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠলাম পাতালপুরীর রহস্য-ঘরে। চোখ মেলে দেখতে পেলাম তোমাকে—হারিয়ে ফেললাম নিজেকে—নতুন জন্ম হ'লো যেন আমার। সত্যি সুন্দর, তুমি যে আমার জীবনে কী সাড়া তুলেছ, তা হয়তো কথায় বোঝানো যায় না।

রঘু। এতদূর ? কিসে বোঝান যায় তাহ'লে ?

সুজাতা। শুন্‌বে ?

রঘু। দেবীর কৃপা হ'লে নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্‌বো।

সুজাতা। ভক্তের আকুলতায় তুষ্ট হ'য়ে দেবী বরদানে স্বীকৃত হ'লেন। শোন—

গান।

কল কল ছল ছল নদী বহে যায়!
দু-পারের আলোছায়া ডাকে দু'জনায় ॥
ভরা ভাদরে যৌবনা তটিনী,
রূপে গরবিনী কোন নটিনী,
সে যে নিতি নব করে কলরব—
কত শত গান গায় ॥
যে সোনার কাঠির পরশে আজ
নদীতে জেগেছে ঢেউ,
আমি জানি না হায় মোর তনুমনে
সে কাঠি ছোঁয়ালো কেউ,
বসন্ত দিল ধরা মধুর ছন্দে,
সারা দিগন্ত ভরিল গন্ধে,
আমি কী করি ওগো বলো বলো—
কাহারে পরাণ চায় ॥

[নেপথ্যে ত্রিবিক্রম "সুজাতা!" বলিয়া ডাকিলেন]

রঘু। ঐ তোমার বাবা ডাকছেন। এখন আমায় বিদায় দাও সুজাতা!

সুজাতা। না-না, বিদায়ের কথা মুখে এনো না। তুমি একটু ঐ পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকো—হঠাৎ ডেকে এনে বাবাকে আশ্চর্য্য

ক'রে দেবো। লক্ষ্মিটি!—যাও! আঃ—যাও না! বাবা এসে পড়্‌লো যে?

[সুজাতা ও রঘু চলিয়া গেল।

সুনীতি ও ত্রিবিক্রম আসিলেন।

সুনীতি। তুমি আর ভেবো না গো, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে!

ত্রিবিক্রম। ভাববো না? তুমি বলো কি সুনীতি! এই বয়সে জায়গীরচ্যুত হওয়ার পরিণাম কী ভীষণ তা তুমি ধারণাও কর্‌তে পারবে না। এই প্রাসাদ, সাজসজ্জা, বিলাসসম্ভার, মান-সম্ভ্রম সব ত্যাগ ক'রে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে! শত্রুরা বিদ্রূপের হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবে। পারবে তা সহ্য কর্‌তে?

সুনীতি। তুমি যদি পার তবে আমিই বা পারবো না কেন? আমি যে তোমার সহধর্ম্মিণী!

ত্রিবিক্রম। তুমি পারলেও—আমি তা পারবো না। সারা জীবন অর্থের কামনা করেছি আমি—পূজা করেছি লক্ষ্মীকে! লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে বেঁচে থাকার স্বপ্নও আমি সহ্য কর্‌তে পারবো না।

সুজাতা আসিল।

সুজাতা। বাবা!

ত্রিবিক্রম। সুজাতা—মা আমার! একমাত্র সন্তান তুই আমাদের! জন্মাবধি বিলাসের মধ্যে বড় হয়েছিস। এ আঘাত—অদৃষ্টের এই নির্ম্মম পরিহাস তুই কী ক'রে সহ্য কর্‌বি মা?

সুজাতা। কেন তুমি অধীর হ'চ্ছো বাবা? রঘু ডাকাত ধরা পড়্‌বেই। আমি তার ব্যবস্থা কর্‌ছি!

সুনীতি। তুই! বল্‌ছিস কী সুজাতা?

সুজাতা। সুন্দরের কথা তুমি এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সে জানে রঘু ডাকাতের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান। তাকে দিয়েই কার্য্যোদ্ধার হবে।

ত্রিবিক্রম। ঠিক বলেছিস্ মা! আগে আমার এ কথাটা তো মনেই হয়নি! কিন্তু—কোথায় সে? সেই সেদিনের পর থেকে কই আর তো তাকে দেখিনি।

সুজাতা। দেখনি! আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, আমি তাকে এখুনি ডেকে আনছি। [দ্রুত চলিয়া গেল।

ত্রিবিক্রম। এইবার রঘু ডাকাত! তোমার নিজের অস্ত্রেই তোমাকে ঘায়েল কর্‌বো।

সুনীতি। কিন্তু, কেন তোমরা তাকে ডাকাত বলো? শুনতে পাই, দীনদুঃখীর সে মা-বাপ, ডাকাতির অর্থ সে খরচ করে দুঃস্থজনের কল্যাণে। তবু সে ডাকাত?

ত্রিবিক্রম। হাঁ, তবু ডাকাত! ওগুলো তার একটা ছল মাত্র। রাজনীতি তুমি বুঝবে না সুনীতি—চেষ্টাও ক'রো না! লুট করার নামই ডাকাতি। আর আইনতঃ তাকে শাস্তি পেতে হবে।

সুজাতা পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

সুজাতা। সে নেই বাবা! চ'লে গেছে।

ত্রিবিক্রম। চ'লে গেছে? তাহ'লে উপায়?

সুজাতা। আবার আস্‌বে। তুমি ভেবো না বাবা! মা, বাবাকে তুমি নিয়ে যাও। সব ব্যবস্থা আমি কর্‌বো।

সুনীতি। সুজাতা, তুইও রঘুকে ডাকাত ভাবলি, তার মহত্বটুকুরও দাম দিলি না?

সুজাতা। দিতাম—যদি সে চোরের মত লুকিয়ে না থেকে বীরের মত আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াতো; আমায় একাকী অসহায় পেয়ে বন্দিনী অবস্থায় গুমোট ঘরে আটকে না রাখতো। তাহ'লে বুঝতাম সে মহৎ—বীর, পূজা পাবার যোগ্যতা তার আছে। তুমি যাও বাবা! রঘুর ব্যবস্থা আমি কর্‌বো।

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, যাচ্ছি মা! সে এলেই আমায় খবর দিস্‌। মনে রাখিস্ মা, এখন তুই আর সুন্দরই আমার শেষ ভরসা। চল সুনীতি!

[সুনীতিসহ চলিয়া গেল।

সুজাতা। চ'লে গেল, আমাকে না ব'লেই চ'লে গেল? এত মিনতি আমার সব ব্যর্থ হ'য়ে গেল! কেন গেল? আমি কি সত্যই তার যোগ্য নই? সে কি আমায় ভালবাসে না? সত্যই কি তাই! কী জানি! বুঝতে পারি না!

বিষাণ আসিল।

বিষাণ। বন্দেগী জনাবজাদি!

সুজাতা। একি, বিষাণ! তুমি এ সময়ে এখানে কেন?

বিষাণ। জনাবজাদী কী জানেন না যে আপনারই পিতার অনুগ্রহে প্রাসাদের সকল দ্বারই বান্দার জন্য মুক্ত?

সুজাতা। কিন্তু—বাবা তো এখানে নেই। এইমাত্র অন্দরে গেলেন।

বিষাণ। জানি। আর জানি ব'লেই এমন সুবর্ণ-সুযোগ ছেড়ে দিতে মন চাইলো না।

সুজাতা। তুমি কি বল্‌তে চাও বিষাণ? তোমার উদ্দেশ্য কী?

বিষাণ। তুমিও কী তা জানো না সুজাতা? আশ্চর্য্য! এতটুকু করুণাও তোমার কাছে প্রত্যাশা কর্‌তে পারি না আমি? দুদিন বাদে

ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে যাকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, সেই ভাবী বধূর সঙ্গে নিভৃতে একটু রহস্যালাপ কি এতই অন্যায় ?

সুজাতা। এখনও কিন্তু তোমায় পতিত্বে বরণ করিনি।

বিষাণ। তার জন্য দুঃখ আমারও কম নয় সুজাতা! আজ না হ'লেও দুদিন পরেও করতে হবে।

সুজাতা। হয়তো করতে নাও পারি।

বিষাণ। সুজাতা! তোমার এ কথার অর্থ ?

সুজাতা। খুবই প্রাঞ্জল। নিজের ভাবী পত্নীকে যে দস্যুর হাতে নির্ব্বিকারে ছেড়ে দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে, সুজাতা কখনো স্বেচ্ছায় সেই কাপুরুষের গলায় মালা দেবে না!

বিষাণ। তোমার উদ্ধারকর্ত্তাও যে আমারই নিযুক্ত সৈনিক—তা কি ভুলে গেলে ?

সুজাতা। জানি না, সত্যই সে তোমার নিযুক্ত ব্যক্তি কিনা ? আর সত্য হ'লেও—তার গৌরব তোমার প্রাপ্য নয়। সে যা করেছে—উচিত ছিল তোমার তাই করা; তা তুমি যখন করোনি—পুরস্কারও তুমি আশা করতে পারো না। দাবী যদি কারো থাকে, তারই থাকবে—তোমার নয়।

বিষাণ। কিন্তু সুজাতা, তোমার পিতা সত্যবদ্ধ।

সুজাতা। হ'তে পারে—কিন্তু আমি তো নই।

বিষাণ। যদি বলে তোমায় আয়ত্ত করি ? পারবে তুমি আত্মরক্ষা করতে ?

সুজাতা। তোমার অসীম সৌভাগ্য বিষাণ, যে, একথা উচ্চারণ করার পরেও অক্ষত দেহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো! ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ওকথা উচ্চারণ ক'রো।

বিষাণ। [ধীরকণ্ঠে] সুজাতা !

সুজাতা। বলো—জনাবজাদী। প্রভুকন্যার সাথে কথা বল্‌তে শেখোনি বেয়াদব কর্ম্মচারি !

বিষাণ। জনাবজাদী ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! উত্তম ! শোন জনাবজাদি ! আমার যা কাম্য তা আমি নেবোই। কারো সাধ্য নেই যে বাধা দেয় ! তুমি তো ছার, তোমার পিতা স্বয়ং জায়গীরদারেরও ক্ষমতা হবে না। আর সেইদিন এই ঔদ্ধত্যের যোগ্য জবাব দেবো—একথা মনে রেখো। সেলাম জনাবজাদি ! [চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল]

সুজাতা। শোন—

বিষাণ। কী ?

সুজাতা। যে দিনের সুখ-স্বপ্ন দেখছো তুমি—তা হয়তো এজীবনে দেখা নাও দিতে পারে। জোর ক'রে কিছুই বলা যায় না। সেদিন হয়তো আপশোষ রাখবার জায়গাও থাকবে না ! তাই—আজ তোমাকে কিছু আগাম দিতে চাই।

বিষাণ। সুজাতা ! আমি জানতাম—তুমি আমার হবে। দাও তোমার ভালবাসার দান অগ্রিম উপহার।

সুজাতা। [পায়ের জুতা ছুঁড়িয়া দিল] এই নাও ! মাথায় তুলে রাখো, আমার অবর্ত্তমানে বুকে তুলে নিও। [দম্ভভরে চলিয়া গেল।

বিষাণ। এতদূর ! উত্তম ! আমিও দেখবো দাম্ভিকা, তোমার মত ধনীর দুলালীকে কি ক'রে আত্মসমর্পণ করাতে হয়। মূর্খা নারি ! বিষধরের মাথায় পা দিয়েছ, সাবধান ! বিষের জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ যখন জ্বল্‌তে থাকবে তখন মার্জ্জনা পাবে না। সেই ক্রুদ্ধ দলিত বিষধর সর্পের দংশনে আর্ত্ত-চিৎকার কর্‌লেও কেউ পারবে না তোমায় রক্ষা কর্‌তে।

[চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিরোমণির গৃহ।

তলোয়ারের প্যাঁচ কসিতে কসিতে শিরোমণি আসিল।

শিরোমণি। ঘ্যাঁচ্। এবার—এমনি ক'রে ক্যাঁচ্! তারপর—এই এম্‌নি ক'রে কচ্। ঘ্যাঁচ্—ক্যাঁচ—কচ্, ঘ্যাচ্—ক্যাঁচ কচ্! কচাকচ্ কচাকচ্, কচাকচ্—[আপনমনে তরবারি ঘোরাইতেছিল]

পেছন হইতে লাঠি হাতে আলাল আসিয়া
পিঠে গুঁতো মারিল।

আলাল। এই দুম্!

শিরোমণি। কে—কে? কোন্ হ্যায়? ওঃ! তুমি? স'রে যাও। আমি এখন তলোয়ার ভাঁজছি। লেগে গেলে আর চোখে-কাণে দেখতে হবে না! একেবারে ফর্সা,—মানে, যাকে বলে জলবৎ তরলং—হ্যাঁ! খুব হুঁসিয়ার!

আলাল। হঠাৎ ঘণ্টানাড়া আর তোষামোদী ছেড়ে এ সখ হ'লো যে?

শিরোমণি। যুদ্ধে যাবো।

আলাল। উঃ! যুদ্ধে যাবে তুমি! মাইরি বাবা, তুমি একটি ডাহা পণ্ডিত-মূর্খ। ছেলের সঙ্গে কেউ নেশা ক'রেও এমনধারা ইয়ারকি করে না।

শিরোমণি। ছেলে ব'লে মানবো না। যুদ্ধে আমি যাবোই। যে বাধা দেবে, হয় ঘ্যাঁচ্—নয় ক্যাঁচ্—নয় তো কচাকচ্। কারো খাতির নেই। খবরদার!

আলাল। তা যুদ্ধযাত্রাটা হ'চ্ছে তোমার কার বিরুদ্ধে শুনি ?

শিরোমণি। রোঘো—রোঘো। দেখবো এবার সেই পাজী বজ্জাতটাকে। বড় বাড় বেড়েছে।

আলাল। ভালই হ'লো ! দেখা যাবে—বাপ হারে কী ব্যাটা হারে।

শিরোমণি। মানে ? কিং বদসি তুমি ?

আলাল। বা-রে ! আমিও যুদ্ধে যাবো যে ! দেখছো না লাঠিতে তেল মাখিয়ে রেখেছি ?

শিরোমণি। আহা ! সুমতি হোক তোর ! আশীর্ব্বাদ করছি—মাভৈঃ ! তা রোঘোর সঙ্গ ছেড়ে ভালই করেছিস্।

আলাল। রঘু-দার সঙ্গ ছাড়তে যাবো কেন, আমিও তো তার হ'য়েই জায়গীরদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

শিরোমণি। এ্যাঁ ! সে কী রে আলালে, এত সাতসকালে—অপঘাতে মরবার সখ হ'লো কেন তোর ?

আলাল। দেখা যাবে রণক্ষেত্রে—কেবা হারে—কেবা জেতে। হুঁসিয়ার থেকো বাবা ! তখন যদি একবার দেখা পাই তোমার—বাপ ব'লে খাতির করবো না। এই এমনি ক'রে একটি ঘায়ে—[লাঠি তুলিল]

শিরোমণি। থাম্—থাম্ হারামজাদা ! আর একটু হ'লে হ'য়ে গেছলো, যুদ্ধে আর যেতে হ'তো না ! শোন্, আমি তোর বাপ—জন্মদাতা পিতে—তোর ইহকাল-পরকালের জলজ্যান্ত দেবতা—আমি তোকে হুকুম করছি—এ যুদ্ধে তুই যেতে পাবিনে ! রঘুর দল ছাড়্।

আলাল। না। কভভি নেহি।

শিরোমণি। বটে ! তবে বেরো—বেরো ; এখুনি বেরো আমার বাড়ী থেকে। তুই আমার ত্যাজ্য পুত্তুর !

আলাল। বটে, আমাকে ত্যাজ্য পুত্তুর করার মজাটা এখুনি টের পাওয়াচ্ছি। মা—মা, ও মা! এসো তো একবার এদিকে।

বাতাসী। [নেপথ্যে] যাই বাবা আলু!

শিরোমণি। ও বাবা আলালে! বুঝতে পারিনি বাবা! ও যে ব্রহ্মাস্ত্র রে বাবা! ফেরত পাঠা বাবা—ওকে ফেরত পাঠা! গোঁত-গোঁত ক'রে ছুটে আস্‌ছে যে রে বাবা!

আলাল। বোঝ এবার! হেঁ-হঁ, বাবা—যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল!

বাতাসী আসিল।

বাতাসী। কী হয়েছ বাবা আলুধন?

আলাল। সর্ব্বনাশ হয়েছে মা! বাবার মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেছে—পাগল হ'লো ব'লে! হাত-পা খেঁচছে—চিক্কুর হান্‌ছে, বলে—"যুদ্ধে-যাবো!" বোঝ কাণ্ড!

বাতাসী। এ্যাঁ! সে কী রে আলু? ওমা, বুড়ো বয়সে আমার একি যন্তনা হ'লো মা? অ-বাবা আলু! হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কী? বাঁধ্—হাত-পা বেঁধে ফেল্! এখনি যে আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে তচ্‌নচ্ করবে! ধর্ বাবা তুই ওদিকে—আমি এদিকে দেখছি! বাঁধ্—

শিরোমণি। খবরদার! খুনোখুনি হো যায়গা! মা-ব্যাটাকে এক খাটে তোলেগা।

[শিরোমণি বাধা দেবার চেষ্টা করিল—আলাল ও বাতাসী তাহাকে বাঁধিয়া শোয়াইয়া দিল]

শিরোমণি। উচ্ছন্নে যা!- নিপাত যা! বজ্রাঘাত হোক তোদের মাথায়! সাপে ছোবলাক!

বাতাসী। মাথাটা এবার মুড়িয়ে দিতে পারলে হ'তো! পারবি তুই ?

আলাল। খুব পারবো। তুমি যাও মা! গাঁয়ের লোকদের খবর দাও।

বাতাসী। তাই যাই! তা বাবা আলু, একা পারবি তো তুই ঐ দস্যিকে সামলাতে ?

আলাল। খুব পারবো মা! দেখছো হাতে আমার কী? বেশী ট্যাঁ-ফোঁ করলে ছাড়বো এমন চোচাপটে—দম ফেল্‌তে হবে না আর। তুমি যাও! শীগ্‌গীর—

বাতাসী। যাই। ওগো মা গো! এ মিন্‌সে আমার আর কত খোয়ার কর্‌বে গো!

[চলিয়া গেল।

আলাল। বাবা! কী, কথা কইছো না যে এবার ?

শিরোমণি। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে মাণিক! এবার আমায় ছেড়ে দে আলালে! ব্যাগত্যা কর্‌ছি!

আলাল। কিচ্ছু হয়নি এখনো তোমার। বলো—রঘু-দার পেছনে আর তুমি লাগবে না ?

শিরোমণি। আবার ? তোর দিব্যি। ছেড়ে দে বাবা! ম'রে গেলুম রে!

আলাল। বেশ, দিলুম খুলে। [বাঁধন খুলিয়া] তোমাকে এবার একটা কাজ কর্‌তে হবে।

শিরোমণি। কী কাজ ?

আলাল। এখুনি হাজার পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে, রঘুদার ভারী দরকার।

শিরোমণি। বটে! আমাকে কল্পতরু পেয়েছিস, না?

আলাল। তবে যে এইমাত্র তুমি দিব্যি কল্লে? টাকা দেবে না?

শিরোমণি। না।

আলাল। আচ্ছা, দাও কিনা দেখছি এবার!

[চলিয়া গেল

কালো কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া রঘু ও কেরামত আসিল।

শিরোমণি। একি! কে—কে তোমরা? কি চাই?

রঘু। পঞ্চাশ হাজার টাকা।

শিরোমণি। এ্যাঁ! প-ঞ্চা-শ হা-জা-র টাকা?

কেরামত। এ আর এমন কি কবিরাজ মশাই? রোগীদের নাড়ী টিপে আর ধনী জায়গীরদারদের তোষামোদ ক'রে অনেক গরীব ভাইদের বুকের রক্ত শোষণ করা টাকায় তো সিন্দুক ভরিয়েছেন, না হয় দিয়ে দিলেন দেশের উপকারে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা।

শিরোমণি। না, না, আমি দেবো না।

রঘু। তোমাকে দিতেই হবে, নইলে রঘু ডাকাতকে জান?

শিরোমণি। [কম্পন] এ্যাঁ! র-ঘু-ডা-কা-ত?

কেরামত। হ্যাঁ কবিরাজ মশাই! ভালয় ভালয় দেবেন তো দিন, নইলে টাকা পয়সা গহনা-গাঁটি ঘরে যা আছে সব লুঠ ক'রে নেবো।

শিরোমণি। ওরে বাবা, বলে কি রে! সব লুঠ ক'রে নেবে!

রঘু। হ্যাঁ! বিলম্ব ক'রো না, আমি এক দুই তিন বলার মধ্যে যদি স্বীকার না কর, তাহ'লে রঘু ডাকাতের কথার সঙ্গে কাজের মিল দেখতে পাবে। এই এক, দুই,—[পিস্তল তুলিল]

শিরোমণি। না, না বাবা, আমি দিচ্ছি!

রঘু। তবে দাও।

কেরামত। জলদি জলদি দিন কবিরাজ মশাই!

শিরোমণি। দিচ্ছি রে বাবা! ও হো-হো-হো, আমার বুকের রক্ত জল ক'রে দিলে রে বাবা! হায়-হায়-হায়! পঞ্চাশ হাজার টাকা! [প্রস্থানোদ্যত]

রঘু। বাইরে পালিয়ে গিয়ে কোতোয়ালকে সংবাদ দেবার চেষ্টা করলে আমার দলের লোকেরা তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে কবিরাজ!

শিরোমণি। না, না বাবা, কোতোয়ালকে সংবাদ দেবার চিন্তাও মনের কোণে ঠাঁই দেবো না। [চলিয়া গেল।

রঘু। আলাল দৈত্যবংশের প্রহ্লাদ, শয়তান বাপের দেবতা ছেলে।

কেরামত। আলালের মত ছেলে দেশের গৌরব।

টাকার তোড়া লইয়া শিরোমণি আসিল।

শিরোমণি। তা বৈকি! কুলাঙ্গার ছেলে বাপের সর্ব্বনাশ করতে ঘরে ডাকাত ঢুকিয়ে—

রঘু। [ধমক দিয়া] চোপ্!

শিরোমণি। না, না বাবা, আর কিছু বলবো না।

কেরামত। দাও—টাকা দাও!

শিরোমণি। এই নাও বাবারা! [টাকার তোড়া রঘুকে দিল]

রঘু। [অর্থ লইয়া] ধন্যবাদ! কিছু মনে ক'রো না কবিরাজ মশাই! তোমার টাকা একটিও অপচয় হবে না! একটা গরীব চাষীর গ্রামে দুর্ভিক্ষ লেগেছে—এই টাকা দিয়ে তাদের জীবনরক্ষা হবে।

[কেরামতসহ চলিয়া গেল।

শিরোমণি। গুষ্টির পিণ্ডি চট্‌কাবে ব্যাটারা। হায়-হায়-হায়, আমার অত কষ্টের জমান টাকা ! হায়-হায়-হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে !

আলাল আসিল।

আলাল। কি হ'লো বাবা, মাথায় হাত চাপড়াচ্ছ কেন ?

শিরোমণি। বটে রে গুয়োটা ! ডাকাত দিয়ে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা লুঠ করিয়ে—

আলাল। এতে আর দুঃখ কর্‌ছো কেন বাবা ? তোমারও তো লুঠের টাকা। তুমি লোক ঠকিয়ে ধোঁকা দিয়ে ভদ্রভাবে লুঠ করেছ, রঘুদা না হয় সোজা ব'লে ক'য়ে লুঠ ক'রে নিয়ে গেল।

শিরোমণি। বটে রে হারামজাদা ! আজ তোকে খুন করেঙ্গা —খুন করেঙ্গা। [তাড়া করিল]

[আলালের পলায়ন, শিরোমণির পশ্চাদ্ধাবন

———

চতুর্থ দৃশ্য।

কালাচাঁদের কুটীর।

সন্তর্পণে বিষাণ আসিল।

বিষাণ। কোথায় গেল? প্রাসাদ থেকে এ পর্য্যন্ত সারা পথ অনুসরণ ক'রে এলাম, হঠাৎ কোথায় লুকিয়ে পড়্‌লো গাছের আড়ালে? এখানে যে এসেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে সে কী কর্‌তে আসে? জায়গীরদার-নন্দিনীর কী প্রয়োজন থাকতে পারে এই চাষার ঘরে? কার কাছে আসে? কেন আসে? কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে কি—অভিসার? হুঁ! অসম্ভব নয়! হয়ত সেই "সুন্দর" এখানেই থাকে। কিম্বা এই ওদের নিভৃত মিলন-স্থান। নাঃ, দেখতে হবে। এখানে কোথাও আত্মগোপন ক'রে থাকি। [চলিয়া যাইতে উদ্যত]

নেপথ্যে কাজলী গাহিতেছিল।

কাজলী।—

গান।

সোনার হরিণ দেয়নি ধরা, সুদূরে লুকালো সে।
জীবন-বীণায় বিরহ-রাগিণী ধ্বনিয়া তুলিল কে?

বিষাণ। কে গায়? এ তো সুজাতার কণ্ঠস্বর নয়! ঐ যে গান গাইতে গাইতে একটী পল্লী-তরুণী এইদিকেই আসছে! ঐ গাছগুলোর আড়ালে লুকোই।

[চলিয়া গেল।

গীতকণ্ঠে কাজলী আসিল।

কাজলী।—

গান।

ফাগুন আসেনি ভুবনে আমার,
নিভেছে আলোক, নেমেছে আঁধার,
মুরতি-বিনা হায় দেবতা-দেউল
গুমরি কাঁদিছে যে॥

ইস্! এখনো এরা কেউ ফিরলো না। আজও দেখছি খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

সুজাতার প্রবেশ।

সুজাতা। কাজলি! এই যে কাজলী। সুন্দর কোথায়?

কাজলী। [আশ্চর্য্যে] সুন্দর! কার কথা আপনি বল্‌ছেন?

সুজাতা। সুন্দর—সুন্দর; তোমার দাদা। কী রকম বোন তুমি?

কাজলী। ও, দাদার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? আপন দাদা তো নন্—পাতানো সম্পর্ক। নামটা তাই সব সময় মনে থাকে না।

সুজাতা। পাতানো সম্পর্ক! সুন্দর তোমার আপন ভাই নয়? তোমার সঙ্গে তবে তার এমন কী সম্পর্ক—

কাজলী। আজ থাক্। সে কথা পরে একদিন জানাবো। কিন্তু দাদা তো বাড়ী নেই।

সুজাতা। কোথায় গেছে?

কাজলী। ঠিক জানি না। পুরুষেরা তাদের গতিবিধির খবর আমাদের তো দেয় না।

সুজাতা। কিন্তু তাকে যে আমার বিশেষ দরকার!

কাজলী। কী দরকার জানতে পারি?

সুজাতা। দরকার আমার তারই সঙ্গে। আর কাকেও বলা চলে না।

কাজলী। ও! জানতাম না তো আমার দাদার সঙ্গে দুদিনের আলাপেই কারো এমন গোপনীয় দরকার থাকতে পারে, যা আমারও শোনা চলে না।

সুজাতা। কাজলি, মনে রেখো—কার সঙ্গে কথা কইছো তুমি। আমি তোমার রহস্যের পাত্রী নই।

কাজলী। জানি, আপনি আমাদের ভাগ্যবিধাতা ত্রিবিক্রম রায়ের একমাত্র কন্যা সুজাতা দেবী। আপনার পায়ের ধূলোয় আমাদের কুটীর যে পবিত্র হয়েছে, এ কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এজন্য আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

সুজাতা। ওকথা থাক্। তোমার দাদার খবর না হয় নাই বল্‌লে, কিন্তু আমার আসার খবরটাও কি পৌঁছে দিতে পার না?

কাজলী। হ্যাঁ—তা হয়তো পারি।

সুজাতা। তাই দাও, বল্‌বে আমি নিজেই এসেছি; বিশেষ দরকার তার সঙ্গে।

কাজলী। তথাস্তু দেবি! [যাইতে যাইতে পুনঃ ফিরিয়া] হ্যাঁ, ভাল কথা। এখানে একা থাকতে আপনার ভয় করবে না তো?

সুজাতা। এত অল্পে ভয় পাওয়ার পাত্রী আমি নই।

কাজলী। ভুলে যাবেন না, এই বনের মাঝে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থাকাও যেমন সম্ভব, তেমনি ঠিক তাদেরই মত এক শ্রেণীর মানুষের দেখা পাওয়াও এখানে অসম্ভব নয়।

সুজাতা। সে জন্য তোমার উতলা হওয়ার কোন কারণ নেই; তুমি যেতে পারো।

কাজলী। বেশ! তাই যাচ্ছি।   [চলিয়া গেল।

সুজাতা। পাতানো সম্পর্ক। কীসের সম্পর্ক ওর সুন্দরের সঙ্গে! দুজনে নিরালা কুটীরে থাকে। অথচ—(চিন্তা) এঁ্যা—তাই কি সুন্দর আমায় এড়িয়ে চল্‌তে চায়? আশ্চর্য্য! কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না।

বিষাণ আসিল।

বিষাণ। আমিও কিছুই ভেবে পাচ্ছি না!

সুজাতা। [সবিস্ময়ে] তুমি! তুমি এখানে কেন? কী চাও?

বিষাণ। সে কথা কী আমিও প্রশ্নকর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না? যাক্ ওসব বাজে কথা। এখন কী সম্বোধনে ডাকবো? জনাবজাদী না অভিসারিকা—

সুজাতা। অভিসারিকা! কোতোয়াল বিষাণ! মনে রেখো, ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।

বিষাণ। নিশ্চয়ই। ধৈর্য্যের সীমা আছে ব'লেই তোমার এই গোপন অভিসারের কথা প্রকাশ হ'লে একমাত্র আমি ছাড়া কেউ তা সহ্য করবে না; এমন কি তোমার পিতাও না!

সুজাতা। এতক্ষণে তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বৃথা আশা তোমার বিষাণ! আমার পথ থেকে স'রে দাঁড়াও।

বিষাণ। স'রে দাঁড়াবো? হাঃ-হাঃ-হাঃ। সেইজন্যই কী এত পথ নিঃশব্দে তোমার অনুসরণ ক'রে এসেছি সুন্দরি? ওকী, ভয় পাচ্ছো? ছিঃ, তুমি না বীরাঙ্গনা? ভয় কী? প্রেমাস্পদকে ভয় করতে তো

মানসীকে কেউ দেখেনি। সুজাতা! [সুজাতার দিকে অগ্রসর হইল]

সুজাতা। সাবধান বাতুল! নিজের মঙ্গল চাও তো আমার অঙ্গ-স্পর্শ করার চেষ্টা ক'রো না।

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রেয়সী মানসীকে লোকে কামনা করে কেন? মঙ্গলের জন্য নয়? তবে—আমাকে কেন নিরস্ত থাকতে বলছো দেবি? আমি তোমায় ভালবাসি, পূজা করি তোমার ঐ দেববাঞ্ছিত রূপ-রাশিকে, সে কি আমার অপরাধ? সুজাতা! [ধরিতে উদ্যত]

সুজাতা। সাবধান বিষাণ! আর এক পা-ও এগিও না।

বিষাণ। সুজাতা, বৃথা বাধা দেবার চেষ্টা ক'রে আমাকে আরো উত্তেজিত ক'রে তুলো না। আজ তোমায় আত্মসমর্পণ করতেই হবে। কারো সাধ্য নেই তোমাকে রক্ষা করে। ছিঃ সুজাতা, কথা শোন, ধরা দাও। তোমার প্রেমে আমি উন্মাদ। তোমাকে আমার চাই-ই চাই।

[বিষাণ অগ্রসর হইতে লাগিল, সুজাতা আত্মরক্ষার
জন্য সরিয়া যাইতেছিল]

সুজাতা। বিষাণ! স'রে যাও উন্মাদ! আগুন নিয়ে খেলা ক'রো না, সর্ব্বাঙ্গ ঝলসে যাবে!

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আগুন! তুমি ঠিক বলেছো সুজাতা! ও তোমার রূপ নয়, আগুন। যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছি, আমার দেহ মন ঝলসে গেছে সেইদিন। আমায় ধরা দাও। এসো সুজাতা! [হাত ধরিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার?

সুজাতা। কে কোথায় আছো? রক্ষা করো—রক্ষা করো আমার এই পিশাচের হাত থেকে!

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কে তোমায় রক্ষা করবে সুন্দরি! এই

নির্জ্জন বনমধ্যে সারা পরগণায় বিষাণকে ভয় করে না—এমন দুঃসাহসী কে আছে ?

মুখোসপরিহিত রঘু আসিল।

রঘু। আমি আছি কোতোয়াল সাহেব !

বিষাণ। কে তুমি দুঃসাহসী ?

রঘু। পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ওঁকে ছেড়ে দাও।

বিষাণ। অনধিকারচর্চ্চা ক'রে নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনো না ছদ্মবেশি !

রঘু। মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুলি করাই আমার নিত্যদিনের খেলা। বৃথা ভয় দেখাবার চেষ্টা ক'রো না শয়তান। মনে রেখো, মরণ একদিন তোমারও হবে।

বিষাণ। ভাল, আজই তার পরীক্ষা হোক।

[উভয়ের যুদ্ধ, কিছুক্ষণ পর বিষাণের তরবারি পড়িয়া গেল ; রঘু তাহার হাত বাঁধিয়া ফেলিল ; ইতিমধ্যে রঘুর মুখের কাল আবরণ সরিয়া যাইবামাত্র বিষাণ চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সুজাতা নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

বিষাণ। তুমি—তুমি রঘু ডাকাত ?

রঘু। তাহ'লে চিনতে পেরেছো আমায় ? বুঝতে পেরেছো এ তোমারই অত্যাচারের স্বরূপ ? তোমাদেরই হস্তে নিহত বৃদ্ধ অসহায় কৃষকের সন্তান রঘু—আজ ডাকাতে রূপান্তরিত। "রঘু ডাকাত" তোমারই সৃষ্টি। [সুজাতাকে] ভয় পাবেন না দেবি ! বলছি আপনাকে সব কথা—আগে বন্ধুর একটা ব্যবস্থা ক'রে আসি।

[শৃঙ্খলিত বিষাণকে লইয়া চলিয়া গেল।

সুজাতা। [বিস্ময়ে] রঘু ডাকাত! সুন্দর হ'লো রঘু ডাকাত! এ আমি কী স্বপ্ন দেখছি? না—না, এ সত্য নয়। সত্য হ'তে পারে না। আমি ভুল দেখেছি—মিথ্যা দেখেছি—

রঘু পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

রঘু। মিথ্যা নয়, দেবি! সত্যই আমি রঘু ডাকাত। পরিচয় গোপন করার জন্য আমি একান্ত লজ্জিত। কিন্তু বিশ্বাস কর সুজাতা, এ প্রতারণা ছাড়া আর আমার কোন উপায় ছিল না।

সুজাতা। তুমিই রঘু ডাকাত? অথচ—অথচ তোমাকেই আমি সরল মনে বিশ্বাস ক'রে—ওঃ! বিশ্বাসঘাতক—প্রতারক—মিথ্যাবাদী!

রঘু। আমি জানতাম সুজাতা, একদিন তোমার কাছে এই হবে আমার প্রাপ্য—পুরস্কার। যাক সেকথা! চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

সুজাতা। না—না, কাছে এসো না,—স্পর্শ ক'রো না আমায়। তুমি ডাকাত—নর-ঘাতক, তোমার স্পর্শে পাপ, নিঃশ্বাসে বিষ, আলিঙ্গনে মৃত্যুর বিভীষিকা। তুমি যাও—যাও! আর কোনদিন আমার কাছে এসো না। কখনও না—কখনও না—

[সক্রন্দনে সুজাতা দ্রুত চলিয়া গেল।

রঘু। সুজাতা! সুজাতা! শুনে যাও—শুনে যাও। চ'লে গেল, আমার কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়েই চ'লে গেল। চমৎকার! [ম্লানহাস্যে] নারি! চমৎকার তোমার স্নেহ—প্রেম—অনুরাগ! এতটুকুও আঘাত সহ্য করতে পারো না। তবু তোমরা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। [চলিয়া গেল।

পঞ্চম দৃশ্য।

রঘু ডাকাতের গুপ্ত আস্তানা।

কালাচাঁদ ও কেরামত আসিল।

কালা। আরে ছি-ছি! তুমি বলছো কী সর্দ্দার, শত্রুকে আবার কে কবে কইমাছের মত জীইয়ে রাখে? তাও আবার যে-সে নয়—খোদ বিষাণ কোতোয়াল।

কেরামত। তুমি ভুল করছো কালাচাঁদ! রঘু ভাইয়ের বুদ্ধির নাগাল আমরা পাবো কি ক'রে? এমনও তো হ'তে পারে, শত্রুকে মিত্র ক'রে তুলে তাকে কাজে লাগানোই ওর ইচ্ছা।

কালা। যা-তা একটা ইচ্ছা হ'লেই হ'লো? রঘু এখনও মানুষ চেনে না! কী বলবো সর্দ্দার, এই বিষাণই না ওর রুগ্ন বৃদ্ধ পিতাকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে হত্যা করেছিল? কী ক'রে ভুলে যেতে পারে মানুষ সে-কথা? ওর গায়ে কী রক্ত নেই? সে রক্ত কী গরম হ'য়ে ওঠে না? আমার বাবাকে যদি ও ভাবে কেউ হত্যা করতো, তাহ'লে আমি জ্যান্তে তার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিতুম।

গীতকণ্ঠে চারণ আসিল।

চারণ।—

গান।

ওরে, মুক্তি এতো নয়।

প্রাণের শোধে প্রাণ নিলে যে সৃষ্টি হবে লয়॥

কেরামত। ঠিক বলেছ চারণ! তোমার কথাই সত্যি! কালাচাঁদ, শুনছো তো?

কালা। আমি মানি না, বিশ্বাস করি না এসব বড় বড় কথা!

চারণ।—

গান।

তোরে সইতে হবে সবি,
সুখে-দুঃখে অটল রবি,
আলো-ছায়ায় সকল মায়ায় করতে হবে জয়॥
যদি স্বর্গ গড়তে চাস্,
তোরে ছাড়তে হবে আশ,
নির্ব্বিকারে করবি কর্ম্ম, দেখবি কত সয়॥

[চলিয়া গেল।

কেরামত। কী ভাবছো কালাচাঁদ?

কালা। সত্যিই চারণ আমায় ভাবিয়ে তুলেছে সর্দ্দার! তবু এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। খুন যার টগবগিয়ে ফোটে, সেই শুধু জানে সে জ্বালা কত তীব্র! অন্যে কী ক'রে বুঝবে তার ব্যথা, তার জ্বালা?

কেরামত। মিছে মাথা গরম ক'রে আমাদের লাভ কী কালাচাঁদ! যে ভাববার সেই ভাবুক। তুমি বরং বন্দীকে এখানেই আনাও।

কালা। উদ্ধব! বন্দী বিষাণ কোতোয়াল। কিন্তু সর্দ্দার! রঘুই বা গেল কোথায়, এতক্ষণ তো তার আসা উচিত ছিল।

বন্দী বিষাণকে লইয়া উদ্ধব আসিল।

উদ্ধব। আসামী হাজির সর্দ্দার!

কেরামত। বেঁধে রেখে যাও ঐখানে!

[বিষাণকে বাঁধিয়া রাখিয়া উদ্ধব চলিয়া গেল।

কালা। তারপর কোতোয়াল সাহেব! মেজাজ শরিফ? আশা করি অতিথিসৎকারের কোন ত্রুটি হ'চ্ছে না।

বিষাণ। আমায়—আমায় কী তোমরা হত্যা করতে চাও?

কেরামত। এখনও সেটা ঠিক হয়নি। দরকার হ'লে ব্যবস্থা হবে।

বিষাণ। তবে—তবে তাই করো। এ কষ্ট আর আমার সহ্য হয় না। আজ দুদিন আমি অনাহারে বন্দী! ওঃ—

কালা। মোটে দুদিন, তাতেই এই? আরো কতদিন থাকতে হবে—কে জানে?

বিষাণ। না—না! দোহাই তোমাদের! আমায় মুক্তি দাও, দয়া করো!

কালা। দয়া! মুক্তি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি তো ভীষণ নেমক-হারাম! এতো যত্ন ক'রে তোমায় ধ'রে রেখেছি, দিবারাত্র চোখের আড়াল করি না, তবু মন পেলাম না?

বিষাণ। আমি স্বীকার করছি—আমি অপরাধী। মার্জ্জনা চাইছি! দয়া করো!

কেরামত। তোমায় মার্জ্জনা করতে পারেন যার কাছে তুমি অপরাধী, সেই রঘু-ভাই—আমরা নই!

বিষাণ। কোথায়—কোথায় রঘু? ডাকো তাকে। আমি নতজানু হ'য়ে তার কাছে মার্জ্জনা চাইবো। তাকে ডাকো।

কালা। মনে রেখো কোতোয়াল বিষাণ, রঘু তোমার সেপাই নয় যে, তোমার হুকুম মত তাকে এখানে আসতে হবে; বরং তারই নির্দেশে তোমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

বৃদ্ধের ছদ্মবেশী এনায়েতকে চোখ বাঁধা অবস্থায়
উদ্ধব লইয়া আসিল।

কেরামত। কী সংবাদ উদ্ধব? তোমার সঙ্গে ও কে?

উদ্ধব। চিনি না সর্দার! জঙ্গলের দক্ষিণ দিকে সরু পথটায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাই ধ'রে এনেছি। [চোখের বাঁধন খুলিয়া দিল]

কেরামত। কে তুমি বৃদ্ধ?

এনায়েৎ। ভিন্ দেশী তীর্থযাত্রী আমি। পথ ভুল ক'রে বনের মধ্যে এসে পড়েছিলাম।

কালা। এ পথ দিয়ে কোন্ তীর্থে যাচ্ছিলেন আপনি?

এনায়েৎ। দারুকেশ্বরের মন্দির আমার লক্ষ্যস্থল।

কালা। ও ভাল—ভাল! তুমি যাও উদ্ধব! [উদ্ধব চলিয়া গেল] তীর্থযাত্রি, আমাদের অনুচরের ব্যবহারের জন্য সত্যই আমরা লজ্জিত, ক্ষমা কর্‌বেন।

এনায়েৎ। কিন্তু এ আমি কোথায় এসেছি? তোমরা কে?

কালা। আমরা ডাকাত। এটা আমাদের একটা গুপ্ত আড্ডা।

এনায়েৎ। ডাকাত? ডাকাতের হাতে পড়েছি আমি? আমায়—আমায় ছেড়ে দাও।

কেরামত। ভয় কি বুড়ো চাচা! আপনাকে খুন করার মজুরী পোষাবে না। কেন না তীর্থযাত্রীর কাছে মূল্যবান্ সম্পদ কিছুই মেলে না তা আমরা জানি।

এনায়েৎ। [বিষাণকে দেখিয়া] ও কে? ওকে তোমরা অমন ক'রে বেঁধে রেখেছ কেন?

কেরামত। তুমি বিদেশী—তাই ওকে চেনো না। জানো না,

কী ভীষণ অত্যাচারী—প্রজাপীড়ক এই কোতোয়াল বিষাণ। আজ চাকা ঘুরে গেছে; তাই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ প্রজাশাসকের বিচার হ'চ্ছে এখানে।

এনায়েৎ। বুঝলাম। এবার আমায় যেতে দাও! এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারবো না।

কালা। তা হয় না তীর্থযাত্রি! ডাকতিরাও মানুষ। অহেতুক জুলুম তারা করে না। ইচ্ছায় হোক—অনিচ্ছায় হোক, যখন এসে পড়েছেন, আজকের রাতটুকুর মত আমাদের আতিথ্যগ্রহণ ক'রে আমাদের ধন্য করতেই হবে।

কেরামত। ছেড়ে দিলেও এত রাতে পথ তো তুমি খুঁজে পাবে না। একে অন্ধকার রাত—পথে বাঘ ভালুকের ভয়,—থেকে যাও বুড়ো চাচা! একটা রাত বইতো নয়!

এনায়েৎ। উপায় যখন নেই, অগত্যা থেকেই যেতে হবে।

কালা। কৃতার্থ হ'লাম আমরা।

বিষাণ। ওঃ! আর পারি না! আর কত কষ্ট দেবে তোমরা আমায়?

এনায়েৎ। কী কষ্ট তোমার বন্দি?

বিষাণ। ক্ষুধা। তীব্র ক্ষুধা! সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে আসছে! আমায় বাঁচাও।

এনায়েৎ। বন্দীর সম্বন্ধে আপনারা কী ব্যবস্থা করলেন—জানতে পারি কী?

কেরামত। ওর সম্বন্ধে দলপতির কোন নির্দ্দেশ এখনও আমরা পাইনি।

কালা। একটা কাজ করা যাক্ সর্দ্দার! তীর্থযাত্রি। আপনার

উপর এই দুর্বৃত্তের বিচারের ভার দিলাম, আপনার রায়ই আমরা মেনে নেবো। রায় দিন।

এনায়েৎ। না—না, আমি কেন বিচার করবো? আমাকে আর ওর মধ্যে টেনো না।

কালা। ভগবানই আপনাকে টেনে এনেছেন। আমাদের অনুরোধে এ বিচারও আপনাকেই করতে হবে।

এনায়েৎ। কিন্তু, আমি তো এক তরফা অভিযোগ শুনেছি; আসামীর বক্তব্য কী তা তো জানি না।

কেরামত। বেশ, ওকে জিজ্ঞাসা করুন; আমরা অন্য কক্ষে যাচ্ছি। চল কালাচাঁদ—আমরা অন্যত্র যাই।

কালা। তীর্থযাত্রি! কিছুক্ষণ পরেই আবার আমরা উপস্থিত হবো। এসো সর্দার! [উভয়ে চলিয়া গেল।

এনায়েৎ। [বিষাণকে চাপা কণ্ঠস্বরে ডাকিল] কোতোয়াল সাহেব!

বিষাণ। কে? কে তুমি? এনায়েৎ খাঁ! তুমি—

এনায়েৎ। চুপ! কোন কথা নয়। আপনার নির্দ্দেশমত আমি ছদ্মবেশে এসেছি। কী কর্ত্তব্য এখন?

বিষাণ। কোনরকমে আমার বাঁধন মুক্ত ক'রে দাও।

এনায়েৎ। কিন্তু ওরা যদি এসে পড়ে?

বিষাণ। আসুক। এইভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধ ক'রে মরা ভাল। আর দেরী ক'রো না এনায়েৎ, আমার বাঁধন খুলে দাও।

এনায়েৎ। ব্যস্ত হবেন না—দিচ্ছি। [বিষাণের বাঁধন খুলিতে উদ্যত হইল]

কালা। [নেপথ্যে] তীর্থযাত্রি! আসতে পারি কি আমরা?

এনায়েৎ। [বিরত হইয়া বিষাণের প্রতি] হ'লো না, ওরা এসে পড়্‌লো ব'লে! আপনি এই ছোরাটি রাখুন, পরে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা যাবে। [বিষাণকে ছোরা দিল]

কালাচাঁদ ও কেরামত আসিল।

কালা। প্রশ্ন আপনার শেষ হ'লো তীর্থযাত্রি?

এনায়েৎ। এ্যাঁ? হাঁ, তা—শেষ হ'লো।

কালা। বেশ! এবার বন্দীর সম্বন্ধে আপনার রায় কী?

এনায়েৎ। আমার মতে বন্দীর শাস্তি—মুক্তি।

কেরামত। মুক্তি? এতবড় অত্যাচারীর শাস্তি মুক্তি?

এনায়েৎ। হ্যাঁ, এ আমার সিদ্ধান্ত। অত্যাচারের প্রতিশোধ অত্যাচারে নয়—ক্ষমায়। তা ছাড়া বন্দী যখন কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত, তখন ভগবানই ওকে মার্জ্জনা করেছেন।

কালা। হুঁ! সর্দ্দার! [কালাচাঁদ ইঙ্গিতে করিতেই কেরামত এনায়েতের ঘাড় ধরিল]

এনায়েৎ। একী ব্যবহার তোমাদের?

কালা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তীর্থযাত্রি, ভুলো না, তুমি ডাকাতের আড্ডায় প্রবেশ করেছ।

এনায়েৎ। কিন্তু, তোমরাই তো আমায় অভয় দিলে!

কালা। তার দরকার হয়েছিল এনায়েৎ খাঁ!

এনায়েৎ। এনায়েৎ খাঁ! কে সে? আমি—তো—

কেরামত। চোপ্‌, রও শয়তান! এখনও মিথ্যা কথা? [এনায়েতের দাড়ী ধরিয়া টান দিবামাত্র তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইল]

কালা। কী তীর্থযাত্রি! স্বরূপ তাহ'লে চাপা রইলো না। আপশোষ করো বন্ধু! সত্যই হয়তো তোমায় তীর্থযাত্রী মনে ক'রে যথাযোগ্য অতিথিসেবাই করতাম, কিন্তু ধরা পড়ে গেলে তুমি নিজের কথায়।

কেরামত। দারুকেশ্বর যাচ্ছো? কিন্তু দারুকেশ্বর মন্দির দক্ষিণে নয়, উত্তরে। একথা সবাই জানে—আর তুমি জানো না বুড়ো মিয়া?

কালা। শোন এনায়েৎ! দূর থেকে বন্দীকে তোমার জেরা করাটাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বন্দীর হাতে ছুরি ধরিয়ে দেওয়াটাও লক্ষ্য করেছি। সর্দ্দার! বাঁধো ওকে একসঙ্গে। এক যাত্রায় পৃথক ফল ভাল দেখায় না।

[বিষাণের হাত হইতে ধস্তাধস্তি করিয়া ছুরি কাড়িয়া লইল ও কেরামত বিষাণকে বন্দী করিল।]

কেরামত। এইবার এসো বন্ধু!

কালা। বাহবা! জায়গীরদারের দুই কোতোয়ালই আজ একসঙ্গে ইঁদুর-কলে ধরা পড়েছে। ইচ্ছে করছে সারা পরগণার লোককে ডেকে এনে এই দৃশ্য দেখাই।

এনায়েৎ। এর যোগ্য শাস্তি পাবে তোমরা। ভেবেছ জায়গীরদার নীরবে এই অপমান সহ্য করবে?

কালা। এখনও তেজ? [গালে চড় মারিল]

বিষাণ। উঃ! [আর্ত্তনাদ] একটু জল দাও! উঃ—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেল!

কালা। উদ্ধব! জল নিয়ে এসো শীগ্‌গীর!

বিষাণ। দারুণ তৃষ্ণা। গলা, বুক শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে গেছে! ওঃ! আর সহ্য হয় না! জল—জল—[উদ্ধব জল লইয়া আসিল,

বিষাণ জলপাত্র দেখিয়া ঠোঁটের উপর জিব বুলাইতেছিল] দাও—দাও, আমাকে দাও! দোহাই তোমার!

কেরামত। ওকে জলপান করিয়ে দাও উদ্ধব!

[উদ্ধব বিষাণকে জলপান করাইতে উদ্যত হইল]

কালা। দাঁড়াও উদ্ধব! জলপাত্রটা আমাকে দাও! [উদ্ধবের হাত হইতে জলপাত্র লইয়া কালাচাঁদ আল্‌গোছে নিজের মুখে ঢালিয়া] মিটেছে তৃষ্ণা? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কেরামত। কালাচাঁদ! এ কী নিষ্ঠুরতা তোমার? ওকে জল দাও।

বিষাণ। দেবে না? একফোঁটা জল আমায় দেবে না? আমার যা কিছু আছে তোমায় দিচ্ছি, শুধু একফোঁটা জল আমাকে দাও। বাঁচাও!

কালা। জল? হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই নাও।

[কালাচাঁদ জলের পাত্র বিষাণের সম্মুখে ধরিবামাত্র সে লোলুপ-
দৃষ্টিতে মুখ বাড়াইল, কালাচাঁদ বারবার তাহাকে জলপাত্র
দেখাইয়া নিজে পান করিল, বিষাণ অস্ফুট চীৎকারে
যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিল]

কেরামত। ছি-ছি, কালাচাঁদ! তুমি এত নিষ্ঠুর! যা কোন মানুষে পারে না, তা তুমি কি ক'রে পারলে?

এনায়েৎ। শয়তান! শয়তান!

কালা। শয়তান? হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঠিক বলেছ এনায়েৎ। শয়তানই বটে। সর্দ্দার, জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলে না—এ আমি কেমন ক'রে পারলুম? ওকে জিজ্ঞাসা কর সর্দ্দার, এমনি ক'রে দিনের পর দিন হাজার হাজার মানুষের মুখের গ্রাস, তৃষ্ণার জল, জোর ক'রে—জুলুম ক'রে কেড়ে নিয়ে ওরা পাশবিক উল্লাসে অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিয়েছে কিনা? আজ

বুভুক্ষ ক্ষুধার জ্বালা কী ভীষণ—তৃষ্ণার উৎকণ্ঠা কী তীব্র। দয়া! কাকে তুমি দয়া করতে বলছো সর্দার? ক্ষমা দয়ার মর্ম্ম মানুষে বোঝে—মানুষ-রূপী হিংস্র জানোয়ারে নয়।

বিষাণ। ক্ষমা করো! দয়া করো! আমি শপথ করছি—ভবিষ্যতে আর কোনদিন কারো উপর অত্যাচার করবো না। আমায়—আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও আমার পাপের। দোহাই তোমাদের। মুক্তি দাও।

পত্রহস্তে উদ্ধব আসিল।

উদ্ধব। সর্দ্দার! রঘু-ভাইয়ের চিঠি। গুপ্তচর দিয়ে গেল।

কালা। দেখি। [পত্র গ্রহণ ও পাঠ] হুঁ! [পত্র কেরামতকে দিল] কোতোয়াল বিষাণ!

বিষাণ। এ্যাঁ, ডাকছো?

কালা। মুক্তি চাও?

বিষাণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চাই। দয়া করো।

কালা। মুক্তি পেলে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে?

বিষাণ। হাঁ—করবো।

কালা। তোমায় বিশ্বাস কী?

বিষাণ। আজ—আজ আমি বন্দী! আমার মুখের কথা আর ভগবানকে সাক্ষ্য করা ছাড়া আর বিশ্বাস করার কী কথা থাকতে পারে?

কালা। ভাল! আমি জানি তোমার প্রতিশ্রুতির মূল্য কতখানি, তবু বিশ্বাস ক'রে তোমায় মুক্তি দিলাম। ভবিষ্যতে আবার যেন না কোনদিন আমাদের শত্রুরূপে সামনা-সাম্‌নি দাঁড়াতে দেখি। উদ্ধব, ওদের নিয়ে যাও। চোখে কাপড় বেঁধে যথাস্থানে ছেড়ে দিয়ে এসো।

[উদ্ধব উভয়ের চোখে কাপড় বাঁধিল]

কেরামত। এনায়েৎকেও কি তুমি মুক্তি দিচ্ছো কালাচাঁদ? রঘু-ভাই তো ওর কথা জানায়নি।

কালা। তবুও ওকে মুক্তি দিচ্ছি। সর্দ্দার, বাঘকে যারা ভয় করে না, বাঁদরকে তারা ডরাবে কেন? ওদের নিয়ে যাও উদ্ধব! [এনায়েৎ ও বিষাণকে লইয়া উদ্ধব যাইতেছিল] হ্যাঁ—শুনে যাও কোতোয়াল বিষাণ আর সহকারী এনায়েৎ খাঁ! তোমাদের মুক্তিদাতা আমি নই। একদিন যার রুগ্ন, বৃদ্ধ পিতাকে অত্যাচারে জর্জ্জরিত ক'রে হত্যা করতেও তোমাদের বাধেনি—যার কুঁড়েঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছিলে—তোমরা মুক্তি পেলে সেই ডাকাতরূপী দেবতার কৃপায়। শিক্ষা কর সত্যিকারের মানবতা কাকে বলে।

কেরামত। শোন উদ্ধব! ওদের বিদায় দেবার আগে পানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দিও। যাও।

উদ্ধব। তাই হবে সর্দ্দার। এসো!

[বিষাণ ও এনায়েতকে লইয়া চলিয়া গেল।

কালা। সর্দ্দার!

কেরামত। কী কালাচাঁদ?

কালা। বলতে পার সর্দ্দার, মানুষ আর দেবতায় প্রভেদ কী?

কেরামত। বড শক্ত সওয়াল করেছো কালাচাঁদ! আমি মূর্খ লেঠেল, এর জবাব কী ক'রে দেবো?

কালা। হয়তো এর জবাব নেই। তবু একটা কথা আমার শুনে রাখো সর্দ্দার! মানুষের মাঝে বিষাণের মত যেমন অজস্র জানোয়ার আছে, তেমনি খুঁজে দেখলে এমন মানুষও অজস্র পাওয়া যায়, যারা দেবতার চেয়েও মহান্। এদেরই পুণ্যে আজও পৃথিবীটা পাপের ভারে টলমল করলেও নরকের পথে নেমে যায়নি। তাই এদেরই একজন

সাহস পেয়েছিল দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের বুকে পদাঘাত করার। তেমন মানুষ আজও রয়েছে দুনিয়ায়। দূরে নয়—কাছে, তোমার আমার মধ্যেই। এসো সর্দ্দার!

[উভয়ে চলিয়া গেল।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জায়গীরদারের কক্ষ।

চিন্তিতভাবে সুজাতা আসিল।

সুজাতা। মিথ্যা—মিথ্যা! একটি পুরুষকেও বিশ্বাস করা চলে না। ওরা সবাই সমান। সব শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী! ওঃ, এ লজ্জা আমি রাখবো কোথায়? ভাই-বোন! অনাত্মীয়া বয়স্থা যুবতী—চোখে মুখে তার অনুরাগের ছাপ। [অধৈর্য্য ভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করিল] ওঃ! কী করি আমি, কী করি? কে আছ, বাঈজীকে পাঠিয়ে দাও। ছিঃ-ছিঃ! সত্য পরিচয় দেওয়ার মত সৎসাহস যার নেই, সে করবে সুজাতার পাণিগ্রহণ? এর চেয়ে বিষাণ ভাল। অনেক ভাল।

বাঈজী সিতারা আসিল।

সিতারা। বাঈজী হাজির জনাবজাদি! ফরমাইয়ে!

সুজাতা। নাচো, গাও! আনন্দের বন্যা বইয়ে দাও! আমাকে ভুলিয়ে দাও—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব।

সিতারা। যো হুকুম জনাবজাদি!

নাচ ও গান।

রুম্ ঝুম্ কাঁকন—নূপুর বাজে।
মোর বিদেশী প্রিয় ফেরে কুঞ্জদ্বারে, এলো রে আজ।

মোর চোখের কাজল আজ হ'য়ো নাকো ম্লান,
এসো মাতাল হাসি ঠোঁটে, গানে কলতান,
কেন শিথিল আঁচল-তলে তনু থরথর্—
চলিতে চরণে বাধা হ'য়ো নাকো লাজ ॥

সুজাতা। [নৃত্য-গীত শেষ না হইতেই বাধা দিয়া] থামো। আর নয়! ভাল লাগছে না আমার। তুমি যাও। যাও—[কুর্ণিশ করিয়া সিতারা চলিয়া গেল] কী করি আমি? নিদ্রায় জাগরণে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও কেন আমি তাকে ভুলতে পারছি না? কিছুতেই কী ভুলতে পারবো না আমি তার কথা? কে সে আমার? কেউ নয়—কেউ নয়—সে আমার কেউ নয়। [মুখ গুঁজিয়া আসনে বসিয়া কাঁদিতেছিল]

গীতকণ্ঠে উদ্ধব আসিল।

উদ্ধব।—

গান

রাধে, একী হ'লো তোর?
তোর মনের কথা মান্‌লো নাকো এ কোন্ মনোচোর ॥
কোন্ কালো ছোঁড়ার কালো রূপে
তুই মন হারালি চুপে চুপে,
সে যে দুঃখ দিতেই ভালবাসে, চক্ষে ঝরায় লোর ॥
লজ্জাহারী দেখ্‌লো নাকো, রাখলো না তোর লজ্জা,
তোর বৃথায় গেল চোখের কাজল, মিথ্যা হ'লো সজ্জা;
ওরে এমনি ক'রে বারে বারে
সে যে কাঁদায় সীতায়, কাঁদায় তোরে,
দুঃখহরণ নাম তবু তার, কাঁদায় ক'রে জোর ॥

[গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

কাজলীর প্রবেশ।

কাজলী। জায়গীরদার-নন্দিনি !

সুজাতা। ও, তুমি ? এসো।

কাজলী। জানতে পারি কী সুজাতা দেবি, কোন্ অপরাধে পাইক পাঠিয়ে আজ আমাকে এখানে জোর ক'রে আনা হয়েছে ?

সুজাতা। তার দরকার আছে। আর তোমাকে আনিয়েছি আমিই।

কাজলী। ধন্যবাদ ! কিন্তু আমি যখন জায়গীরদার-নন্দিনীর বেতন-ভোগী বাঁদী নই, তখন আমার উপর হুকুমজারি করার স্পর্দ্ধা হ'লো কি সাহসে বুঝ্তে পারলাম না।

সুজাতা। পারবেও না। হুকুমজারি করার অধিকার ধনীরই থাকে—গরীবের নয়। আর সমাজে এই নীতিই চ'লে আসছে এতকাল, এখনো চল্‌বেও।

কাজলী। ধন্যবাদ ! এখন দয়া ক'রে বলুন, আমাকে এখানে আনালেন কেন ?

সুজাতা। তোমার সেই পাতানো দাদাটি কোথায় ?

কাজলী। জানি না ; জানলেও বল্‌বো না।

সুজাতা। বল্‌বে না তুমি—সে তোমার কে ?

কাজলী। আমার কেউ না হ'লেও সে আমার প্রিয়—আপনার।

সুজাতা। আমি যদি তোমার সেই প্রিয় বান্ধবটীকে ছিনিয়ে নিই, পারবে তুমি তাকে জোর ক'রে ধ'রে রাখতে ?

কাজলী। জানতে পারি কি সুজাতা দেবি, এ দাবী আপনার কিসের ?

সুজাতা। যোগ্যতার। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি, রূপ—যা-কিছু মানুষের কাম্য, তার একটাও তোমার নেই। অথচ আমার আছে সব। তাই তোমার চেয়ে আমার দাবী অনেক বেশী।

কাজলী। শুনেছি—ভালবাসা সার্থক হয় পাওয়ায় নয়, দেওয়ায়; দাবীতে নয়, উৎসর্গে, ভোগে নয়, ত্যাগে। যাক্, আপনি ধনী, রূপসী, আপনার সঙ্গে তর্ক করার যোগ্যতা আমার নেই। আমি যাই—

সুজাতা। দাঁড়াও। যাওয়া তোমার হবে না। যেতে আমি দেবো না।

কাজলী। তবে কী আমি বন্দিনী?

সুজাতা। না; তবে দরকার হ'লে তাতেও আটকাবে না।

কাজলী। আমাকে বন্দী কর্‌লেই কী আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?

সুজাতা। মুক্তি তোমায় দিতে পারি। প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে—রঘুর কাছ থেকে তুমি স'রে দাঁড়াবে! বলো—রাজী?

কাজলী। এটা আপনার দাবী, না ভিক্ষা?

সুজাতা। দাবী। আমার অধিকারের—আমার যোগ্যতার।

কাজলী। তবে আমাকে মিনতি জানানো কেন? সামর্থ্য থাকে, জয় ক'রে নিন।

সুজাতা। বেশ, তাই নেবো, পারো—বাধা দিও। তবে পারবে না। কাঁদতে হবে একদিন আমারই কাছে, এই অহঙ্কারের জন্য। এতটুকু দয়াও সেদিন পাবে না,—যাও।

কাজলী। বন্দিত্ব তাহ'লে ঘুচলো আমার?

সুজাতা। তোমায় বন্দী ক'রে দুর্নাম কেনবার ইচ্ছা নেই। যাকে

ইচ্ছা কর্‌লেই পিষে মারতে পারি, তাকে বন্দী কর্‌লে তারই মর্য্যাদা বাড়ানো হয়। যাও—

কাজলী। জায়গীরদার-নন্দিনী মহীয়সী।

[চলিয়া গেল।

সুজাতা। ওঃ, কি দম্ভ! দেখবো আমি কীসের এত দম্ভ ওর? পারবো না? কেন পারবো না? কীসে আমি ছোট ওর চেয়ে? কিন্তু—কেনই বা আমার এই অভিযান? যাকে আমি জয় কর্‌তে চাই, কে সে আমার? কেউ না—কেউ না!

নিঃশব্দে রঘু আসিল।

রঘু। কাজলী কোথায়?

সুজাতা। কে? ও, তুমি! কেন তুমি এখানে আবার এসেছো?

রঘু। কাজলীর জন্য। কেন তাকে তুমি জোর ক'রে ধ'রে এনেছ?

সুজাতা। তাই বুঝি তার মুক্তিদাতা হ'যে ছুটে এসেছ? অনুমান দেখছি তাহ'লে আমার মিথ্যা নয়।

রঘু। জানি না কী তোমার অনুমান! কিন্তু কাজলীকে তোমায় ছেড়ে দিতেই হবে—এখুনি।

সুজাতা। যদি না দিই?

রঘু। তাহ'লে জোর ক'রে নিয়ে যেতে বাধ্য হবো।

সুজাতা। পারবে? যদি তার মত তোমাকেও বন্দী করি?

রঘু। এতকাল ধ'রে চেষ্টা ক'রেও যা তোমরা পারোনি, আজও তা পারবে না! যাক্—এখন বল, কাজলী কোথায়?

সুজাতা। কাজলী—কাজলী! হ্যাঁ, চ'লে গেছে সে একটু

আগেই। কিন্তু জগতে কাজলী আছে ব'লে কী সুজাতা থাকতে নেই?

রঘু। তোমার একথার অর্থ কী সুজাতা?

সুজাতা। সেকথা আজ আমায় ব'লে দিতে হবে? এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে কেন সে কথা আগে বলনি? তুমি—তুমি শুধু ডাকাতই নও, তুমি মিথ্যাবাদী—প্রবঞ্চক; তোমায় আমি ঘৃণা করি।

রঘু। সুজাতা! কী বল্‌ছো?

সুজাতা। তুমি যদি ভালবাস কাজলীকে, তবে কেন আমার জীবনটাকে নিয়ে ছেলেখেলা কর্‌লে? নিষ্ঠুর! লম্পট!

রঘু। সুজাতা! শোন—

সুজাতা। না—না, কোন কথা নয়। তুমি চ'লে যাও। আমি তোমায় সহ্য কর্‌তে পারছি না। তোমায় আমি ঘৃণা করি—ঘৃণা করি।

রঘু। সুজাতা! শোন—[সুজাতাকে ধরিবামাত্র সে ছটফট করিতে লাগিল]

সুজাতা। না—না—না। আমায় স্পর্শ ক'রো না তুমি! ছেড়ে দাও।

রঘু। [সুজাতার গালে মৃদু মৃদু চড় মারিল] শুনতে তোমায় হবেই। আর তোমার মত খেয়ালী ধনীর দুলালীকে শোনাতে হয় এমনি ক'রেই। শোন, অনুমান তোমার মিথ্যা, ঈর্ষায় অন্ধ তুমি, তাই টের পাওনি। কাজলীর সম্বন্ধে তোমার এ ধারণা ভুল। সে আমার বোন। নিজের বোন না থাকলেও কাজলীর চেয়ে বেশী প্রিয় সে আমার হ'তে পারতো না। অতি নীচ জঘন্য তোমার মনোবৃত্তি। এমন মহান্ সম্পর্ককে এত কদর্য্যতার চোখে দেখতে এতটুকু তোমার বাধেনি। ছিঃ-ছিঃ! [সুজাতাকে ছাড়িয়া দিয়া গমনোদ্যত]

সুজাতা। [রঘুর পা জড়াইয়া ধরিল] যেও না—শোন, আমায় শাস্তি দাও—আমার অপরাধের শাস্তি দাও !

রঘু। ওঠো সুজাতা—কেঁদো না। [সুজাতাকে পদতল হইতে হস্ত ধারণ করিয়া তুলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল]

সুজাতা। তবু চ'লে যাচ্ছো ? আমায় ক্ষমা করবে না ?

রঘু। যেতে এখন আমায় হবেই সুজাতা ! কাজ আমায় ডাকছে ! আর ক্ষমা ? ছিঃ সুজাতা ! আজ ওকথা কেন. আজও কী অবুঝ থাকবে তুমি ? তুমি কী জানো না সুজাতা, যে, উচিত না হ'লেও ভাল তোমায় আমিও বেসেছি।

[হস্তচুম্বন করিয়া চলিয়া গেল।

সুজাতা। [তন্ময়ভাবে] এত সুন্দর—এত সুন্দর তোমার স্পর্শ সুন্দর—[চক্ষু চাহিয়া] সুন্দর ! চ'লে গেল। সুন্দর—সুন্দর ! [কিছুদূর দৌড়াইয়া গিয়া] না—না, সে আমার কেউ নয়, তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নেই ' আমার ব্যথা বোঝার মত কেউ নেই—কেউ নেই।

[মর্ম্মাহত অবস্থায় চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রঘু ডাকাতের গুপ্ত আস্তানা।

চারণ গাহিতেছিল।

চারণ।—

গান।

আজি বসন্ত আইল বনে বনে।
অনন্ত অসীম গগন ভুবন মগন সুখ-স্বপনে॥
ফুলবনে মধুপের আজি অভিসার,
এখনও কেন তব বন্ধ দুয়ার,
নয়নে লাগেনি কী আলোর জোয়ার,
স্পন্দন জাগেনি কী দেহমনে॥
আজি অর্গল, শৃঙ্খল ভাঙ্গো ভাঙ্গো,
বসন্তে বন্দনা ক'রে আনো,
দুঃখের ভার আর যত অভিমান,
যাক দূরে যাক আজি মধুক্ষণে॥

[চলিয়া গেল।

রঘু আসিল।

রঘু। ওরে, বসন্ত আসেনি তোর জন্য! কোন অধিকার নেই তোর তার ফুলে, রঙে মনোহর পরিবেশে। বৃথা আশা! তা হয় না। কে?

বিদেশী সওদাগরের ছদ্মবেশী সুবেদার ও টমাস্‌কে লইয়া কালাচাঁদ আসিল।

রঘু। কী সংবাদ বন্ধু? এঁরা কারা?

কালা। বলে, বিদেশী ব্যবসায়ী। রাতটুকুর জন্য আশ্রয় চায়।

রঘু। সত্যই এঁদের পথশ্রান্ত মনে হ'চ্ছে। বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দাও।

কালা। কিন্তু, এঁরা যদি সেদিনের এনায়েতের মত ছদ্মবেশী কেউ—

রঘু। তাতেই বা আমাদের দুঃখের কী আছে কালাচাঁদ! সব সমস্যার নিষ্পত্তির জন্যই তো আগামী কাল আমি ধরা দিচ্ছি! হ্যাঁ, অতিথি! অপরাধ নেবেন না। আপনার সঙ্গে এই ফিরিঙ্গি কে?

টমাস্। হামি সওডাগরের Body guard (বডিগার্ড) আছে। নাম আছে Thomas (টমাস) But (বাট্) টুমি কে আছে?

রঘু। আমি অতি নগণ্য লোক। নাম রঘু। লোকে বলে—"রঘু ডাকাত।"

টমাস্। What? Raghu the Robber! (হোয়াট্? রঘু দি রবার) টুমি? টোমার নাম হামি খুব শুনিয়াছে। Hands please! (হ্যাণ্ডস্ প্লীজ) [রঘুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া] বহুট্ বহুট্ বাহাডুর আছে টুমি।

রঘু। ধন্যবাদ সাহেব। [সুবেদারের প্রতি] আপনি?

সুবেদার। ইরাণের ব্যবসাদার, নাম—শেখ ইফ্‌তিয়ার জালাল! দেশে দেশে সওগাত ফেরী ক'রেই আমার দিন কাটে। আমার দেহরক্ষীকে দেখে অনেকেই বিস্মিত হন, সন্দেহও হয় অনেকের। কিন্তু এই সাহেব ছাড়া দ্বিতীয় কোন বিশ্বাসী মানুষ খুঁজে পাইনি, যার উপর আমি নিজেকে নির্ভর করতে পারি। বার বার যারা জীবনরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল, সেই তারাও—একদিন চাঁদি আর মোহরের লোভে, অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমার জীবন বিপন্ন করতেও দ্বিধাবোধ করেনি; বাধ্য হ'য়েই এই বিদেশীকেই বিশ্বাস করেছি।

কালা। তোমরা সবাই গল্পে মাতো, আর আমি এখানে মন্দির-দরজার পাথরের ষাঁড়ের মত হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকি। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, সত্যি বল্‌ছে না মিথ্যে বল্‌ছে—পেটে ডুবুরী নামালেও জান্‌বার উপায় নেই; অতিথি এসেছেন—নারায়ণ! তারপর শামুকের শালগ্রামশিলা যখন তাল বুঝে গুট্‌গুট্‌ ক'রে হাঁটতে সুরু করবে তখন তাল সামলাবে কে?

টমাস্‌। হেই! টুমি কেনো লম্বা লম্বা কঠা বলিটেছে?

কালা। বেশ করছি। আরে ম'লো যা, আমার ইচ্ছা। সাহেব হয়েছো তো পীর নাকি?

রঘু। ছি বন্ধু! ওঁদের অমন ক'রে বলা উচিত নয়। হাজার হোক অতিথি!

কালা। তাহ'লে ঐ ওলমুখোকে ব'লে দাও—আমায় যেন চোখ না রাঙায়।

টমাস্‌। কেনো বলিবে না? তুমি খালি হামাডের ডোষ ডিবে। But (বাট্‌) হামাদের যে ঢরিয়া আনিল টোমাদের আড্ডায়—after all you are dacoits. (আফ্‌টার অল ইউ আর ডেকয়েটস্‌) কে বলিটে পারে তোমার মনে কোনো bad idea—I mean. (ব্যাড আইডিয়া—আই মিন) খারাব মটলব নাই? Still, (ষ্টিল) হামারা টো টুমিকে না জানিয়াই ডোষ ডিটেছে না।

কালা। তা, সে আপশোষে অত গজগজ করছো কেন? দোষ দিয়ে দেখই না একবার বন্ধু! ঐ লালমুখ একেবারে থেঁতো ক'রে দেবো।

টমাস্‌। What! (হোয়াট) টুমি হামাকে Challenge (চ্যালেঞ্জ) করিটেছে?

কালা। তা ইটটী মারলে তোমায় পাটকেল-পেটা না ক'রে মুখে কী মধুর বাটি ধরবো ?

টমাস্। Challenge! Well—I accept. (চ্যালেঞ্জ, ওয়েল—আই এ্যাকসেপ্ট) রাজী আছে লড়িটে। Come on. (কাম অন)

[তরোয়াল বাহির করিল, কালাচাঁদ লাঠী তুলিল]

রঘু। কালাচাঁদ!

সুবেদার। টমাস্!

[উভয়ে সংযত হইল]

সুবেদার। তোমার মনে রাখা উচিত সাহেব, আমি তোমার মনিব। এ-ছাড়া আমি কোন আদেশও দিইনি।

রঘু। মনিব না হ'লেও দলের একজন উপদেষ্টা হিসাবে আমিও কী তোমাকে ঐ কথাই বলতে পারি না কালাচাঁদ ? ছিঃ!

টমাস্। I—I confess Boss—(আই—আই কনফেস বস) হামি মানিটেছে—অন্যায় কড়িয়াছে হামি। মাফ কোরো।

কালা। রঘু! আমায় ক্ষমা কর বন্ধু।

রঘু। ক্ষমা তোমায় করতে পারি এক সর্তে।

কালা। কী ?

রঘু। সাহেব!

টমাস্। Yes, Raghu the great. (ইয়েস, রঘু দি গ্রেট) বোলো!

রঘু। মনে রেখো, তোমার মনিব ছাড়াও আমার কাছে তুমি অপরাধী। তোমার উচিত হয়নি আমার এলাকার মধ্যে আমারই সামনে অস্ত্র বার করা! এখানকার বিচারক আমি! যদি শাস্তি দিই ?

টমাস্। আসামী ডোষ কবুল করিটেছে।

রঘু। উত্তম! শাস্তি তোমাদের দুজনকেই আমি দেবো। সাহেব, কালাচাঁদ! যে অপরাধ তোমরা করেছ, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাদের শত্রুতাকে নিজেদেরই চেষ্টায় মিত্রতায় রূপান্তরিত ক'রে নিতে হবে। আর আমিও তাই দেখতে চাই।

টমাস্। O K! (ও কে) মানিল টোমার অর্ডার! Brother Kalachand, Please shake hands. (ব্রাদার কালার্চাণ্ড, প্লীজ শেক হ্যাণ্ডস্।)

[টমাস হাত বাড়াইল—কালার্চাদ তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল]

রঘু। কালাচাঁদ! অতিথিদের বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থা ক'রে দাও। [সুবেদার ও টমাস্‌কে লইয়া কালাচাঁদের প্রস্থান] কে জানে রাত্রি কত হ'লো? মাত্র আর একটি প্রহর, তারপর আত্ম-সমর্পণ। কে জানে রাতের অন্ধকারের মত ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে?

কেরামতের প্রবেশ।

কেরামত। রঘু-ভাই!

রঘু। এসেছো সর্দ্দার?

কেরামত। হ্যাঁ রঘু-ভাই! কিন্তু—

রঘু। থামলে কেন সর্দ্দার, কী যেন বল্‌বে মনে হ'চ্ছে।

কেরামত। সত্যিই কী তুমি কাল ধরা দিচ্ছ?

রঘু। হ্যাঁ সর্দ্দার!

কেরামত। কিন্তু তোমার নিজের কথাটা কী একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ রঘু-ভাই?

রঘু। দেখছি বৈকি! আমারই বা কীসের ভাবনা?

কেরামত। খোদা না করুন, এটা যদি শয়তানের ফাঁদ হয়, মিথ্যা প্রচারের বলে তারা তোমায় গ্রেপ্তার করে ?

রঘু। এ তোমাদের অমূলক আশঙ্কা সর্দ্দার !

কেরামত। খোদা করুন—তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।

রঘু। আর আশঙ্কাই যদি তোমাদের সত্য হয়, তাতেই বা ভাবনা কী ? আমি যেদিন থাকবো না, আমার আরব্ধ কাজ সেদিন তো তোমাদেরই চালিযে যেতে হবে সর্দ্দার !

কেরামত। চুপ করো রঘু-ভাই, চুপ করো। সে-দিনটা আসার আগেই যেন এই বুড়ো কেরামত সর্দ্দারের গোড়ে মাটি পড়ে।

রঘু। সত্যই যদি এটা শয়তানের ফাঁদই হয়, আমি জানি কেরামত, কালাচাঁদের মত হাজার হাজার ভাই আমার বর্ত্তমান থাকতে, সে ফাঁদ ওদের টিকবে না। পাথরের গারদ গুঁড়ো ক'রেও তারা আমায় বার ক'রে আনবে।

কেরামত। নিশ্চয়ই। দেখিয়ে দেবো ঐ শয়তানের দলকে, রঘু ছাড়াও তার দলের প্রতিহিংসা কী ভয়ানক ! পাথরের গারদ তো ছার, পাতালের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেও—পাতাল ফুঁড়ে তোমায় আমরা উদ্ধার ক'রে আনবো ; কারো সাধ্য নেই, আমরা বেঁচে থাকতে তোমার উপর এতটুকু জুলুম করে।

রঘু। তোমাদের এই স্নেহ-ভালবাসাই আমার প্রধান অস্ত্র সর্দ্দার !

কেরামত। বিদায় রঘু-ভাই ! খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

[চলিয়া গেল।

কালাচাঁদ, সুবেদার ও ক্যাপ্টেন টমাস্ পুনরায় আসিল।

কালা। দেখলে সাহেব, প্রমাণ পেলে পেশছি ?

টমাস্। Splendid! (স্পেলেনডিড্) বহুট খুব! Oh, Raghu the great. (ও, রঘু দি গ্রেট।) I am sorry. (আই অ্যাম সরি) হামি আগে কাম কবুল করিয়াছে, কী করিবে? Or else—(অর এলস) হামি টোমার service (সারভিস্) কবুল করিট। You are really a prince—(ইউ আর রিয়েলি এ প্রিন্স।) টুমি—টুমি ডাকাইট না আছে—রাজা আছে A true prince in heart & soul- (এ ট্রু প্রিন্স ইন হার্ট এণ্ড সোল।) সাঁচ্চা রাজা আছে। হামি বো কুছ বলিয়াছে—I withdraw With humble apologuis. (আই উইথড্র উইথ আম্বল্ এ্যাপোলজিস) হামাকে মাফ করো রঘু! I bow to thee (আই বাউ টু দি)। [নতজানু হইয়া অভিবাদন করিল]

রঘু। [তুলিয়া] ওঠো—ওঠো সাহেব! তুমি যে আমাদের অতিথি; হিন্দুর কাছে অতিথি নারায়ণ।

সুবেদার। রঘু! আমাকে মাপ করো ভাই! দূর থেকে শুনে-ছিলাম—তুমি নির্ম্মম—নিষ্ঠুর—নর-ঘাতক ডাকাত। কিন্তু, কাছে এসে বুঝলাম যে, সে-সকল দুষ্টের মিথ্যা রটনা। তুমি দুনিয়ার মাটীতে বেহেস্তের আশীর্ব্বাদ। আর ডাকাতই যদি তোমার সত্য পরিচয় হয়, খোদা করুন—হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে যেন তোমার মত ডাকাতের জন্ম হয়।

রঘু। আর আমাকে লজ্জা দেবেন না শেখজি! কালাচাঁদ! যাও ভাই, অতিথিদের উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দাও।

কালা। এসো শেখজি, এসো সাহেব!

রঘু। আদাব শেখজি!

টমাস। O K. Raghu Thanks. (ও কে রঘু থ্যাঙ্কস্) বহুট বহুট ধন্যবাড। আবার ডেখা হইবে। Good Night. (গুড্ নাইট্)।

[কালাচাঁদ সুবেদার ও টমাস্‌কে লইয়া চলিয়া গেল।

রঘু যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়
কাজলী আসিল

কাজলী। রঘু-দা! রঘু-দা! কোথায় যাচ্ছো? না—না, যেতে পাবে না তুমি!

রঘু। ছিঃ, কাজলি! অমন ক'রে বাধা দিতে আছে কী?

কাজলী। দোহাই তোমার রঘু-দা, তুমি যেও না! ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে আসছি আমি। ডান অঙ্গ, ডান চোখ আমার কাঁপছে। বুঝতে পারছি, কী যেন একটা মহা অমঙ্গল তোমাকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসছে। রঘু-দা! কখনও কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইনি, আজ চাইছি, শুধু এইটুকু ভিক্ষা তুমি আমায় দাও।

রঘু। তা হয় না কাজলি! আমি কথা দিয়েছি। না গেলে সবাই যে আমাকে কাপুরুষ ভাববে।

কাজলী। ভাবুক। ক্ষতি নেই তাতে। কথা শোন রঘু-দা, কথা শোন; একান্তই যদি যেতে চাও, পরে যেও—কাল নয়। বলো, তুমি যাবে না, বলো। [কাঁদিয়া ফেলিল]

রঘু। কেঁদো না কাজলি! চোখের জলে আমার যাত্রাপথ পিছল ক'রে দিও না। জানি, মন তোমার আকুল হবেই! ভাইয়ের জন্য যুগে যুগে বাংলার বোনদের মন এমনি আকুল হয়। ভেবো না বোন! আবার আমি আসবো—গল্প গুজব করবো—আমাদের অসম্পূর্ণ কাজ আমিই এসে পূর্ণ করবো তোমাদের পুরোভাগে থেকে। [চলিয়া গেল।

কাজলী। [কিছুক্ষণ রঘুর গমন-পথের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকার পর] চ'লে গেল? দেখতে দেখতে চোখের আলো নিভে গেল। যাকে অবলম্বন ক'রে স্বপ্নরাজ্যে মণিকোঠা গাঁথার সঙ্কল্প করেছিলাম, স্বপন-

পুরের সেই রাজকুমার আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি দিয়ে চ'লে গেল! উঃ, আর সে আসবে না, দেবতা আমায় প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে গেল।

[অসংযতভাবে কাঁদিয়া ফেলিল, পাছে কেউ দেখে,
সেই ভয়ে নিজের আসনে মুখ গুঁজিয়া ফেলিল]

গীতকণ্ঠে উদ্ধব আসিল

উদ্ধব।—

গান

সখি, বঁধুয়া আমার আসিবে না আর,
আন ঘরে গেছে চলিয়া।
ছিঁড়ি প্রেমডোর ভালবাসা মোর,
অবহেলা ভরে ছলিয়া॥

কাজলী। সত্যিই উদ্ধব! সে চ'লে গেছে, মন্দির-দুয়ার হ'তে আমায় দূরে ছুঁড়ে দিয়ে চ'লে গেছে! উদ্ধব, আর সে আসবে না, আর সে আসবে না।

উদ্ধব।—

গান

মোর কাঁদিয়া জীবন যায়,
সেই কালোসোনা ধনে দিয়েছিনু হিয়া,
তাই বিরহে জীবন যায়॥
মোর কুল মান লাজ সবি গেছে আজ
তার সুধামাখা ছলে ভুলিয়া—
শ্যাম আন ঘরে গেছে চলিয়া॥

কাজলী। শত চেষ্টাতেও মনকে বোঝাতে পারছি না। তার স্মৃতি ভুলতে পারছি না।

উদ্ধব।—

গান

তারে ভুলিতে নারি যে হায়!
ভুলিতে চাহিলে　　　শত স্মৃতি তার
নয়নে আসি দাঁড়ায়॥
সেই নিঠুর শ্যামল　　　কপট চপল
হাসিয়া কাঁদাতে চায়।
শ্যাম এমনি নিঠুর হায়॥
(সখি গো) আমি শয়নে স্বপনে　　　নিতি ক্ষণে ক্ষণে
কাঁদি যে তাহার লাগিয়া।
শ্যাম আন ঘরে গেছে চলিয়া॥

উদ্ধব। ব'সে ব'সে চোখে ভাদুরে বান ডাকাবে, না ঘরে গিয়ে নিজের কাজ-কর্ম্মে মন দেবে?

কাজলী। যার জন্য বনের মাঝে বেঁধেছিলাম ঘর, সেই যখন চ'লে গেছে, তখন এ ঘরে আর দরকার কি ভাই? যাদের ঘর তারা বুঝে নিক, যাদের কাজ তারা করুক। আমার সঙ্গে এস, কথা আছে।

[উভয়ে চলিয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

জায়গীরদারের দরবার

ত্রিবিক্রম, বিষাণ ও শিরোমণি

ত্রিবিক্রম। দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হ'তে চল্‌লো, এখনো তার দেখা নাই কেন?

বিষাণ। অধীর হবেন না জনাব! আমি সংবাদ পেয়েছি, আত্মসমর্পণ করতে সে আসবেই।

শিরোমণি। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—"অস্তি গোদাবরী তীরে।" অর্থাৎ কিনা—তীরই ছোড়, আর গদাই ঘোরাও, শেষ পর্য্যন্ত তোমায় আসতে হবেই। হেঁ-হেঁ-হেঁ!

ত্রিবিক্রম। রঘু না আসা পর্য্যন্ত তোমাদের কোন কথাই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

নিরস্ত্র রঘুসহ এনায়েৎ আসিল

বিষাণ। আসুন—আসুন অতিথি! দরবারের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

শিরোমণি। আজ বড় আনন্দ দিলে বাবা রঘু! ধর্ম্মে মতি হোক! ক'টা দিন আগে যদি ছ্যাচড়ামোগুলো ছাড়তে বাবা, এতকাণ্ড করতে হ'তো না তাহ'লে।

রঘু। আপনাদের সৌজন্যে ধন্য হলাম। এখন আমার প্রতি জায়গীরদার সাহেবের নির্দ্দেশ কী জানতে পারলে বাধিত হবো।

ত্রিবিক্রম। তুমি কি স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্ছো রঘু ?

রঘু। এ প্রশ্ন কী এখানে অবান্তর নয় ?

শিরোমণি। আ-হা-হা, চট্‌ছো কেন বাবাজি ! হুজুর যা বল্‌ছেন—জবাবটুকু দাও না।

রঘু। আপনিই তা'হ'লে আপনার হুজুরকে জানিয়ে দিন যে, এতদিনে সহস্র চেষ্টাতেও যাকে ধরা যায়নি, স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে, আজও তাকে ধরবার মত সাধ্য কারো ছিল না।

ত্রিবিক্রম। ভাল। শুনে সুখী হ'লাম। কিন্তু আমি যেন তোমায় কোথায় দেখেছি। যেন চেনা-চেনা মনে হ'চ্ছে তোমার মুখ। অথচ ঠিক স্মরণ কর্‌তে পাচ্ছি না।

রঘু। স্মরণ কর্‌তে না পারাই স্বাভাবিক। আমি জানতাম—কিন্তু সে-কথা যাক। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

ত্রিবিক্রম। তোমাদের দলের আর সকলে কোথায় ?

রঘু। এ প্রশ্নও এক্ষণে অবান্তর। ঘোষণায় শুধু আমারই আত্ম-সমর্পণের কথা উল্লেখ ছিল ; দলস্থ সকলের নয়।

ত্রিবিক্রম। তা'হ'লে তাদের কথা বল্‌বে না ?

রঘু। না।

ত্রিবিক্রম। উত্তম। বিষাণ ! সভাস্থ সকলকে রঘুর সম্বন্ধে আমার হুকুমনামা পাঠ ক'রে শুনিয়ে দাও।

বিষাণ। যো হুকুম জনাব ! [পাঠ] আত্মসমর্পণকারী রঘু ডাকাতের কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া এবং মহামান্য সুবেদার বাহাদুরের নির্দ্দেশক্রমে আমি জায়গীরদার শ্রীত্রিবিক্রম রায়, আমার অধীনস্থ বিচারক ও প্রজাসাধারণের উপদেশ ও আবেদনক্রমে স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া, রঘু ডাকাতের আত্মসমর্পণের সৎসাহসের জন্য, তাহাকে সপ্রশংস

সাধুবাদ জ্ঞাপন করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, আসামী রঘু ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হোক।

[বিষাণ পাঠে বিরত হইয়া এনায়েতকে ইঙ্গিত করিবামাত্র রঘু ধৈর্য্যহারাভাবে উভয়ের মুখের দিকে তাকাইল]

রঘু। [সাশ্চর্য্যে] গ্রেপ্তার ! [বিস্ময়ে পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিল এনায়েৎ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ও সম্মুখে পিস্তল হাতে বিষাণ] চমৎকার ! আত্মসমর্পণকারী একজন নিরস্ত্র ব্যক্তিকে বন্দী করার জন্য জায়গীরদারের বিরাট ফৌজ আজ সশস্ত্র। অপূর্ব্ব তোমার বিচার ত্রিবিক্রম রায় ! আর সাবাস বীর তুমি কোতোয়াল বিষাণ !

বিষাণ। ব্যস—ব্যস, বন্দীর মুখে এতবড় কথা শোভা পায় না। মনে রেখো, ইচ্ছা কর্‌লে তিলে তিলে তোমায় হত্যা কর্‌তে পারি।

রঘু। ভুল বুঝেছ কোতোয়াল সাহেব ! তোমার ঐ অর্থপিশাচ অত্যাচারী মনিবের রক্ত চক্ষু, আর তোমার মত চাটুকার শৃগালের পিস্তলের গুলীকে রঘু ডাকাত সমানই তুচ্ছ মনে করে। রঘু বন্দী ? এত শীঘ্র কী ক'রে ভুলে গেলে বীরপুরুষ, যে, ক'দিন আগে আমারই অনুচরদের পদহেলন ক'রে ক্ষমাভিক্ষা করতে তোমার আর তোমার ঐ সুযোগ্য অনুচরের এতটুকু বাধেনি ? এই তার প্রতিদান ? এরই বলে তোমরা হয়েছ জায়গীরদার কোতোয়াল, আর আমি রঘু ডাকাত ! হুঁ—ডাকাত ! সরকারী সনদ আর গদীর বলে তোমরা সাধু—আর আমি ডাকাত ! তোমরা বিচারক, আর আমি আসামী। চমৎকার !

বিষাণ। রঘু ডাকাত ! জায়গীরদার রাজার প্রতিভূ—তাঁর বিচার উপেক্ষা ক'রো না।

রঘু। রাজা—জানি না সে কেমন, তবু তোমাদের সুবেদারকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম ; শুধু তাঁরই প্রচারের ফলে আজ আমি আত্ম-

সমর্পণ করতে এসেছিলাম। আর বিচার? আমার বিচার করার স্পর্দ্ধা তোমাদের নাই মূর্খ অত্যাচারীর দল! এই বিদ্রোহী বাঙ্গালীর বিচার করবে বাঙ্গলার জনসাধারণ, বিচার করবে ভবিষ্যৎ, বিচার করবে মহাকাল আর ইতিহাস।

ত্রিবিক্রম। উদ্ধত বিদ্রোহি বাঙ্গালি! স্তব্ধ হও! এনায়েৎ খাঁ! বন্দী কর দস্যুকে। [এনায়েৎ রঘুকে বন্দী করিল]

শিরোমণি। বাঁচলুম বাবা, বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। ব্যাটা, আমার বুকের রক্ত জল করা পঞ্চাশ হাজার টাকা ডাকাতি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলে। এইবার হুজুর, ব্যাটার মাথাটা একেবারে উড়িয়ে দিন, একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

রঘু। সাবাস্ এনায়েৎ খাঁ! অপূর্ব্ব উদাহরণ দেখালে তুমি জগৎকে। দোষ অবশ্য তোমার দিই না, কারণ তুমি বেতনভুক্। একটা কথা শুধু মনে রেখো—সাধু কিম্বা দুর্জ্জন, কোন একজন মানুষের সর্ব্বনাশ করতে হিন্দু-মুসলমান সবারই সর্ব্বনাশ ক'রো না। জেনে রেখো, দেশ বা জাতির বিভেদ মানুষ গড়েছে, ধর্ম্ম নয়, ভগবান্ নয়! মুসলমান ইসলামকে ভালবাসবেই, কিন্তু তুমি যা করতে চেয়েছিলে তাতে ইসলামেরই ক্ষতি হ'তো বেশী। দোহাই তোমার এনায়েৎ খাঁ, দুনিয়ায় আর যেখানে যাই হোক্, ভারতের হিন্দু-মুসলমান একই মায়ের যমজ সন্তান—তাদের সর্ব্বনাশ ক'রো না—শিখিয়ো না এই বিভেদের মারণ-মন্ত্র।

ত্রিবিক্রম। এনায়েৎ খাঁ! বন্দীকে অন্ধকার কারাগারে নিয়ে যাও।

বিষাণ। দাঁড়াও এনায়েৎ! বন্দী রঘু ডাকাত! সেদিনের কথা মনে আছে? ভুলিনি আমি, কি অত্যাচার আমার উপর করেছিলে।

আজ আমি তোমায় তিলে তিলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করবো। সে দিনের সেই অপমানের চরম প্রতিশোধ নেবো।

রঘু। তুমি মূর্খ! আমায় তুমি হত্যা করতে পারো, কিন্তু উর্ব্বরা বাংলার মাটীতে যে বীজ আমি নিজের হাতে ছড়িয়ে দিয়েছি—তা থেকে জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার বিদ্রোহী। তাদের মিলিত নিঃশ্বাসে শুক্‌নো পাতার মত মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে একদিন তোমরা সবাই।

শিরোমণি। ও বাবা! এ আবার বলে কি গো? একটাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত, আবার বলে হাজার হাজার!

বিষাণ। উত্তম। দেখা যাক, কেমন শক্তিমান্ বিপ্লবীদল! ওকে নিয়ে যাও এনায়েৎ খাঁ!

[এনায়েৎ রঘুকে লইয়া গমনোদ্যত হইল]

সুজাতা আসিল

সুজাতা। দাঁড়াও। বাবা, এর অর্থ কী?

ত্রিবিক্রম। এ রাজনীতি কন্যা!

সুজাতা। রাজনীতি? মিথ্যার উপর যার প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের আবরণে যা ঢাকা, বিশ্বাসঘাতকতার ক্লেদে যার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত, তাকে তুমি রাজনীতি বলো বাবা? ছিঃ-ছিঃ! মনুষ্যত্ব আর বিবেককে এমনি ক'রেই কি মানুষে হত্যা করবে? ওকে মুক্তি দাও বাবা। তুমি বিচারক, তোমার কথা রক্ষা কর বাবা!

ত্রিবিক্রম। তা হয় না সুজাতা! অপরাধীর মুক্তি নেই।

রঘু। সুজাতা দেবি! আমার অনুরোধ—আমার জন্য নিজেকে আর এভাবে অপমানিত হ'তে দেবেন না।

ত্রিবিক্রম। আমি যা করেছি সুজাতা, তা আমার কর্ত্তব্য।

সুজাতা। বাবা! একটীবার আমার দিকে মুখ তুলে চাও, আমি মিনতি কর্‌ছি—ওকে তুমি মুক্তি দাও। [নতজানু হইল]

সুনীতি আসিল

সুনীতি। উঠে আয় সুজাতা! ওদের কাছে মিছে মাথা হেঁট করিসনে! মানুষ দেবতার কাছে মিনতি জানায়, মানুষকে অনুরোধ করে, পাষাণের কাছে নয়, ঘাতকের কাছে নয়।

সুজাতা। মা! [সুনীতির বুকে মুখ লুকাইল]

সুনীতি। কাঁদিসনে মা। আমার সঙ্গে আয়, কাঁদতে হয়, মন্দিরের ঠাকুরের কাছে কাঁদবি চ'—এদের কাছে নয়! [সুজাতাকে লইয়া গেল

বিষাণ। মহামান্য অতিথি! আর কেন, উপস্থিত খোস্ মহলে বিশ্রাম কর্‌বেন চলুন।

রঘু। ধন্যবাদ কোতোয়াল সাহেব! হাজার হাজার ধন্যবাদ জায়গীরদার ত্রিবিক্রম রায়! [এনায়েতের সঙ্গে চলিয়া গেল

বিষাণ। এতবড় সাফল্যের পরও কী ভাবছেন জনাব?

ত্রিবিক্রম। বড় ভাবিয়ে দিয়ে গেল এই সুজাতা আর সুনীতি! আমি যাই বিষাণ! বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। এসো শিরোমণি!

শিরোমণি। হ্যাঁ হুজুর, চলুন—চলুন! [ত্রিবিক্রমসহ চলিয়া গেলেন

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভাবো বৃদ্ধ, ভাবো! আজন্ম ভেবেও কিছুই স্থির কর্‌তে পারবে না। শুধু ভাববে আর ভাববে। তারপর একদিন চম্‌কে উঠে দেখবে, তোমার ঐ গদীতে ব'সে আছে কোতোয়াল বিষাণ; আর—আর তার পাশে তোমারই কন্যা সুজাতা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[চলিয়া গেল

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রঘুর গুপ্ত আস্তানা

কাঁলাচাঁদ ও কেরামত কথা কহিতে কহিতে আসিল

কেরামত। না—না কালাচাঁদ, আর কোন কথা নয়। রঘু-ভাইকে যে ক'রেই হোক ওদের খপ্পর থেকে ছিনিয়ে আনতেই হবে।

কালা। কিন্তু কী ক'রে সর্দ্দার ?

কেরামত। জান দিয়ে কেল্লা ওদের ধুলো ক'রে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে।

কালা। রঘু-ভাইয়ের জন্যে দরকার হ'লে দলের প্রত্যেকেই জান দিতে পারে, কিন্তু তাতেই কি রঘু-ভাইয়ের জান বাঁচবে? ঐ মতলব-বাজদের সঙ্গে সোজা রাস্তায় কাজ হবে না সর্দ্দার !

কেরামত। মতলববাজ শয়তান মিথ্যাবাদীর দল আশা দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে বন্দী করলে? ওরা মানুষ নয়। কুত্তা—কুত্তা।

কালা। তাই কুত্তার সঙ্গে মানুষের ব্যবহার ক'রে কোনও লাভ হবে না।

কেরামত। বাছা বাছা লোক পাঠাও। তারা চেষ্টা করুক, পাহারা-দারদের ঘুস দিয়ে রঘু-ভাইকে যাতে খালাস করতে পারে।

কালা। লোক আমি আগেই লাগিয়েছি। জানি না, কতদূর কী

হবে! তবে আশা কম! শয়তান বিষাণ নিজেই কেল্লার উপর খুব কড়া নজর রেখেছে।

কেরামত। তবুও কাল আমাদের শেষ বোঝাপড়া হবে।

কালা। সেটা কী ভাবে হবে সর্দার?

কেরামত। আগামী কাল বধ্যভূমি থেকে রঘু-ভাইকে ছিনিয়ে আনবার চেষ্টা কর্‌তে হবে।

কালা। পার্‌বে?

কেরামত। কালাচাঁদ! তুমি না মরদ, তুমি না রঘু-ভাইয়ের দোস্ত? এ কথা তুমি মুখে আনতে পারলে? পারি ভাল—নয় তো মর্‌বো! রঘু-ভাইকে যদি বাঁচাতে না পারি, তবে আমাদেরই বা বেঁচে থেকে লাভ কী?

কালা। তুমি আমায় ভুল বুঝেছ সর্দার! জানের মায়া আর আমি করি না! এ জান যদি রঘুর জন্য দিতে পারি, তাহ'লে সে তো হবে আমার বহু পুণ্যের ফল! আমি বলছিলাম কি, কাল বধ্যভূমিতে গেলেই যে ওরা আমাদেরও বন্দী কর্‌বে।

কেরামত। যেতে হবে ছদ্মবেশে। প্রকাশ্য স্থানে ঘটা ক'রে লোক জড়ো ক'রে ওরা রঘু-ভাইকে হত্যা কর্‌তে চায়। আমাদের লোক ছদ্মবেশে সেই ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে—তোমার বা আমার সঙ্কেতের অপেক্ষায়। সঙ্কেত পাওয়া মাত্র বাঘের মত তারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে জায়গীরদারের ফৌজের উপর। বুঝেছ?

কালা। বুঝেছি সর্দার!

কেরামত। সবাই যখন লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকবে, সেই ফাঁকে শুধু তোমার কাজ হবে রঘু-ভাইকে ছিনিয়ে নিয়ে পালানো—রাজী আছো?

কালা। একশোবার।

কেরামত। আমাদের কারো জন্য তোমায় অপেক্ষা করতে হবে না। আমরা পারি আবার ফিরে আসবো, নয়তো মরবো! রঘু-ভাই আর তুমি বেঁচে থাকলে এমন হাজার হাজার দল আবার গ'ড়ে উঠবে। বল—পারবে না?

কালা। মানুষেব যা সাধ্য, কালাচাঁদ তা' করতে কসুর করবে না সর্দ্দার! সত্যই যদি রঘু-ভাইকে বাঁচাতে না পারি, আর তোমরা ফিরে না আসো, তাহ'লে সর্দ্দার, ঐ শয়তান নেমকহারামের দলকে এমন শাস্তি দেবো, যা মনে ক'রে দুনিয়ার কেউ কোনদিন নিরীহের উপর অত্যাচার করতে সাহস করবে না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে তারা আঁৎকে উঠবে, জেগে দেখবে বিভীষিকা। এই কালাচাঁদ হ'য়ে উঠবে সেদিনের সেই কালাপাহাড়ের মতই অত্যাচারী—দুর্ব্বার—হিংস্র।

[উভয়ের প্রস্থান

আপনমনে গাহিতে গাহিতে কাজলী আসিল

কাজল। —

গান

আমার পূজা সে দিয়াছে ফিরায়ে,
ডালিভরা কাঁদে উপচার।
দেউল-দুয়ার বন্ধ হ'য়েছে,
আমার দেবতা নহে আমার।
যে ছিল আমার ধ্যানের ছবিটী,
হিয়ার কাঁপন, মুখের হাসি,
যার লাগি গাহি মিলনের গান,
সে দিল বিরহ উপহার।

কাজলী। [দীর্ঘনিশ্বাসে] মিছে—মিছে আশা! মিছে কল্পনার জাল বোনা।

চারণ আসিল

চারণ। না।

কাজলী। কে? ও,.আপনি?

চারণ। হ্যাঁ, আমি মা। লজ্জা কী? সব শুনেছি আমি। [মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে] দুঃখ ক'রো না মা।

কাজলী। [কাঁদিয়া] কিন্তু আমি যে—আমি যে আর—

চারণ। জানি; তবু সইতে হয়। এইতো প্রেমের স্বরূপ! প্রেম পাওয়ায় নয়, দেওয়ায়। মিলনে নয়,—বিরহে! এই প্রেমই তো নশ্বর জগতে অবিনশ্বর হ'য়ে থাকবে!

কাজলী। [সক্রন্দনে] কিন্তু কেন আমি এত সইবো? এত করবো তার জন্য? কে সে আমার? কে?

চারণ। শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই প্রশ্নই করেছিলেন।

কাজলী। সে তো আমায় চায় না! আমায় তো ভুলেই গেছে।

চারণ। কৃষ্ণও মথুরায় গিয়ে রাইধনিকে ভুলেই গিয়েছিলেন। রাধা কেঁদেছিলেন, দূতী পাঠিয়েছিলেন, মান করেছিলেন ঠিক তোমারই মতন। কেঁদে বলেছিলেন—

গান

সখি, আমার বঁধুয়া আন ঘরে যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া।
মরম-কুসুম গিয়াছে দলিয়া আমি কেমনে বাঁধিব হিয়া॥

চারণ। [গীতান্তে] কেঁদো না মা, ছি! এই কি তোমার কান্নার সময়? তোমার বন্দী প্রিয়র জন্যে তোমারও যে দায়িত্ব রয়েছে।

কাজলী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমারও দায়িত্ব আছে। কাজের ডাক এসেছে, আমাকেও যেতে হবে।

চারণ। কোথায় যাবে মা!

কাজলী। জায়গীরদার-প্রাসাদে। শয়তানদের শয়তানি চক্র ভেদ ক'রে রঘু-দাকে মুক্ত ক'রে আনতে।

[চলিয়া গেল

চারণ।—

গান

জাগো হে সুন্দর।
জাগো জাগো জাগো হে।
অন্ধকারের তমসা নিশি,
আনো আলো আনো হে।
সুন্দরতম ব্যথাহরা,
সুরের ঝঙ্কারে দাও সাড়া,
অপরূপ তুমি আলোক দেবতা
আনো আলো আনো হে।

[গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

জায়গীরদার-প্রাসাদ

সুজাতা ও কাজলী

সুজাতা। এইবার বল তুমি—তুমি এখানে কেন?

কাজলী। দেখতে এলাম সুজাতা দেবীকে।

সুজাতা। কী চাও তুমি?

কাজলী। দিতে পারবে? যদি বলি, বন্দীর মুক্তি চাই?…ওকী! চুপ ক'রে রইলে যে? বুঝেছি। বন্দী যে তোমারও প্রাণেশ্বর।

সুজাতা। একদিন তোমায় বলেছিলুম না যে, ওকে আমি ছিনিয়ে নেবোই।

কাজলী। প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নেবার মানে যে, তাকে বন্দী ক'রে হত্যা করা—প্রেমের এ পাঠ আমার জানা ছিল না।

সুজাতা। তুমি চ'লে যাও এখান থেকে। যাও—

কাজলী। অত সহজে যাবো ব'লে তো আমি আসিনি সুজাতা দেবি। বলেছি তো, আজ তুমি দাতা—আমি প্রার্থী।

সুজাতা। কী তোমার প্রার্থনা?

কাজলী। এখনি তো বল্‌লাম—বন্দীর মুক্তি।

সুজাতা। অসম্ভব।

কাজলী। মুক্তি দেবার সামর্থ্য যার নেই, বন্দী করার স্পর্দ্ধা তার হ'লো কেন?

সুজাতা। ওকে মুক্তি দিয়ে আমার লাভ?

কাজলী। লাভ তোমারই সবচেয়ে বেশী।

সুজাতা। তুমি কি বল্‌তে চাও?

কাজলী। বল্‌তে চাই—মুক্তির পর থেকে ও থাক্‌বে তোমারই প্রিয়; আমি স'রে দাঁড়াবো। ঈশ্বরের দোহাই, ওর ওপর আর কোন দাবী থাকবে না আমার।

সুজাতা। হঠাৎ এত উদারতা? ও! দয়া?

কাজলী। না। আজ ভিক্ষা চাইতে এসেছি আমিই, জিত হয়েছে তোমারই। তাই ফিরিয়ে দিতে চাই যার জিনিষ তাকেই।

সুজাতা। কারণ?

কাজলী। এতদিনে বুঝেছি, ওর ওপর সত্যই আমার কোনও দাবী, কোনও অধিকার নেই। এতদিন আমি শুধু ভুল বুঝেছিলাম—মনে মনে মালা গেঁথেছিলাম আকাশ-কুসুমের। মিথ্যা স্বপ্নকে সত্য মনে করেছিলাম। হঠাৎ একটা প্রবল ঝড়ে আমার যত-কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন—সব উড়ে গেল। টের পেলাম,—আমাকে ও ভালবাসে না—বাসে তোমাকে।

সুজাতা। [সবিস্ময়ে] কি বল্‌ছো তুমি কাজলি!

কাজলী। যা বল্‌ছি, তার একটী কণাও মিথ্যা নয়।

সুজাতা। ওঃ—দুদিন আগে তুমি একথা জানালে না কেন? তাহ'লে—তাহ'লে হয়তো এভাবে আজ ওকে বন্দী হ'তে হ'তো না।

কাজলী। তোমার নিজেরই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু—ভালবেসে তুমি যে শুধু চেয়েছিলে, দাওনি কিছুই। সম্মান আর ঐশ্বর্য্যের চমকে চোখ তোমার ধাঁধিয়ে আছে, তাই সত্যটুকু তোমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি। সে কথা যাক, এসব নিয়ে আজ আমি তর্ক করতে আসিনি। এসেছি ভিক্ষা চাইতে। বলো—ভিক্ষা দেবে?

সুজাতা। এ ভিক্ষায় তোমার স্বার্থ কি কাজলি ?

কাজলী। যাকে ভালবেসেছি, তার ভাল হোক। সে যাকে ভালবাসে, মিলন হোক সেই দুজনের ; তাতেই আমি সুখী হবো। আমার ভালবাসা নাই বা পেলে প্রতিদান ! দুঃখ নেই। শুধু আমার ভালবাসা যেন প্রিয়র ভাল করতে পারে ! আর কিছু চাই না আমি। [সহসা সুজাতার পদধারণ] সুজাতা দেবি ! আমায় বিশ্বাস করো— এই শেষ ভিক্ষাটুকু আমায় দাও। তোমরা জয়ী হও—সুখী হও ; আমি চ'লে যাবো তোমাদের কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে,—আর কোনদিনই দেখা দেবো না।

সুজাতা। [কাজলীর হাত ধরিয়া] ছিঃ-ছিঃ ! একী করছো কাজলি ! ওঠো।

কাজলী। না—না, আমি উঠবো না। আগে আমায় কথা দাও।

সুজাতা। [কাজলীর হাত ধরিয়া তুলিয়া সস্নেহে] ওঠো বোন। আমার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব তা আমি করবোই—কথা দিলাম। কাজলি ! আমায় ক্ষমা কর বোন ! তোমায় আমি ভুল বুঝেছিলাম— ওকেও ! ভুল আমি করেছি, তুমিও করেছ ! তোমায় আমায় আজ আর কোন প্রভেদ নেই।

কাজলী। বন্দী তাহ'লে মুক্তি পাবে তো বোন ?

সুজাতা। জানি না ভগবান্ আমার মুখ রাখবেন কিনা ! হাঁস্তের তীর হাত থেকে অনেক দূরে চ'লে গেছে কাজলি !

কাজলী। কী হবে তাহ'লে ?

সুজাতা। বাঁচাতে না পারি, তার জন্যে মরতে তো পারবো ?

কাজলী। ব্যস্, আর আমার কোন দুর্ভাবনা রইলো না। এবার আমি যাই বোন।

সুজাতা। যাবে? কেন কাজলি? আজ এই পরম ভুল ভাঙ্গার ক্ষণেও কি তুমি আমার ক্ষমা কর্‌তে পারলে না বোন? নারী হ'য়ে তুমিও বুঝবে না—কেন আমি এত অন্যায় করেছি? তুমি কী জান না—কী জ্বালা ভালবাসার?

কাজলী। জানি; তাইতো নিজেকে আর বিশ্বাস কর্‌তে পারছি না বোন! ভয় হয়! আমি যে সর্ব্বনাশী। আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে—সুখের সংসার পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। আমি যাই, তোমরা সুখী হও—জয়ী হও; এই আমার শেষ কামনা। আর—তুমি আমায় ভুলে যেও বোন—ওঁকেও ব'লো ভুলে যেতে।

[চলিয়া গেল।

সুজাতা। কাজলি! কাজলি! না, চ'লে গেল। অভিমানে চ'লে গেল। জয়ী আমি নই কাজলি! তুমিই আমাকে জয় ক'রে অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে রেখে গেলে। কিন্তু—ওঃ! কী ভুল আমি করেছি! কীসে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে? কী করি—এখন আমি কী করি?

এনায়েৎ আসিল।

এনায়েৎ। সেলাম জনাবজাদি!

সুজাতা। কে? এনায়েৎ খাঁ! তুমি এখানে কেন, কী চাও?

এনায়েৎ। জনাবজাদীর মনস্কামনা পূরণে সাহায্য করতে গোলাম হয়তো পারে।

সুজাতা। [অপ্রতিভভাবে] কী বল্‌তে চাও তুমি?

এনায়েৎ। জনাবজাদীর বাসনা গোলামের অজানা নয়। আমাকে বিশ্বাস কর্‌তে অনুরোধ করছি।

সুজাতা। মিথ্যাবাদী শঠ! সত্য বলো কী উদ্দেশ্য তোমার?

এনায়েৎ। জীবনে মিথ্যা অনেক বলেছি জনাবজাদি। লাভ কিছু হয়নি। আজ তাই সব মিথ্যার মুখোস খুলে রেখে একান্ত সত্য কথাই পেশ করতে এসেছি। আমায় বিশ্বাস করুন জনাবজাদি! আমার কথা সত্য; যেমন সত্য আলো বাতাস আসমান জমীন আমি আপনি। আমার কথা সত্য, বন্দীর মুক্তি আমারও কামনা।

সুজাতা। যে তোমাদের পরম শত্রু, যাকে বন্দী করার জন্য তোমাদের এতদিনের এতো আয়োজন, আজ হঠাৎ তাকে মুক্তি দিতে চাও কেন এনায়েৎ খাঁ ?

এনায়েৎ। নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে খোদার দোয়া ভিক্ষা করতে।

সুজাতা। ও! অনুশোচনা ?

এনায়েৎ। হাঁ, জনাবজাদি !

সুজাতা। দস্যু আর শত্রুর উপর হঠাৎ এ ভাবান্তরের কারণ ?

এনায়েৎ। রঘু দস্যু কিনা জানি না। তাকে দস্যু বলেছি গোলামীর খাতিরে। আর শত্রু? হাঁ, রঘু শত্রুই বটে। তার লোকে অসহ্য অত্যাচার করেছে আমার উপর; তবু বাহাদুর শত্রু সে। এমন শত্রুর সাথে লড়াই করায় ইজ্জৎ আছে। কিন্তু বন্দী ক'রে সুখ নেই জনাবজাদি! সুখ আছে বন্দী হ'য়ে। আর—সেই বন্ধনই আমার প্রায়শ্চিত্ত।

সুজাতা। কিন্তু কেন যে তোমার এ ভাবান্তর তা তো বললে না।

এনায়েৎ। যাকে দূর থেকে শত্রু ব'লে এতদিন ঘৃণা ক'রে এসেছিলাম, কাছে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সে মানুষ নয়—পরশ-পাথর! তার ছোঁয়া পেলে লোহা সোনা হয়, জানোয়ার মানুষ হয়, মানুষ হ'য়ে ওঠে বেহেস্তের দেবতা। হয়েছেও তাই। আমি নিজে তা স্বচক্ষে দেখে

এসেছি। শত্রুকে ক্ষমা করতে তিনিই আমায় শিখিয়েছেন! আর—শিখিয়েছেন—ওঃ! খোদা! রহম্ করো খোদা! দোয়া করো!

সুজাতা। আর কি তিনি তোমায় শিখিয়েছেন এনায়েৎ খাঁ?

এনায়েৎ। শিখিয়েছেন—মানুষের চেয়ে ধর্ম্ম বড় নয়, হিন্দু আর ইসলাম পরস্পরের দুষমন নয়,—তারা সবাই এক—সবাই মানুষ—সবাই ভাই! মানুষ হ'য়েও এ জ্ঞান আমার এতদিন হয়নি—তিনিই আমার চোখ খুলে দিলেন। তিনিই আমার গুরু, আমার দেবতা। তাই আমিও চাই তাঁর মুক্তি। তাইতো আপনার কাছে ছুটে এসেছি জনাবজাদি।

সুজাতা। কিন্তু ভেবে দেখেছ কি এনায়েৎ খাঁ এ ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেলে তোমার শির যেতে পারে?

এনায়েৎ। জানি! জনাবের হুকুমে এতকাল বিনাতর্কে—বিনা-বিচারে—অন্যায় অত্যাচারে বহু গরীবের ধড় থেকে শির নামিয়ে নিয়েছি, আজ না হয় সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত করতে জনাবজাদীর খিদমদে নিজের শিরই দেবো।

সুজাতা। অভিনয় তোমার মন্দ হয়নি এনায়েৎ খাঁ!

এনায়েৎ। অভিনয়? না, আমায় বিশ্বাস করুন জনাবজাদি!

সুজাতা। বিশ্বাস তোমায় আমি করি না এনায়েৎ খাঁ!

এনায়েৎ। জনাবজাদি! আমি মুসলমান, খোদার নামে শপথ ক'রে বলছি—আমি যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

সুজাতা। শয়তানের আবার শপথ! তার আবার ধর্ম্ম!

এনায়েৎ। তবুও বিশ্বাস হ'লো না? জনাবজাদি, এই ছোরা নিন—আমার বুকে বসিয়ে দিন। আপনার অবিশ্বাসী হওয়ার চেয়ে সে জ্বালা অনেক আরামের।

সুজাতা। তোমাদের মত আমি নর-ঘাতক নই এনায়েৎ খাঁ!

এনায়েৎ। কি ক'রে তবে আপনাকে বিশ্বাস করাই? খোদা! আমার প্রায়শ্চিত্তের কি কোন পথই মিলবে না মেহেরবান! [কিছু চিন্তার পর] হ্যাঁ, হয়েছে। [ছোরা বাহির করিয়া বাম হাতের আঙুল কাটিয়া ফেলিল] জনাবজাদি! এই নিন আমার সততার প্রমাণ; এবার আমায় বিশ্বাস করুন।

সুজাতা। একি! নিজের আঙুল কেটে দিচ্ছো? করলে কি এনায়েৎ খাঁ! ওঃ! কত রক্ত!

এনায়েৎ। আমার শরীরে শয়তানের রক্ত যতটুকু ছিল, তা বেরিয়ে গেল! যাক্, হাল্কা হোক—পবিত্র হোক আমার দেহ-মন। ডান হাতটা কেটে জখম কর্‌তে পারলাম না; ও-হাতটাকে এখনো আমার দরকার আছে—আপনারই খিদমদের জন্য।

সুজাতা। আমার অবিশ্বাসের জন্য মাপ চাইছি এনায়েৎ খাঁ! আজ হিন্দুর ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। আজকের দিনে তোমারই রক্তে দিলাম তোমারই কপালে ভাইফোঁটা।

[এনায়েতের হাতের রক্ত লইয়া তাহার কপালে তিলক অঙ্কিত করিয়া দিল]

এনায়েৎ। জনাবজাদি!

সুজাতা। জনাবজাদী নয়, ভাই! আজ থেকে আমি তোমার হিন্দুবোন সুজাতা।

এনায়েৎ। গোলামের উপর হিন্দু বহিনের বহুৎ মেহেরবানী। কিন্তু আর দেরী নয় বহিন! প্রতিটি মুহূর্ত এখন আমাদের কাছে মূল্যবান। কার্য্যসিদ্ধির জন্য এখুনি ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌তে হবে।

সুজাতা। কি ব্যবস্থা কর্‌বে ভাই! বিদ্রোহ?

এনায়েৎ। না বহিন! বিদ্রোহ করার মত ফৌজ আমার তাঁবে নেই।

সুজাতা। তবে?

এনায়েৎ। ফিকির ক'রে কাজ হাসিল করতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই। আর সে কাজে তোমাকেও করতে হবে আমার সাহায্য।

সুজাতা। আমার সাহায্য? কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই! কী করতে চাও তুমি?

এনায়েৎ। আমার সঙ্গে এসো বহিন! এখানে বলতে সাহস হয় না; কেউ হয়তো শুনে ফেলবে। এসো! ওকি! সাহস হ'চ্ছে না বহিন আমার সঙ্গে আসতে? এখনও অবিশ্বাস?

সুজাতা। তা নয় ভাই! তুমি জানো না হিন্দু নারীর কাছে ভাইয়ের মর্য্যাদা কত বেশী! তারা স্বামি-সেবা করে অক্ষয় স্বর্গবাসের আশায়, কিন্তু—ভাইকে ফোঁটা দেয়, তাকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনবার তপস্যায়; ভাইয়ের জন্য নরকে যেতেও তাদের বাধে না। চলো ভাই—আমায় কোথায় নিয়ে যাবে।

এনায়েৎ। এসো বহিন—এই দিকে!

[উভয়ে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

বিষাণ ও ত্রিবিক্রম রঘুকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া আসিল।

বিষাণ। এখনও সম্মত হও।

রঘু। না।

ত্রিবিক্রম। তোমাদের দলের লোকের নাম আর গুপ্ত আড্ডার সন্ধান দাও—মুক্তি পাবে।

রঘু। চাই না মুক্তি।

ত্রিবিক্রম। প্রচুর পুরস্কার পাবে।

রঘু। তবুও না। না—না।

বিষাণ। জনাব! যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। অযাচিত দয়ার মর্য্যাদা যারা বোঝে না, তাদের অভ্যর্থনা জানাতে হয় চাবুকের মুখে।

ত্রিবিক্রম। রঘু! শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমায়। একদিকে অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি, অন্যদিকে অন্ধকার কারাগার। বেছে নাও কোনটা তোমার কাম্য।

রঘু। দানব-অধিকৃত স্বর্গের চেয়ে অরণ্যচারী ভিখারীর জীবন-যাত্রাই আমার কাম্য। অর্থ আর প্রতিপত্তির লোভ দেখিয়ে আমাকে আদর্শচ্যুত করার চেষ্টা করাটাই হবে তোমাদের বৃথা।

ত্রিবিক্রম। তবে আর আমার কোন দোষ নেই। বিষাণ! [ইঙ্গিত করিলেন]

বিষাণ। প্রস্তুত হও দস্যু! [চাবুক উত্তোলন]

রঘু। আমি প্রস্তুত।

[বিষাণ চাবুকের পর চাবুক মারিয়া চলিল]

ত্রিবিক্রম। ভেবেছিলে—সুজাতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন ক'রে নিষ্কৃতি পাবে—কেমন?

রঘু। মূর্খ! পিতার রক্তচক্ষু আর অনুকম্পাকে যে ঘৃণায় উপেক্ষা করে, কন্যার দয়ার প্রত্যাশী সে নয়! এই বুদ্ধি নিয়ে জায়গীর শাসন করো?

ত্রিবিক্রম। তবে?

রঘু। কারণটা তোমার আদরিণী কন্যাকেই জিজ্ঞাসা করো।

বিষাণ। আমি জানি!

রঘু। জানো না—শুধু জ্বালা ভোগ করো।

বিষাণ। এখনও ধৃষ্টতা? [চাবুক মারিল]

ত্রিবিক্রম। থামো।

বিষাণ। [চাবুক থামাইল] কী হ'লো জনাব?

ত্রিবিক্রম। ওকে এখানে থেকে নিয়ে যাও। নূতন কোন শাস্তির ব্যবস্থা করো, যেমন ক'রে হোক সম্মত করা চাই।

বিষাণ। উত্তম। এসো বন্দি! চরম শাস্তির জন্য প্রস্তুত হবে; দেখি তুমি বশ্যতা স্বীকার কর কিনা!

রঘু। প্রাণ থাকতে নয়! [বিষাণ রঘুকে লইয়া গেল।

ত্রিবিক্রম। স্পর্দ্ধা! এত অত্যাচারেও সম্মত হ'লো না!

বাহির হইতে ডাকিতে ডাকিতে সুজাতা
আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুজাতা। বাবা! বাবা! এই যে বাবা! আমি তোমায় কতো খুঁজছি।

ত্রিবিক্রম। কেন মা ? একি ! এতদিন পরে আজ দেখছি আমার সুজাতা মা'র মুখে হাসি দেখা দিয়েছে !

সুজাতা। আজ আমার বড় আনন্দ বাবা !

ত্রিবিক্রম। কেন মা ?

সুজাতা। কেন ? আনন্দ হবে না। অতবড় একটা ডাকাত ধরা পড়লো, সমস্ত পরগণায় কোনদিন আর লুটপাট হবে না, তোমার জায়গীর নিষ্কণ্টক হ'লো, আনন্দ হবে না আমার ?

ত্রিবিক্রম। কিন্তু সেদিন তো তুইও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছিলি মা ?

সুজাতা। সেদিন বুঝতে পারি না বাবা ! তোমার মত বুদ্ধি কি আমার আছে ? আজ বুঝতে পাচ্ছি, সেদিন আমার অন্যায়ই হয়েছিল। আচ্ছা বাবা, ডাকাতটা পোষ মানলে ?

ত্রিবিক্রম। না মা ! বিষাণ তাকে নিয়ে গেছে আবার নূতন ক'রে বশে আনবার চেষ্টা করতে।

সুজাতা। একটা কথা বল্‌বো বাবা ?

ত্রিবিক্রম। কী মা ?

সুজাতা। আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখবো বাবা ?

ত্রিবিক্রম। তুই ? তুই কী চেষ্টা কর্‌বি মা ?

সুজাতা। মার-ধোরে যখন বশ হ'চ্ছে না, তখন একবার মিষ্টি কথা বলা যাক না। আমি চেষ্টা কর্‌লে হয়তো কাজ কিছু হ'লেও হ'তে পারে।

ত্রিবিক্রম। হুঁ ! কিন্তু তুই একা যাবি ঐ ডাকাতটার কাছে, শেষে যদি আক্রোশের মাথায় একটা কিছু ক'রে বসে ?

সুজাতা। বেশ, তাহ'লে না হয় কাকেও সঙ্গে দাও।

ত্রিবিক্রম। এই—কে আছ ওখানে?

এনায়েৎ আসিল।

এনায়েৎ। জনাব!

ত্রিবিক্রম। এই যে এনায়েৎ। ভালই হ'লো! বিষাণ কোথায়?

এনায়েৎ। তিনি এখুনি বন্দীর ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলেন, আর বলে গেলেন—একটু পরেই আবার চেষ্টা ক'রে দেখবেন।

ত্রিবিক্রম। কী করছে বন্দী?

এনায়েৎ। অবসন্ন অচৈতন্যের মত প'ড়ে আছে।

ত্রিবিক্রম। ভাল! তুমি যাও সুজাতার সঙ্গে। খুব হুঁসিয়ার থাকবে। যেন কোন মতে ডাকাতটা ওর অনিষ্ট করতে না পারে।

এনায়েৎ। জনাবজাদীর রক্ষণাবেক্ষণে গোলামের কোন ত্রুটি হবে না। আসুন জনাবজাদি! আসুন—

[এনায়েৎ ও সুজাতা চলিয়া গেল।

ত্রিবিক্রম। আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই বন্দীর। কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করলো না। জায়গীরদার ত্রিবিক্রম রায়ের জীবনে এতবড় বিস্ময় আর কখনো আসেনি। আশ্চর্য্য!

সুনীতি আসিল।

সুনীতি। এমন একটা আশ্চর্য্য সম্পদকে তবু তোমরা এমনি ভাবে অত্যাচারে নিঃশেষ ক'রে ফেলবে?

ত্রিবিক্রম। মুক্তি যে চায় না তার জন্য আমরা কি করতে পারি সুনীতি?

সুনীতি। সর্ত্তবিহীন মুক্তি দিয়ে নিজেদের পৈশাচিক কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে পারো।

ত্রিবিক্রম। শত্রুকে মুক্তি দেবো?

সুনীতি। দেবে। এখনও তোমরা বুঝতে পাচ্ছো না—যাকে শাস্তি দিয়ে বশ করা যায় না, তাকে জয় করতে হয় ভালবেসে। শেকলের বাঁধনকে যে তুচ্ছ করতে পারে, তাকে বাঁধতে হয় প্রীতির বাঁধনে।

ত্রিবিক্রম। সুনীতি! রাজকার্য্য নীতিবোধের মাপ কাঠিতে চলে না, চলে শাসনে।

সুনীতি। কিন্তু—নিরপরাধের শাসনও ন্যায়বিচার নয়।

ত্রিবিক্রম। রঘু ডাকাত নিরপরাধ? অপরাধী তবে কে?

সুনীতি। তুমি—তোমরা সবাই।

ত্রিবিক্রম। সুনীতি! ভুলে যেও না—তোমার অধিকার কতটুকু।

সুনীতি। যা সত্য, তা স্বীকার করার অধিকার সকলেরই আছে। কোন্ দোষে রঘু আজ অপরাধী? প্রজার মঙ্গলসাধনের জন্য তুমি জায়গীরদারের গদীতে বসেছ, তোমার সে কর্ত্তব্য তুমি কি পালন করেছ? না—শাসনের নামে শোষণ করেছ, চিরকাল বিচারের প্রহসনে করেছ স্বেচ্ছাচার। তোমার অসমাপ্ত কর্ত্তব্য সমাপন করতে চেয়েছে ঐ রঘু ডাকাত। সে কী তার অপরাধ? দস্যু-অপহৃতা তোমার কন্যাকে মহাসম্মানে যে তোমার গৃহে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে, সে কী বিনিময়ে পাবে রক্তাঞ্জলির পুরস্কার? চমৎকার বিচার তোমাদের!

ত্রিবিক্রম। ভুলে যাচ্ছো সুনীতি, সুজাতাকে অপহরণ করেছিল রঘুরই অনুচরেরা।

সুনীতি। তাই সুজাতার উপর সহৃদয় হ'য়ে, লুণ্ঠন আর অত্যাচার ক'রে সে তোমার বংশে কলঙ্ক আরোপ করেনি; নিজে সহযাত্রী হ'য়ে

বিপদ তুচ্ছ ক'রে তোমার কন্যাকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছে তোমার প্রাসাদে। তাকে তোমরা দস্যু বলো? তোমাদের ঘোষণায় বিশ্বাস ক'রে একা অস্ত্রহীন অবস্থায় যে তোমাদের আনুগত্য স্বীকার করতে আসে, তাকে প্রবঞ্চনা ক'রে বন্দী করাটাকে কি রাজনীতি বলে?

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ—বলি। রাজনীতি তুমি বুঝবে না—বুঝতে চেষ্টাও ক'রো না।

সুনীতি। বুঝতেও চাই না তোমাদের ঐ ঘৃণ্য রাজনীতি। শুধু এইটুকু বুঝি—ক্ষমতার গর্ব্বে অন্ধ হ'য়ে আজ যারা রঘুর বিচার করতে চায়, একদিন তাদেরও মাথা পেতে নিতে হবে ভগবানের বিচার।

[চলিয়া গেল।

ত্রিবিক্রম। ভগবানের বিচার! হাঃ-হাঃ-হাঃ! উন্মাদ! উন্মাদ! সুনীতি উন্মাদ হ'য়ে গেছে। বৈদ্যকে সংবাদ পাঠাতে হবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সুজাতার সঙ্গে এনায়েতের ছদ্মবেশে রঘু আসিল।

ত্রিবিক্রম। এই যে সুজাতা! কিছু হ'লো মা?

সুজাতা। [ত্রস্তকণ্ঠে] না বাবা, পারলাম না। ভীষণ একগুঁয়ে—কিছুতেই রাজী হ'লো না। আমি যাচ্ছি বাবা! এসো এনায়েৎ খাঁ! আমায় পৌঁছে দাও।

[সুজাতা ও রঘু প্রস্থানোদ্যত হইল]

উদ্যত রিভলভারহস্তে বিষাণ আসিল।

বিষাণ। ব্যস্! আর এক পাও অগ্রসর হবার চেষ্টা করবেন না। হুঁসিয়ার!

সুজাতা। একী! কেন তুমি হঠাৎ এভাবে আমাকে—

বিষাণ। [শ্লেষমিশ্রিত স্বরে] কেন? তা তো আপনার অজানা নয় জনাবজাদি।

ত্রিবিক্রম। তোমার এই অদ্ভুত আচরণের অর্থ আমিও কিছু বুঝতে পারছি না বিষাণ।

বিষাণ। এখনি পারবেন জনাব। এই, কে আছো। [রঘু প্রস্থানোদ্যত হইতেই বিষাণ পিস্তল সম্মুখে উদ্যত করিয়া ধরিল] খবরদার। পালাবার চেষ্টা ক'রে কোন ফল নেই। চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী তোমার অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা ক'চ্ছে। [টান দিয়া রঘুর দাড়ী খুলিয়া] দেখুন জনাব।

ত্রিবিক্রম। কী আশ্চর্য্য। এসব কী বিষাণ?

বিষাণ। জনাবজাদীর কীর্ত্তি। স্নেহাতুর পিতাকে ছলনায় ভুলিয়ে আমার চোখে ধুলো দিয়ে বন্দীকে মুক্তি দেবার কৌশল। কে আছো? [প্রহরী আসিল] এই, বন্দী করো এই ডাকাতটাকে।

[প্রহরী রঘুকে বন্দী করিতে উদ্যত হইল]

সুজাতা। না-না। ওকে তোমরা বন্দী করতে পারবে না। ছেড়ে দাও—

রঘু। সুজাতা! তোমার শুভেচ্ছার জন্য বন্দী চিরকৃতজ্ঞ, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার ঋণের কথা স্মরণ করবো। চলো প্রহরি— কোথায় আমায় নিয়ে যাবে।

[প্রহরিসহ প্রস্থানোদ্যত]

সুজাতা। [ছুরিকাহস্তে বাধা দিল] খবরদার! ছেড়ে দাও ওকে। নইলে তোমাদের হত্যা করতেও আমি কুণ্ঠিত হবো না।

বিষাণ। অস্ত্র ফেলে দিন জনাবজাদি!

সুজাতা। না।

বিষাণ। আমি অনুরোধ করছি জনাবজাদি, আমার কার্য্যে বাধা দিয়ে অহেতুক আমায় বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য করবেন না। অস্ত্র ত্যাগ করুন।

সুজাতা। না—না!

বিষাণ। ভাল, তবে আর আমার দোষ নেই। [বলপূর্ব্বক ছুরি কাড়িয়া লইল] প্রহরি! একেও বন্দী ক'রে নিয়ে যাও। হাঁ ক'রে দেখছো কি মূর্খ! আদেশ পালন কর। নিয়ে যাও।

[প্রহরী সুজাতাকে বন্দী করিল]

সুজাতা। বাবা! বাবা!

ত্রিবিক্রম। [সক্রোধে] বিষাণ!

বিষাণ। জনাব!

ত্রিবিক্রম। আমি এতক্ষণ অবাক্-বিস্ময়ে তোমার ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করছিলাম। স্পর্দ্ধা বটে! আমার চোখের উপর আমারই বেতনভুক্ কর্ম্মচারী হ'য়ে তুমি আমার কন্যার অঙ্গস্পর্শ ক'রে তাকে বন্দী করতে সাহস করো?

বিষাণ। রাজনীতিতে বাধ্য হ'য়ে অনেক সময় অপ্রিয় কাজ করতে হয় জনাব!

ত্রিবিক্রম। কিন্তু—এ কাজ তুমি করতে পাবে না। এখুনি ছেড়ে দাও সুজাতাকে। ক্ষমা চাও ওর কাছে নতজানু হ'য়ে।

বিষাণ। ক্ষমা বিষাণ চাইবে না। সুজাতা তো তুচ্ছ, জনাবের কাছেও নয়।

ত্রিবিক্রম। চাইতে হবে তোমায়। আমি হুকুম ক'চ্ছি।

বিষাণ। হুকুম! হাঃ-হাঃ-হাঃ! দরকার হ'লে আপনার সম্পর্কেও অপ্রিয় কর্ত্তব্য পালন করতে আমার বাধবে না জনাব!

ত্রিবিক্রম। বটে! এত সাহস? এই, বন্দী কর এই উদ্ধত কর্ম্মচারীকে। ওকী! দাঁড়িয়ে আছো কেন? বন্দী করো। আমি হুকুম দিচ্ছি—বাঁধো ওকে। একী! আমার হুকুম শুনতে পাস্‌নি মূর্খ? ওঃ, বুঝেছি—তোরা সবাই ষড়যন্ত্র করেছিস আমার বিরুদ্ধে!

বিষাণ। এতক্ষণে ঠিক ধরেছেন জনাব ত্রিবিক্রম রায়! আরও দেখতে চান? এই—বন্দী করো এই বৃদ্ধকে।

[প্রহরী জায়গীরদারকে বন্দী করিল]

ত্রিবিক্রম। একী। এসব কী সত্য? আমি কি জেগে আছি!

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। জেগে আছেন বৈকি ভূতপূর্ব্ব জনাব ত্রিবিক্রম রায়। বহাল তবিয়তে জেগে আছেন। চাকা ঘুরে গেছে জনাব। তাই উপরে যে ছিল—সে আজ নিচে পড়েছে। মূর্খ বৃদ্ধ! ভেবেছিলে তোমার গোলামীর জন্যই বিষাণ চিরকাল তোমার হুকুম মানতে প'ড়ে থাকবে। মূর্খ। গোলামী নয়—বিষাণ চেয়েছিল গদী। আর—তা সে এতদিনে লাভ করলো! হাঃ-হাঃ-হাঃ! নিয়ে যাও এদের! একসঙ্গে অন্ধকার কারাগারে বন্দী ক'রে রাখো। যাও।

ত্রিবিক্রম। [যাইতে যাইতে] এর প্রতিফল তুমি পাবে পিশাচ! এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য একদিন আমার কাছে তোমায় নতজানু হ'য়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌তে হবে। সেদিন আমি তোমায় মার্জ্জনা কর্‌বো না—পদাঘাতে দূর ক'রে দেবো। বিশ্বাসঘাতক! শয়তান!

বিষাণ। যাও—নিয়ে যাও। [প্রহরী সকলকে লইয়া চলিয়া গেল] বৃদ্ধ অসহায় বন্দীর কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা? হাঃ-হাঃ-হাঃ! শুধু গদীই আমার কাম্য নয় বৃদ্ধ! আমি চাই—তোমার ঐ সুন্দরী আদরিণী কন্যাকে আমার অঙ্কশায়িনী করতে। তোমারই সম্মুখে জোর ক'রে তা করবো; তুমি বাধা দিতে পারবে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [চলিয়া গেল]

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাপ্রাঙ্গণ।

ছদ্মবেশে কেরামত, কালাচাঁদ, চারণ উপস্থিত হইল, বন্দী অবস্থায় রঘু, এনায়েৎ ও প্রহরী আসিল। পরে শিরোমণি উপস্থিত হইল।

শিরোমণি। কথায় বলে অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে, আর অতি ছোট হ'য়ো না পায়ে থেঁৎলে যাবে। অতি শব্দটাই খারাপ, মহাজনেরা বলেছেন, যে যার ওজন বুঝে চল্‌লে শেষটায় পস্তাতে হয় না। যেমন অপকর্ম্মগুলো করেছিলে—তেমনি এবার কাঁচা মাথাটা দাও।

রঘু। এনায়েৎ! ভাই!

এনায়েৎ। কেন রঘু ভাই!

রঘু। মৃত্যুর আগে একি ঋণে তুমি আমায় বেঁধে রাখলে ভাই?

এনায়েৎ। তুমি যে তারও আগে হ'তে আমায় বেঁধেছ রঘু ভাই।

শিরোমণি। জ্বরের ঘোরে মানুষ ভুল বকে। আর যমের পরোয়ানা এলে বক্‌বে না? কেঁদে কুল পাবে না মাণিকজোর! বড় বাড় হয়েছিল যে? লঘু-গুরু মানো না তোমরা। আস্পাদ্দা! [অদূরে বিষাণকে আসিতে দেখিয়া] ঐ এলো তোদের মুগুর। এবার থেঁতো কর্‌বে, আর দেরী নেই।

বিষাণ আসিল।

বিষাণ। সমবেত জনসাধারণ। অত্যাচারী রঘু ডাকাত আজ বন্দী অবস্থায় শাস্তির অপেক্ষা কর্‌ছে। জায়গীরদার অসুস্থ, শুধু তাঁরই আদেশে

আমি আমার অপ্রিয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে এসেছি। আপনারা সকলে শুনুন—[শাস্তিনামা পাঠ] আমি খোদ জায়গীরদার শ্রীল শ্রীযুক্ত ত্রিবিক্রম রায় স্থিরচিত্তে ও আইনসম্মতভাবে অত্যাচারী প্রজাপীড়ক ও বিদ্রোহী রঘু ডাকাতের বিচার করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেছি। আমার মনে হয়, কৃত পাপের তুলনায় আসামীর এ শাস্তি অতি লঘু—অতি অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বর তাহার আত্মার মঙ্গল করুন।

শিরোমণি। হাঁ—হাঁ, অতি উত্তম বিচার হয়েছে হুজুরের। আহা! হুজুর আমাদের সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ। তা—আর দেরী কেন? ঘেচাংটা এবার সেরে ফেলা হোক; আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাচি। সারা পরগণটা নিষ্কণ্টক হোক।

কেরামত। [জনান্তিকে] হু সিয়ার কালাচাঁদ।

কালা। [জনান্তিকে] আমি তৈরী আছি সর্দ্দার। দলের আর সবাইকে ইসারা ক'রে দাও।

[চারণকে ইসারা করিবামাত্র এক একে কালাচাঁদ,
কেরামত ও চারণ চলিয়া গেল]

বিষাণ। এনায়েৎ খাঁ! তোমার শাস্তি রঘু ডাকাতের শিরশ্ছেদ করতে হবে তোমাকেই স্বহস্তে! খড়্গ তুলে নাও।

এনায়েৎ। তুমি কি ভুলে গেছ বেইমান কোতোয়াল বিষাণ! যে, এনায়েৎ খাঁ আজ আর তোমার তাঁবেদার নয়! তোমার হুকুমের সে আর পরোয়া করে না।

বিষাণ। খড়্গ তুলে নাও।

এনায়েৎ। না।

বিষাণ। অবাধ্য হ'য়ো না এনায়েৎ খাঁ! কঠিন শাস্তি পাবে! বিষাণের ক্রোধের স্বরূপ তোমার অজানা নয়।

এনায়েৎ। খোদার কাছে যে আত্মসমর্পণ করেছে, বিষাণের হুকুমে সে পদাঘাত করে। আর বিষাণকে সে আজ একটা কুত্তার চেয়ে হেয় মনে করে।

বিষাণ। হুঁসিয়ার! জানো, তোমার ঐ অসংযত জিভখানা এখুনি টুকরো টুকরো ক'রে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে পারি?

এনায়েৎ। [তাচ্ছিল্যের হাসি] হাঃ-হাঃ-হাঃ—!

রঘু। এনায়েৎ! ভাই! শেষ সময়ে কেন এ বিবাদ, কেন এ কলহ? তুলে নাও খড়্গ। ঐ ঘৃণিত ঘাতকের হাতে মরার চেয়ে তোমার হাতে মরণ আমার অনেক সুখের—অনেক গৌরবের। আমার জন্যে তুমিই বা কেন বৃথা প্রাণ দেবে?

এনায়েৎ। তোমার জন্যে নয় রঘু-ভাই। আমি প্রাণ দিচ্ছি আমার গুণার প্রায়শ্চিত্তে আর দেশের জন্যে—সমাজের জন্যে। মিলিত হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আজ দেখুক—তারা পর নয়—পৃথক নয়। একই মাটীতে তাদের জন্ম। একই সাথে হাত ধরাধরি ক'রে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। হিন্দু-মুসলমানের যত দ্বন্দ্ব, যত বিভেদ—সব ঘুচে যাক আজ। আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা করুক তারা—একই দেশ-মাতার যুগল সন্তান—আমরা দুটি ভাই হিন্দু-মুসলমান।

রঘু। এনায়েৎ, চঞ্চল হ'য়ো না ভাই!

এনায়েৎ। না—না, রঘু-ভাই! ও আদেশ আমায় ক'রো না। আমি পারবো না।

বিষাণ। পারতে আমি তোমায় বাধ্য করবো।

এনায়েৎ। তুমি আমায় হত্যা করতে পারো বিষাণ, কিন্তু আর কোনও আদেশ তুমি আমাকে দিয়ে পালন করাতে পারবে না।

বিষাণ। বটে! তবে দুজনেই প্রস্তুত হও। স্মরণ করো ইষ্টনাম।

প্রহরী। [নেপথ্যে] স'রে দাঁড়াও—স'রে দাঁড়াও, মহামান্য সুবেদার বাহাদুর আসছেন।

শিরোমণি। ও বাবাঃ! একি কাণ্ড! স্বয়ং সুবেদার এদিকে আসছেন যে! মরেছে!

বিষাণ। একী? সুবেদার আসছেন! তাইতো!

সুবেদার আসিলেন

বিষাণ। আসুন—আসুন জনাব! আপনার পদধূলি প'ড়ে পরগণা আজ ধন্য হ'লো—সার্থক হ'লো। [কুর্নিস করিল]

রঘু। [স্বগত] এই সুবেদার? আশ্চর্য্য। শয়তান!

সুবেদার। তোমার বিনয়ে বহুৎ বহুৎ খুশ্ হ'লাম কোতোয়াল! জায়গীরদার কই?

বিষাণ। [অপ্রতিভ ভাবে] আজ্ঞে—আজ্ঞে হুজুর, তিনি কাল থেকে সামান্য অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। তাই আমাব উপরেই এই অপ্রিয় কর্ত্তব্য পালনের ভার পড়েছে।

সুবেদার। যোগ্যপাত্রেই রায়-সাহেব ভার অর্পণ করেছেন। আচ্ছা, তুমি যাও, রায়-সাহেবকে সেলাম দাও আমার।

বিষাণ। কিন্তু জনাব, এদিকে যে—

সুবেদার। কোন চিন্তা নেই। আমি আছি। তুমি যাও—

বিষাণ। যে আজ্ঞা জনাব!

[চলিয়া গেল

শিরোমণি। কোটি কোটি সেলাম বড় হুজুর। মেজাজ গতিক ভাল?

সুবেদার। ভাল। বহুৎ বহুৎ শুক্রিয়া। আপনার?

শিরোমণি। বড় হুজুরের নেকনজরে কারো কি ভাল না থাকার উপায় আছে? হে-হে-হে।

সুবেদার। বন্দী রঘু ডাকাত।

রঘু। বলো।

সুবেদার। ধরা তাহ'লে শেষ পর্য্যন্ত দিতেই হ'লো। আফশোষ।

রঘু। বেইমান।

সুবেদার। মেজাজ বেশ সরিফ নেই মনে হ'চ্ছে।

রঘু। কারণ জানতে চাও?

সুবেদার। মেহেরবানী ক'রে যদি জানাও।

রঘু। পারবে সহ্য করতে?

সুবেদার। কোশিষ করবো।

রঘু। তবে এই নাও তাহ'লে আমার জবাব।

[সুবেদারের গালে চড় মারিতে উদ্যত, শিরোমণি সুবেদারকে সরাইয়া লইল]

শিরোমণি। স'রে আসুন হুজুর, স'রে আসুন। ওর কি আর মাথার ঠিক আছে? এখনই হয়তো ধা ক'রে একটা চড়ই বসিয়ে দেবে।

রঘু। বিশ্বাসঘাতক। একদিন না পথশ্রান্ত তোমাকে আর তোমার সঙ্গীকে এই বন্দী রঘু ডাকাতই পরম সমাদরে পরিচর্য্যা করেছিল? ইচ্ছা করলে আমার আস্তানা হ'তে তোমাদের বাইরে আসবার পথ সেইদিনই চিরকালের মত বন্ধ ক'রে দিতে পারতাম। কিন্তু তা না ক'রে সেদিন তোমায় অকপট বিশ্বাসে, অতিথি নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করেছিলাম। এই কি তার প্রতিদান? এই কি তার পুরস্কার?

সুবেদার। আর কিছু বলবার নেই তোমার বন্দি ?

রঘু। তোমারই প্রচারিত ইস্তাহারে বিশ্বাস ক'রে যে একা নিরস্ত্র অবস্থায় সরল মনে তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এলো, তাকে বন্দী ক'রে হত্যা করতে একটুকু বাধছে না তোমাদের বিবেকে ? তোমরাই আবার শাসক, বিচারক, বীরপুরুষ। চমৎকার।

সুবেদার। আর কিছু বল্‌বে না ?

রঘু। না। ঘৃণা হয় তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে।

সুবেদার। আমার কিন্তু এখনও তোমার কাছে একটা আর্জ্জি ছিল রঘু ডাকাত।

রঘু। ছিঃ-ছিঃ। তোমরা কি মানুষ ? মরণের তীরে দাঁড়িয়ে যে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষায় আছে, তার সঙ্গে পরিহাস করতে বিবেকে আঘাত করছে না ?

সুবেদার। কিন্তু আমার আর্জ্জি যে তোমাকে মঞ্জুর করতেই হবে।

রঘু। বল, কি বল্‌তে চাও ?

সুবেদার। তুমি আমায় চড় মারতে এসেছিলে—পারনি। আমি তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি, তুমি আমায় ইচ্ছামত চড় মারো। কারণ এই চড়ের চেয়েও অনেক বেশী কিছু আমার পাওনা। মারো। মারো!

শিরোমণি। হাঁ-হাঁ-হাঁ। করছেন কি বড় হুজুর ? ওর কি এখন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে ? হয়তো সত্যি-সত্যিই এখুনি চড় মেরে বসবে।

সুবেদার। আমিও তাই চাই পণ্ডিতজি। রঘু, আর্জ্জি আমার মঞ্জুর করো।

রঘু। তোমার কথার অর্থ কি ? আবার কি কোন নূতন মতলব এঁটেছ ?

সুবেদার। না রঘু। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে—তোমার

দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিতে চাই সত্যিই রঘু ডাকাত! যে সুবেদার চোখ বুজে সুবা শাসন করে, যার অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার নিম্ন কর্ম্মচারীরা তারই নাম ক'রে মিথ্যা প্রচার করতে পারে, যার সুবায় শাসনের নামে কু-শাসনের আকাশ-জোড়া ঝড় উঠেছে অত্যাচারিত—দরিদ্র অসহায় প্রজাপুঞ্জের :বুক চিরে, তার ঐ ভাবেই শিক্ষা হওয়া উচিত। এ-যে আমারই পাপ, আমারই অন্যায়, আমারই গাফিলতি। আর্জ্জি আমার মঞ্জুর করো রঘু ডাকাত।

রঘু। [সবিস্ময়ে] জনাব! আমি—আমি বুঝতে পারিনি আপনার কথার তাৎপর্য্য! আমায় বুঝিয়ে বলুন জনাব!

সুবেদার। জনাব আমি নই রঘু ডাকাত। আজ হ'তে তুমি আমার জনাব—তুমি আমার বিচারক। তুমি আমায় ক্ষমা করো। আর—তা যদি না পারো, আমার বিচার করো—শাস্তি দাও। যত কঠিন শাস্তিই হোক, আমি তা শির পেতে নেবো। শুধু আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও—শুদ্ধ হ'তে দাও।

রঘু। জনাব! মেহেরবান! আমায়—আমায় ক্ষমা করুন জনাব! [পায়ের কাছে বসিয়া] আমায় ক্ষমা করুন। আমি মূর্খ। তাই বুঝতে পারিনি—চিনতে পারিনি আপনাকে। ওঃ! আমার অপরাধের বুঝি ক্ষমা নেই—আমার ভুলের বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নেই। [চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল]

সুবেদার। [রঘুর হাত ধরিয়া] ওখানে নয় রঘু ডাকাত—ওখানে নয়! তোমার ঠাঁই এইখানে। [বন্ধন মুক্ত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন]

শিরোমণি। [স্বগত] মরেছে! এ আবার কী কাণ্ড! গোবিন্দ শ্রীহরি! এ্যাঁ, ভূতের মুখে রাম নাম? এ-যে দেখছি—তেলে-জলে একেবারে মিশ খেয়ে গেল।

সুবেদার। খুবই আশ্চর্য্য ঠেকছে, না পণ্ডিতজি। আমারও ঠেকেছিল একদিন। সঙ্গগুণ যদি থাকে, সঙ্গদোষই বা তাহ'লে থাকবে না কেন? আমাব খুশ নসিব যে, সে ভুল ভাঙ্গতে আমার দেরী হয়নি।

এনায়েৎ। জনাব! আমার বিচার?

সুবেদার। বন্দী যে বিচারকের কৈফিয়ৎ তলব কর্‌তে পারে না—সেটা তার মনে থাকা উচিত এনায়েৎ! সবুর করো।

ব্যস্তভাবে ত্রিবিক্রম ও সুজাতা আসিল

ত্রিবিক্রম। জনাব! জনাব! আপনি এসেছেন। [কুর্নিস করিলেন] আমার নালিশ আছে জনাব।

সুবেদার। তোমার বিরুদ্ধেও অজস্র নালিশ আমারও আছে রায়-সাহেব!

সবার অলক্ষ্যে বিষাণ আসিয়া আত্মগোপন করিল

ত্রিবিক্রম। জানি। তার শাস্তি আজ আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু, তার আগে ঐ বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী বিষাণের বিচার আপনাকে কর্‌তেই হবে জনাব! এত স্পর্দ্ধা তার যে, সে আমায় আর আমার কন্যাকে বন্দী করে!

সুবেদার। জানি রায়-সাহেব! সব জানি আমি। উতলা হবেন না।

ত্রিবিক্রম। উতলা হবো না? কিন্তু এখুনি তাকে গ্রেপ্তার না কর্‌লে আর কি তাকে ধর্‌তে পারবেন?

সুবেদার। কোথাও পালাতে পারবে না সে। সারা এলাকা ঘিরে আছে আমার রক্ষিদল। তার বিচার হবে পরে। এখন আপনি স্বীকার কর্‌ছেন তো আপনার অপরাধ?

ত্রিবিক্রম। করছি জনাব!

সুবেদার। শাস্তি নিতে হবে।

ত্রিবিক্রম। নেবো জনাব!

সুবেদার। গদী ত্যাগ করতে হবে। ও গদীতে এখন থেকে বসবে রঘু ডাকাত।

রঘু। না—না, জনাব! এ আদেশ করবেন না। এ শাস্তি।

সুবেদার। গদী চাও না?

রঘু। না জনাব! সে লোভ আমার কোনদিনই নেই। আমি সাধারণ গৃহস্থ-সন্তান, গেঁয়ো চাষার ছেলে। রাজ্যশাসন আর রাজনীতি-চর্চ্চা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমার অনুরোধ জনাব! অনুতপ্ত রায়জীই গদীয়ান থাকুন। আমি বরং—

সুবেদার। আবার ডাকাতি ধরবে?

রঘু। না জনাব, ডাকাতির প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে। আমি বরং আপনাদের দুজনার তাঁবেদার হ'য়ে থাকবো।

সুবেদার। রঘু, সত্যই তুমি মহান্। বেশ—মঞ্জুর হ'লো তোমার আর্জ্জি। রায়জি, গদী আপনারই বাহাল রইলো, তবে আমার জন্য নয়, এই রঘু ডাকাতের সুপারিশে।

ত্রিবিক্রম। [অনুতপ্ত স্বরে] রঘু! আমায়—আমায় কি তুমি ক্ষমা করতে পারবে না?

রঘু। মিলনের এই শুভ মুহূর্ত্তে ওকথা নয় রায়জি! আজ সবার পাপ, সবার অন্যায় ভুলে লাভ হোক আমাদের নব জীবন।

সুবেদার। বন্দী এনায়েৎ খাঁ!

এনায়েৎ। জনাব!

সুবেদার। কসুর তুমিও কম করনি। শাস্তি তোমারও প্রাপ্য

ছিল। কিন্তু নিজেই তুমি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছ। [বাঁধন খুলিয়া দিল] তাই তুমিও মুক্তি পেলে।

এনায়েৎ। জনাবের বহুৎ বহুৎ মেহেরবানী।

সুবেদার। তোমার পূর্ব্ব পদ-মর্য্যাদায় তুমি বাহাল রইলে এনায়েৎ খাঁ! তবে এবার আর উপরওয়ালা বিরাণ নং।

এনায়েৎ। তবে কে জনাব?

সুবেদার। আজ থেকে আমার হুকুমে নতুন কোতোয়াল হ'লো রঘু ডাকাত।

রঘু। জনাব। [নতজানু হইল]

এনায়েৎ। খোদা! মাটীর দুনিয়ায় যে আজো বেহেস্ত নেমে আসে, সে-কথা তুমি আমায় আরো কটা দিন আগে জানতে দাওনি কেন মেহেরবান?

সুবেদার। এই নাও রঘু তোমার অস্ত্র। [নিজের অস্ত্র দিল]

রঘু। [অস্ত্র চুম্বন করিয়া] উপরে আকাশের দেবতা—আর নীচে দেবতার প্রতিনিধি আপনাকে স্মরণ ক'রে আমি শপথ করছি জনাব। আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কোনদিন এ তরবারির অমর্য্যাদা হ'তে দেবো না। আপনার সুযশ—সুনাম রক্ষাই হবে আমার এই নব-জীবনের ব্রত ও কামনা।

সুবেদার। সাবাস! এবার ওঠো বীর। [হাত ধরিয়া তুলিল]

শিরোমণি। আহা! সাধু—সাধু! এ না হ'লে বিচার? এ না হ'লে রাজা? ওহো! মনে হ'চ্ছে যেন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ লীলাচ্ছলে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছেন!

সুবেদার। রায়জি!

ত্রিবিক্রম। জনাব।

সুবেদার। অপরাধের খেসারত দেবেন না ?

ত্রিবিক্রম। হুকুম করুন জনাব !

সুবেদার। করছি ! [সুজাতার প্রতি] আয় তো বেটি, একটিবার আমার কাছে আয় তো ? লজ্জা কি। [সুজাতা আসিল] বাঃ—বাঃ। বেটী আমার সত্যিই যে আসমানের হুরী। যেন আঁধার রাতের হাজার বাতির রংমশাল, একটু সবুর কর বেটি। পণ্ডিতজি, শোন !

শিরোমণি। আজ্ঞা করুন ধর্ম্মাবতার বড় হুজুর !

সুবেদার। সাদি দিতে জানো ?

শিরোমণি। কার সাদি দিতে হবে, হুকুম করুন জনাব ! হুকুম হ'লে মানুষ তো ছার, বাঘ-ছাগলের বিয়ে দেওয়াতে পারি।

সুবেদার। সাবাস ! বিয়ে দেবে আমার এই বেটীর !

শিরোমণি। সুজাতা-মার বিয়ে দেবো এ তো অতি আনন্দের কথা বড় হুজুর ! কিন্তু—পাত্তরটি কে ? মানে—বিয়েটা হ'চ্ছে কার সঙ্গে ? পাত্তর পাই কোথায় ?

সুবেদার। আমি দিলাম এদের লৌকিক বিবাহ। [সুজাতা ও রঘুর হাত মিলাইয়া দিল ; শিরোমণির প্রতি] তুমি মন্ত্র পাঠ করো পণ্ডিতজি !

[সবার অলক্ষ্যে রঘুকে লক্ষ্য করিয়া বিষাণ পিস্তল উদ্যত করিবা-
মাত্র উন্মাদিনীর মত চিৎকার করিতে করিতে কাজলী
আসিয়া রঘুর সম্মুখে দাঁড়াইল]

কাজলী। স'রে যাও—স'রে যাও তোমরা—স'রে—

[বিষাণের পিস্তল গর্জ্জিয়া কাজলীর বক্ষ বিদ্ধ করিল]

কাজলী। ওঃ—[রঘুর পায়ের তলায় ঢলিয়া পড়িল]

[বিষাণ অলক্ষ্যে পলাইল

রঘু। একি ! কে এ সর্ব্বনাশ করলে ? কাজলি—কাজলি !

কালাচাঁদ ছুটিয়া আসিল

কালা। কাজলি! কাজলি!—ওঃ, কে এ কাজ করলে?

কাজলী। [যন্ত্রণাকাতরস্বরে] শয়তান বিষাণ। ওঃ! সুজাতা, তুমি জয়ী হয়েছো বোন! তুমি সুখী হও। রঘু-দা, দাদা! কাছে এসো। [রঘু ও কালাচাঁদ কাজলীর উভয় পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইল] তোমাদের কাছে অনেক অন্যায় করেছি, ছোট বোন ব'লে—তা—কে ক্ষমা—ক—রো—[মৃত্যু]

সকলে। কাজলি—কাজলি—

সুজাতা। সব শেষ। দীপ নিভে গেল—অনাদৃত কুসুম অকালে অভিমান ভরে ঝ'রে গেল।

রঘু। সত্যই সুজাতা। বড় অভিমানী ছিল ও। আর পারলে না সহ্য করতে সংসারের বিষাক্ত বাতাস। [রঘুর চক্ষু জলে ভরিল]

কালা। রঘু! কাঁদবার সময় এ নয়। তাকে খুঁজে বার করতে হবে। শাস্তি দিতে হবে সেই শয়তানকে। নখে ক'রে চিরে চিরে তার সারা গায়ে নুন ছড়িয়ে দিতে হবে। এসো।

সুবেদার। থামো, উত্তেজিত হ'য়ো না নওজোয়ান। বহিনকে নিয়ে যাও তোমরা। মৃতের অসম্মান ক'রো না। ক্যাপ্টেন টমাস্ আছে আসামীর পিছনে। যাও, তোমরা সবাই যাও।

কালা। [কাজলীর মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া] বোধনের আগেই বিজয়ার বাদ্য বেজে উঠলো। উঃ, ভগবান্! যদি জ্বেলেছিলে আলো—তবে কেন সে আলো ফুৎকারে নিভিয়ে দিলে?

[কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল

[সাশ্রুনেত্রে রঘু, সুজাতা ও ত্রিবিক্রম পিছু পিছু চলিয়া গেল

শিরোমণি। বড় হুজুর। আপনি যাবেন না ?

সুবেদার। না পণ্ডিত। একটু দেরী আছে আমার। এখনও আমার সব কাজ শেষ হয়নি।

শিরোমণি। আমার ব্যবস্থা বড় হুজুর।

সুবেদার। হ্যাঁ, হবে ; তবে তার আগে একটা কথা আছে। পাপ তুমিও কম করোনি, তোমাকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

শিরোমণি। এ্যাঁ—আমাকেও ?

সুবেদার। হ্যাঁ। নাক-কাণ ম'লে শপথ করো, আর কোনদিন প্রাপ্তির লোভে আত্মধর্ম্ম আর আত্মকর্ম্ম বিসর্জ্জন দেবে না ?

শিরোমণি। [নাক-কাণ মর্দ্দন করিয়া] আবার ওপথে যাই বড় হুজুর ? আমার খুব শিক্ষা হয়েছে।

সুবেদার। [নিজের গলার মালা খুলিয়া শিরোমণিকে দিলেন] যাও—মনে থাকে যেন।

শিরোমণি। বড় হুজুরের জয়জয়কার হোক—জয়জয়কার হোক।

[সোল্লাসে চলিয়া গেল

সুবেদার। আর বাকি মাত্র একটা কাজ, তারপর—

টমাস্ বিষাণের পৃষ্ঠে তরবারির অগ্রভাগ দিয়া খোঁচাইতে খোঁচাইতে লইয়া আসিল

টমাস। My lord ! here you are ? (মি লর্ড। হিয়ার ইউ আর) আসামীকে বন্‌ডি করিয়া আনিলো। হামার হাট হইটে পলাইটে চায়। হাঃ-হাঃ-হাঃ। পারিবে কেনো ? order my lord। (অর্ডার মি লর্ড।)

সুবেদার। হ্যাঁ, তোমাদেরই প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।

টমাস্। হামিটো আসিয়াছে। হাপনার হুকুম টালিম কবিটেই থোড়া Late (লেট) হইল। Satan! (স্যাটান) টুমি woman (উওম্যান) খুন করিয়াছে। টুমি Soldier (সোলজার) আছে, না —Murderer (মার্ডারাব) আছে? টোমাকে কুট্টার মাফিক জুটার ঠোক্কর ডিয়া হট্যা কবিটে হোয়। [বুটেব ঠোক্কর দিল]

সুবেদার। কোতোয়াল বিষাণ। কাপ্তেন টমাসের শাস্তি কি তোমার পছন্দ হয়?

বিষাণ। না—না। আমায়—আমায় খুন কর্‌বেন না জনাব। প্রাণে মারবেন না। অন্য যে কোনও শাস্তি দিন।

এনায়েৎ। জনাব! আমায় হুকুম দিন—আমার ভূতপূর্ব্ব উপরওয়ালার খুনে আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

সুবেদাব। অসংখ্য নিরীহ প্রজাকে বিনাদোষে—অকথ্য অত্যাচারে হত্যা করার সময় এ-কথা তোমার মনে ছিল না? বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে রায়জী আর তার কন্যাকে বন্দী ক'রে গদী অধিকার করার সঙ্কল্প, আমার নামে মিথ্যা প্রচার, বলে নিরস্ত্র রঘুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার আগে একথা ভেবে দেখতে পারোনি?

বিষাণ। ক্ষমা করুন জনাব—ক্ষমা করুন।

এনায়েৎ। তোমায় ক্ষমা? খোদা তোমায় ক্ষমা কর্‌লেও আমি তোমায় খুন কর্‌বো শয়তান!   [চলিয়া গেল

টমাস্। ও, নো! টোমার গোসটাকীর Pardon (পার্ডন) হোয় না। শাস্টী টোমাকে নিটেই হবে। you must (ইউ মাষ্ট) বলো—কি শাস্টী টুমি চায়? টোমাকে ফাঁসি ডিবে? Suit (স্যুট) করিবে? না—Darkcell (ডার্ক সেলে) বরাবর বণ্ডী করিয়া রাখিবে?

বিষাণ। জনাব!

সুবেদার। হ্যাঁ, শাস্তি তোমায় নিতেই হবে। তবে এখানে নয়, তোমার বিচার হবে আমার খাস দরবারে। ওকে নিয়ে এসো ক্যাপ্টেন!

[চলিয়া গেলেন

টমাস্। [বিষাণকে টানিতে টানিতে] চলো! Come on friend. (কাম অন্ ফ্রেণ্ড,

বিষাণ। মাফ করুন জনাব—দয়া করুন।

টমাস্। ডয়া? টোমাকে ডয়া করিবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ। জানের এটো ভোয় টুমি করে কোটোয়াল? হাঃ-হাঃ-হাঃ! টোমাকে কুত্তা ডিয়া খাওয়াইলেও পুরা শাস্‌টী হোয় না। A Davil in musk you are! (এ ডেভিল ইন মাস্ক ইউ আর) আউরটের মাফিক কান্দিটে টোমার সরম হোয় না? Come on (কাম অন্)। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[তরবারি মুক্ত করিয়া তার অগ্রভাগ বিষাণের বক্ষে ধরিল]

বিষাণ। আমায় বন্দী ক'রে নিয়ে যাবে তুমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ, তবে জীবন্তে নয় সাহেব—নিয়ে যেও আমার মৃতদেহটাকে। [বিষভক্ষণ]

টমাস্। What's that? (হোয়াটস্ ত্থাট?) কি খাইলে টুমি?

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। ওকি, অমন ক'রে দেখছ কি? বিষ খেয়ে এমন হাসতে আর বুঝি কাউকে কখনো দেখনি সাহেব? দেখ, দেখ সাহেব, দেখে নাও—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

টমাস্। Satan! A Satan! (স্যাটান! এ স্যাটান্!)

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ······

[ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তার চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে। টমাস বিষাণকে ধ'রে নিয়ে যাবার পথে নীরব হ'লো তার কণ্ঠস্বর]

—যবনিকা—